পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1702, Saturday, October 17, 2026 FREE www.parichoy.com



হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে মামলা পুনর্বহালে সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- আইএমএফের কাছে ২০২৯ সাল পর্যন্ত ৪.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ চায় বাংলাদেশ - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশসহ ২৯ দেশের বিমানকর্মীদের নিয়ে ইসরায়েলের নিষেধাজ্ঞা মানবে এয়ার ফ্রান্স- ৫ম পাতায়
- 'রাজনীতিতে কাউকেই বিশ্বাস করি না', নেতানিয়াহুকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প - ৯ম পাতায়
- অপ্রতিরোধ্য হুথি গোষ্ঠী: কেন তাদের হারানো এত কঠিন? -১২তম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৫৪০ দিনের "স্বয়ংক্রিয়" মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা বাতিল -১৬ পাতায়
- অভিবাসন বিধিনিষেধ কঠোর হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১২,০০০-এরও বেশি পারিবারিক গ্রিন কার্ড আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র-১৮তম পাতায়
- মানব পাচার নির্মূলে মানদণ্ড পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ জানিয়ে দিলো যুক্তরাষ্ট্র -২০ পাতায়
- নিউ ইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে হেনস্তার শিকার মুহাম্মদ ইউনূস-২১ পাতায়



মধ্যবর্তী নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে সহ ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ঐতিহাসিক ধস, উঠে এলো নতুন জরিপে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়



বিস্তারিত ২০ পৃষ্ঠায়

মানব পাচার নির্মূলে মানদণ্ড পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ জানিয়ে দিলো যুক্তরাষ্ট্র



আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934




GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com


NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন



● নেতানিয়াহু ছাড়া অন্য যেকোনো প্রার্থীই হবেন ‘ভুল’ নেতা এবং তিনি না থাকলে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে একাই লড়তে হবে - **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● গাজায় ইসরায়েলের ‘ভয়াবহ আচরণ’ ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আরও কিছু করা উচিত ছিল - তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত **কমলা হ্যারিস**





● ১৯৭১’র মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি প্রকৃত জনযুদ্ধ - জাতীয় সংসদের স্পিকার **হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম**

● এত আমদানির পর এখন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা না এলে আর কবে আসবে?’- বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী **আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী**





● ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের যে ক্ষতি করেছে, তা বর্ণনা দেওয়া যাবে না- বাংলাদেশের তারেক রহমান সরকারের বিমানমন্ত্রী **রশিদুজ্জামান মিল্লাত**

● সৌদি আরবে ২ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড আমাদের জন্য বড় শিক্ষা: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী **শামা ওবায়েদ**





● আগের স্বৈরাচার যে পথে হেঁটেছিল, হুবহু সেই পথেই এই সরকার হাঁটছে - বাংলাদেশ জামায়াতের আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা **ডা. শফিকুর রহমান**

● বিএনপি ৫ বছর দেশ শাসন করলে আমরা দুর্ভিক্ষে মারা যাবো - বিএনপি সরকারকে ‘নতুন জালেম’ আখ্যা দিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র **রাশেদ প্রধান**







বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ফিরদৌসী কাদরীকে নিয়ে ভিডিও বানালেন বিল গেটস, নেপথ্যে কলেরা ভ্যাকসিন

পরিচয় ডেস্ক: গত ৭ অক্টোবর প্রযুক্তি উদ্যোক্তা বিল গেটস তাঁর ফেসবুক ও লিংকডইনসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। সেই ভিডিওতে তিনি কলেরার টিকা নিয়ে কথা বলেন।

ভিডিওতে তিনি শুরুতেই উল্লেখ করেন, কলেরা একটি মারাত্মক ডায়রিয়াজনিত রোগ। প্রধানত দূষিত পানির মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু ছড়ায়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেলে কলেরা দ্রুত প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। বিল গেটস বলেন, বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ফিরদৌসী কাদরী এই টিকা ব্যবহারের মাধ্যমে কলেরার প্রাদুর্ভাব থামানোর জন্য কাজ করছেন।

বাংলাদেশসহ যেসব দেশে মানুষের ঘনত্ব বেশি এবং যেখানে নিরাপদ খাবার পানি ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুযোগ কম, সেখানে কলেরা ছড়ানোর ঝুঁকি বেশি থাকে। এই রোগ দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিরোধ করার জন্য নিরাপদ পানি ও ভালো পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থা থাকা জরুরি।

তবে এ ধরনের বড় ব্যবস্থা গড়ে তোলা বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এ জায়গায় কলেরার টিকা খুব দ্রুত রোগ ঠেকানোর কাজ করে। এই টিকা তৈরি করা সহজ, দামেও সাশ্রয়ী ও ইনজেকশনের বদলে কেবল মুখে খেয়েই এটি নেওয়া যায়।

বিল গেটস আরও বলেন, সহজে গ্রহণযোগ্য এই টিকা কলেরার মতো মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। এভাবে বিজ্ঞানী ফিরদৌসী কাদরী ও তাঁর সহগবেষকদের গবেষণা ও কাজ অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে।

ভিডিওতে বিজ্ঞানী ফিরদৌসী কাদরী জানান, বাংলাদেশে একটি জাতীয় কলেরা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বা ‘কন্ট্রোল প্ল্যান’ রয়েছে। সেখানে কোন সময়ে ও কোথায় ভ্যাকসিন বা টিকা দিতে হবে, তার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। সেই পরিকল্পনা ও রোডম্যাপ বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য প্রায় ১০ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন প্রয়োজন।

শীতকালে ও বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে কলেরার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। পরিস্থিতি খারাপ হলে আক্রান্তের হার ৩০ শতাংশ থেকে এমনকি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সময়মতো টিকা পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি।

বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে কম খরচে ওরাল বা মুখে খাওয়ার কলেরা ভ্যাকসিন উদ্ভাবন ও গবেষণায় সহায়তা করে আসছে। বিশেষ করে আইসিডিডিআরবি এবং ফিরদৌসী কাদরীর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে সাশ্রয়ী মূল্যের কলেরা ভ্যাকসিন সহজলভ্য করতে ভূমিকা রেখেছে। বিল গেটসের প্রকাশিত এই ভিডিওটি মূলত সেই সচেতনতামূলক টিকা ক্যাম্পেইন বা প্রচারণারই একটি অংশ ছিল।

> **বিল গেটস আরও বলেন, সহজে গ্রহণযোগ্য এই টিকা কলেরার মতো মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। এভাবে বিজ্ঞানী ফিরদৌসী কাদরী ও তাঁর সহগবেষকদের গবেষণা ও কাজ অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে।**

বিজ্ঞানী ফিরদৌসী কাদরী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক। তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৩), র□্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার (২০২১) পেয়েছেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চের (আইসিডিডিআরবি) মিউকোসাল ইমিউনোলজি এবং ভ্যাকসিনোলজি ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁকে নিয়ে বিল গেটসের এমন ভিডিও এবারই প্রথম নয়। এর আগেও বিল গেটস তাঁর নিজস্ব ব্লগ ও ওয়েবসাইট গেটস নোটে ফিরদৌসী কাদরীর গবেষণা ও অবদান নিয়ে বিশেষ ফিচার প্রকাশ করেছিলেন। সংবাদ সুত্র ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬

সেলিম-আলী পরিষদ

আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর

আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন

নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি

অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President



মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary



মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President



মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President



হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary



নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer



ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary



অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary



রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Sect.



মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary



রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary



হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary



এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary



শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary



জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary



মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member



সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member



মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member



শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member



মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member



কাজী রবিউজজামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member

অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন

মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL

প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি


বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"
কুনু-ফিরোজ
পরিষদ
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
আসুন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেই, যোগ্য নেতৃত্বকে জয়ী করি
A1 to A21
A2
দুলাল বেহেদু
A3
আবুল কালাম ভূঁইয়া
A5
মোঃ নওশেদ হোসেন
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
A7
মোঃ জামিল আনসারী
A8
রুশলী আহমেদ চৌধুরী (বাবু)
A9
সৈয়দ গৌছুল হোসেন
A10
কয়েছ আহমদ
A11
মোঃ আশতার বাবুল
A12
মোরশেদ আলম
A13
মোঃ মাইন উদ্দিন (নটু)
A14
বি মেহের চৌধুরী
A15
কাজী হাসান
A16
আবুল বাশার ভূঁইয়া
A17
সিদ্দিক পাটোয়ারী
A18
প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাছির
A19
মাসুদুল হক ছানু
A20
মোহাম্মদ কাউছার আলম
A21
মনিরুল ইসলাম মনির
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

মধ্যবর্তী নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে সহ ট্রাম্পের জনপ্রিয়তায় ঐতিহাসিক ধস, উঠে এলো নতুন জরিপে



পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি তীব্র বা দৃঢ় সমর্থনের হার (স্ট্রং অ্যাপ্রুভাল রেটিং) কমে মাত্র ১৯ শতাংশে নেমে এসেছে। নেপোলিটান নিউজ সার্ভিস-এর চলতি অক্টোবরে করা জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। জরিপকারী সংস্থাটি জানিয়েছে, তাদের সূচকে ট্রাম্পের প্রতি ভোটারদের এই সমর্থনের হার এযাবৎকালের সর্বনিম্ন।

এক নজরে জরিপ চিত্র

সার্বিক কাজের মূল্যায়ন: নতুন এই জরিপ অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের কাজের প্রতি সার্বিক সমর্থন জানান ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা, অন্যদিকে ৫৮ শতাংশ ভোটার তীব্র অসন্তোষ ও অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

নিট সমর্থন সূচক: সমর্থক ও অসমর্থকদের মধ্যকার পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁর নিট অ্যাপ্রুভাল রেটিং দাঁড়িয়েছে মাইনাস ১৭ (-১৭) পয়েন্টে।

তীব্র বিরোধিতা: প্রেসিডেন্টের প্রতি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*



আইএমএফের কাছে ২০২৯ সাল পর্যন্ত ৪.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ চায় বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তাহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে ২০২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৪.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিতে চায় বাংলাদেশ।

ব্যাংককে আইএমএফের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাইজেল ক্লার্কের সঙ্গে আলোচনা শেষে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের একজন কর্মকর্তা জানান, চলতি বছরের শেষ নাগাদ ঋণচুক্তি সই হতে পারে ।

নাম না প্রকাশের শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, চলতি মাসের শেষদিকে আইএমএফের স্টাফ মিশন বাংলাদেশ সফরের পর স্টাফ *বাকি অংশ ৬৬ পৃষ্ঠায়*



প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প খুবই মজাদার, দয়ালু একজন মানুষ, তাকে ভালোবাসি

হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট ইনস্টাগ্রামে একটি খোলামেলা প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তার সম্পর্কের এক ঝলক তুলে ধরেছেন। তিনি তার প্রাক্তন বসকে "দয়ালু এবং উৎসাহব্যঞ্জক" বলে প্রশংসা করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নিয়েও খোলামেলা কথা বলেছেন।

লিভিট তার ইনস্টাগ্রাম অনুসারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন - যার মধ্যে ট্রাম্পের ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে তার কর্মজীবনের পরিকল্পনা এবং দুই সন্তানের মা হিসেবে জীবনযাপনের মতো সবকিছুই ছিল।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভালো মানুষ বা দয়ালু কিনা জানতে *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*

"আমি আমার ভারতীয় শ্বশুর-শাশুড়িকে ভালোবাসি'

এইচ-১বি ভিসায় কর্মরতদের 'চুক্তিবদ্ধ দাস' বলা মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স

পরিচয় ডেজ: ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স এইচ-১বি ভিসায় কর্মরত ব্যক্তিদের 'বিদেশি চুক্তিবদ্ধ দাস' বলে উল্লেখ করার বিষয়ে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ সময় তিনি তার দক্ষিণ ভারতীয় স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন।



ভ্যান্স স্বীকার করেন, তার বক্তব্যের ভাষা হয়তো পুরোপুরি যথাযথ ছিল না। তবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানান।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন একাধিক প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী শ্রম সনদ কর্মসূচি থেকে সাময়িকভাবে স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়ায় এটি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে উদ্বিগ্ন এশীয় বংশোদ্ভূত ভোটাররা, সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী এশীয় বংশোদ্ভূত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনীতি বড় উদ্বেগ হিসেবে উঠে এসেছে। নতুন জরিপে দেখা গেছে, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান ভোটারদের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পাশাপাশি এশীয় বংশোদ্ভূত



জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থনীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য এবং স্বাস্থ্যসেবা এখন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু হয়ে উঠেছে। গত সোমবার, ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-নরক ও এপিআই ডেটার একটি জরিপে দেখা গেছে, আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জেতাতে ইলন মাস্কের ৩৬৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয়



পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার, প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমর্থক ইলন মাস্ক গত বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টিকে সহায়তা করতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৬৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন বলে খবর বেরিয়েছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়। সোমবার (১২ অক্টোবর) প্রকাশিত পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু গত জুলাই থেকে ইলন মাস্ক ২৭৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। এর মধ্যে ১৫৮ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছে রিপাবলিকানদের সিনেট প্রার্থীদের সহায়তায় গঠিত একটি বিশেষ রাজনৈতিক তহবিলে। এর ফলে চলতি বছরে একক ব্যক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রচারণায় সবচেয়ে বেশি অর্থ দানকারী হয়ে উঠেছেন মাস্ক ।

ইলন মাস্ককে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির নেতা। গত বছর হোয়াইট হাউসের বিশেষ সরকারি উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন মাস্ক।

পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়নকারী সংস্থা 'আমেরিকা পিএসি' এই ব্যয়ের পরিমাণ নিশ্চিত করেছে।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটির একজন মুখপাত্র বলেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটদের হাতে চলে যাওয়া ঠেকাতে এই বিপুল অর্থ ব্যয় প্রয়োজন।

সংস্থাটির মুখপাত্র অ্যান্ড্রু রোমিও দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-কে বলেন, 'এই বিপুল বিনিয়োগের ফলে রিপাবলিকানদের নির্বাচনী প্রচারযন্ত্র নিজেদের বক্তব্য ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে। এতে অতীতের নির্বাচনী প্রবণতা ভুল প্রমাণ করে জয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে।'

ইলন মাস্কের এই বিপুল অর্থ ব্যয়ের ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন রিপাবলিকান প্রার্থীরা ট্রাম্পের কমে যাওয়া জনপ্রিয়তা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে বাড়তে থাকা উদ্বেগ মোকাবিলা করছেন।

২য় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শাসনামল নিয়ে ভোটারদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে চাইছে ডেমোক্র্যাটরা। বর্তমানে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট-উভয় কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে রিপাবলিকানদের।

ধনী অর্থদাতা ও বিশেষ রাজনৈতিক তহবিলের প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমালোচনা রয়েছে। সমালোচকদের যুক্তি, এ ধরনের অর্থ ব্যয়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি প্রভাবশালী ও বিত্তশালী গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে।

গত জুনে বিশ্বের প্রথম এক ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদের মালিক হন ইলন মাস্ক। তার মহাকাশযান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স নাসডাক শেয়ারবাজারে প্রথমবারের মতো শেয়ার ছাড়ার পর তার সম্পদের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*



হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে মামলা পুনর্বহালে সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০১৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে করা মামলা পুনর্বহালের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

গত শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) দাখিল করা আবেদনে তিনি মামলাটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। এর আগে একটি ফেডারেল আদালত মামলাটি খারিজ করে ট্রাম্প ও তার এক আইনজীবীর ওপর প্রায় ১০ লাখ ডলার জরিমানা আরোপ করেন। পরে আপিল আদালতও সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন।

২০২২ সালে ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল আদালতে দায়ের করা ওই মামলায় হিলারি ক্লিনটন, এফবিআইয়ের সাবেক পরিচালক জেমস কোমি, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার স্টিল, ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটি (ডিএনসি) এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন ট্রাম্প।

তাঁর দাবি ছিল, ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে তাকে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে একটি মিথ্যা বয়ান তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল তার নির্বাচনী প্রচারণাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। মামলায় সংগঠিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও ক্ষতিকর মিথ্যাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগও আনা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবীরা বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের কারণে প্রথম মেয়াদে মামলা দায়ের করা স্থগিত *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*



ভারত-চীনের ওপর ১০০% শুল্ক আপাতত স্থগিত করলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার তেল কেনার কারণে ভারত ও চীনের ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। তবে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের প্রয়োগ আপাতত শিথিল করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) দিবাগত গভীর রাতে জারি করা এক নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প জানান, রাশিয়াসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা, বিধিনিষেধ ও শুল্ক কার্যকরের ক্ষেত্রে আপাতত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য তিনি মার্কিন কংগ্রেসে একটি সনদও জমা দিয়েছেন।

তবে এই সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি বাতিল করা হয়নি। বরং সেগুলোর প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে চাইলে ট্রাম্প আবারও এসব পদক্ষেপ কার্যকর করতে পারবেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মাসে স্বাক্ষরিত 'লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট'-এর আওতায় এসব পদক্ষেপ নেয়ার কথা ছিল।

এ সিদ্ধান্তের ফলে আপাতত ১০০ শতাংশ শুল্কের আশঙ্কা থেকে রেহাই পেল ভারত। এর আগে দেশটি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*



পাঁচ দিনের মাথায় চাকরি গেলো হোয়াইট হাউস প্রেস সেক্রেটারি ক্যাটি জাকারিয়ার

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার ৫ দিনের মাথায় ক্যাটি জাকারিয়া তার পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তার অপ্রস্তুত উপস্থিতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার পর শেষ পর্যন্ত তাকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলো। গতকাল শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) হোয়াইট হাউসের বরাত দিয়ে তার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করে বিবিসি।

তার পদত্যাগের কিছু সময় আগেই শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'আমি তাকে বলেছিলাম, যদি তুমি না চাও, তাহলে তোমার এটা করতে হবে না। সত্যি বলতে, তোমার জায়গায় আমি থাকলে, আমি আবারও ভেবে দেখতাম।'

এর আগে, দায়িত্ব নেয়ার পর গত মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) জাকারিয়া তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনের জন্য ব্যাপক সমালোচিত হন। এ সংবাদ সম্মেলন কেবল ১৫ মিনিটের ছিলো, যেখানে তিনি সাংবাদিকদের করা মাত্র তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

তিনি গত কয়েক *বাকি অংশ ৬৬ পৃষ্ঠায়*

ইরানে সম্ভবত আমরা ‘বাড়াবাড়ি’ করে ফেলেছি স্বীকার করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক চলমান যুদ্ধ-সংঘাতে ইরানের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ‘বাড়াবাড়ি’ করে ফেলেছে বলে মনে করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ‘বাড়াবাড়ি’র কারণে এখন আলোচনার জন্য উপযুক্ত ইরানি কর্মকর্তা খুঁজে পেতে ওয়াশিংটন হিমশিম খাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন উপলক্ষে গত সোমবার (১২ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও স্টেটের ইয়ংস্টাউন শহরে রিপাবলিকান পার্টির একটি প্রচারণা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি সংলাপ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “ইরানের নেতৃত্ব নিয়ে সম্ভবত আমরা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। এখন আমরা বুঝতেই পারছি না যে (ইরানে) কাদের সঙ্গে আমরা কাজ-কারবার করছি। কেউ ইরানের প্রেসিডেন্ট হতে চায় না।”

তিনি আরও জানান, ইরানের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওয়াশিংটন যাদের ভেবে রেখেছিল- তাদের কেউই প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হচ্ছেন না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, “সত্যি বলতে, কাদের সাথে আলোচনা করব-তা ঠিক করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার মনে হয় আমরা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।”



তবে বরাবরের মতো এবারও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন যে গত প্রায় ৮ মাসের যুদ্ধে ইরান তার বিমানবাহিনী হারিয়েছে এবং নৌবাহিনীর ১৫৯টি জাহাজের সবগুলো খুইয়েছে।

“ইরানের যুদ্ধবিমান এবং যুদ্ধজাহাজগুলো এখন সমুদ্রের তলদেশে সুন্দরভাবে পড়ে আছে”, বলেছেন

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর সেই পুরনো দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেন যে, ইরান তার বিমানবাহিনী এবং ১৫৯টি জাহাজই হারিয়েছে; তাঁর ভাষ্যমতে, জাহাজগুলো এখন “সমুদ্রের তলদেশে সুন্দরভাবে পড়ে আছে।”

উল্লেখ্য, কৌশলগত বৈশ্বিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালি পারস্য ও ওমান উপসাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে ইরানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর লাগাতার হামলার মধ্যেই এ মন্তব্য করলেন ট্রাম্প। ব্রিটিশ সংস্থা ইউকে মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন্সের (ইউকেএমটিও) তথ্য অনুসারে, গত ১ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি,পারস্য ও ওমান উপসাগরে কমপক্ষে ১৯টি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা হয়েছে।

সূত্র : দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, আলজাজিরা

‘রাজনীতিতে কাউকেই বিশ্বাস করি না’, নেতানিয়াহুকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, রাজনীতির জগতে তিনি কাউকেই বিশ্বাস করেন না। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বিশ্বাস করেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন তিনি। ডানপন্থী সংবাদমাধ্যম নিউজম্যাক্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ কথা বলেন। এ নিয়ে শুক্রবার (২৬ অক্টোবর) প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দ্য টাইমস অব ইসরায়েল।



সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘সত্যি বলতে, আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না। রাজনীতির জগতে আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না।’ আগামী ২৭ অক্টোবর ইসরায়েলের নির্বাচন সামনে রেখে নেতানিয়াহুর প্রতি ট্রাম্প সমর্থন জানাবেন কি না, তা নিয়ে সম্প্রতি তাকে একাধিকবার প্রশ্ন করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো ঘোষণা দেননি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনী প্রচারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। এবারও ইসরায়েলের নির্বাচনে ট্রাম্পের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে আলোচনা চলছে। নিউজম্যাক্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েলি কর্মকর্তারা চান, তিনি যেন নেতানিয়াহুর পুনর্নির্বাচনের প্রচারে যুক্ত হন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘তারা চান আমি যুক্ত হই। হ্যাঁ, তারা চান।’ তবে প্রচারে সরাসরি অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি তিনি। নেতানিয়াহুর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, তাদের মধ্যে ‘খুব ভালো সম্পর্ক’ রয়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতার প্রসঙ্গ তুলে দুই দেশের ‘অত্যন্ত সফল সামরিক অংশীদারত্বের’ কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ব্যক্তিগত আস্থা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাজনীতিতে কাউকে বিশ্বাস না করার কথা বললেও নেতানিয়াহুর সঙ্গে সম্পর্ক ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সামরিক সহযোগিতা নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। সূত্র: দ্য টাইমস অব ইসরায়েল।

ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষোভ



পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা এবং দেশটির ওপর অবরোধ আরোপের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষোভ করেছে শত শত ফিলিস্তিনপন্থি মানুষ। গত শনিবার (১০ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটলের সামনে জড়ো হয়ে তারা বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারা গাজায় ইসরায়েলের চালানো গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানান। বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনের পতাকা ওড়ান এবং গাজায় গণহত্যা ও ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দখলদারত্বের নিন্দা জানিয়ে প্লেকার্ড প্রদর্শন করেন। কিছু প্লেকার্ডে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের অর্থনৈতিক খরচের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এতে সামরিক ব্যয়ের সঙ্গে দেশে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও কম মজুরির সম্পর্ক দেখানো হয়। ‘প্যালেস্টাইনিয়ান *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্র দাবি না মানা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ইরানের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কিংবা টানা আলোচনা-কোনোটিই চায় না ইরান। তবে ওয়াশিংটন দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ফার্সের বরাতে আল জাজিরা জানিয়েছে, বুধবার (১৪ অক্টোবর) ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ এই ঘোষণা দেন।

বাঘের গালিবাফের মতে, যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যকে রাজনৈতিক অঙ্গনেও সুসংহত করতে হবে।

তিনি বলেন, ‘যখনই আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করব, তখন রাজনৈতিক অঙ্গনেও সেই বিজয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে।’

ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার বলেন, ‘এর অর্থ অন্তহীন যুদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা নয়। আমরা শত্রুকে ক্লান্ত করে তুলতে লড়াই করি, যাতে তারা আমাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।’

এদিকে হরমুজ প্রণালির কাছে দুটি জাহাজ ডুবে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি জাহাজে প্রজেক্টাইল বা ক্ষেপণাস্ত্রসদৃশ কোনো বস্তু আঘাত হানে। অন্য জাহাজটি সমুদ্রের মাইনে আঘাত পেয়ে ডুবে যায় বলে জানা গেছে। ওই অঞ্চলে অব্যাহত হামলার কারণে জাহাজ চলাচলের গতি কমে এসেছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

যদিও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ‘খুব শিগগিরই’ শেষ হবে বলে আবারও দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি, হরমুজ প্রণালির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ রয়েছে এবং ইরান তাদের নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, রাডার ব্যবস্থা ও আকাশ প্রতিরক্ষা হারিয়েছে।

অ্যারিজোনার বুলহেড সিটিতে এক সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘ইরানের প্রথম সারির নেতারা চলে গেছেন। তারা দ্বিতীয় সারির নেতাদের বেছে নিয়েছিল। তাদেরও অনেকে চলে গেছেন।

এরপর তৃতীয় সারির নেতাদের বেছে নেওয়া হয়েছে। তাদের অর্ধেকও চলে গেছেন। তারা আমাকে আর কাউকে হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি দিতে বলেছিল। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।’


বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্
নির্বাচন ২০২৬
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক., নির্বাচন-২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
A4
A1 to A21
A2
“ আপনাদের ভোট ও সমর্থন চাই।
কুনু-ফিরোজ পরিষদকে নির্বাচিত করুন।
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে
আমাকে A2 ব্যালটে ভোট দিন। ”
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
২৫ অক্টোবর ২০২৬, রবিবার


ফিলাডেলফিয়ার স্বাধীনতা প্রতিনিধি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
VOTE FOR MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI
MOFIJUL ISLAM BHUIYAN RUMI—TREASURER
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
Mofijul Islam Bhuiyan Rumi— Treasurer
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

অপ্রতিরোধ্য হুথি গোষ্ঠী: কেন তাদের হারানো এত কঠিন?

পরিচয় ডেস্ক: চার বছর পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত থাকার পর আবারও পুরোদমে শুরু হয়েছে যুদ্ধ; এতে একদিকে রয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী, অন্যদিকে দেশটির আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার ও তাদের মূল পৃষ্ঠপোষক সৌদি আরব। গত ৪ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হুতিদের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দেয় সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট। হুথিদের পুরোপুরি 'নির্মূল' করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য বলে জানায় তারা।

তবে লক্ষ্য হিসেবে এটি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী।

একসময় স্যান্ডেল পায়ে পিকআপ ভ্যানে চড়ে যুদ্ধ করা একদল বিশৃঙ্খল যোদ্ধা আখ্যা দিয়ে হুথিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হতো। তারাই এখন নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সক্ষমতা ও শক্তির জানান দিচ্ছে। ২০১৪ সালে ইয়েমেনের রাজধানী সানা দখল করার পর বর্তমানে তারা এমন সব ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, যেখানে ইয়েমেনের মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ মানুষের বসবাস। অতীতে হুথিদের উৎখাত করতে সৌদি আরব দীর্ঘদিন সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। তবে সেই অভিযান ব্যর্থ হয়। লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ ও ইসরায়েলে হুথিদের হামলার জবাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইসরায়েল যৌথভাবে বিমান হামলা চালায়। হুথিরা সেই হামলাও সফলভাবে প্রতিহত করে। দীর্ঘদিন ধরে ইরানের কাছ থেকে সামরিক সহায়তা পেয়ে আসছে হুথিরা। তবে তারা অস্ত্র সংগ্রহের বিকল্প পথও খুঁজে নিয়েছে। পাশাপাশি নিজেদের সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়েছে গোষ্ঠীটি। এর বড় প্রমাণ অক্টোবরে সৌদি আরবের একটি বিমানবন্দরে তাদের চালানো বিমান হামলা। ওই হামলায় এক ডজনের বেশি মানুষ নিহত হন। আহত হন শত শত মানুষ।



কারা এই হুথি?

'আনসারুল্লাহ' নামে পরিচিত হুথিরা ইয়েমেনের একটি সশস্ত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী। 'আনসারুল্লাহ' শব্দের অর্থ 'আল্লাহর সাহায্যকারী'। গোষ্ঠীটির উত্থান ইয়েমেনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সাদা প্রদেশে। তারা শিয়া ইসলামের জাইদি শাখার অনুসারী। ইয়েমেনের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই শাখার অনুসারী। উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন এক হওয়ার পর ১৯৯০-এর দশকে হুথি আন্দোলনের সূচনা হয়। পরে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিদ্রোহ করে। ২০১৪ সালে হুথিরা ইয়েমেনের রাজধানী সানা দখল করে নেয়। এর পরই দেশটিতে গৃহযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। সেই সংঘাতের প্রভাব এখনো পুরো দেশে রয়ে গেছে। হুথিরা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি ইসরায়েলেরও কট্টর বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্র তাদের সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। হুথিরা ইরানের নেতৃত্বাধীন 'প্রতিরোধের অক্ষ' (অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স) নামে পরিচিত জোটের অংশ। এই জোটে লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ফিলিস্তিনের গাজার হামাসও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ হিজবুল্লাহ ও হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। ইরান হুথিসহ এই জোটের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সামরিক সহায়তা দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সহায়তার মধ্যে অস্ত্র, সামরিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

হুথি ও ইরান কতটা ঘনিষ্ঠ?

হুথিরা ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রাখে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের

বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়



বাংলাদেশ ও ভারতের চেয়ে দারিদ্র্যের হার বেশি পাকিস্তানে: ইউএনডিপি

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান- এই তিন ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ও ভারতের থেকে পিছিয়ে আছে পাকিস্তান। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকসংক্রান্ত সোমবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

নিউইয়র্কে ইউএনডিপির প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পাকিস্তানের ৩৮ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ এখনো বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেন। ভারতে এ হার ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ।

বিভিন্ন বছরে পরিচালিত পরিবারভিত্তিক জরিপের ভিত্তিতে এসব হিসাব করা হয়েছে। ফলে একই সময়ের নিরিখে দেশগুলোর পরিস্থিতি সরাসরি তুলনা করা যায় না।

সাধারণত দারিদ্র্য পরিমাপে মানুষের আয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে একাধিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিষয় বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি, শিশুমৃত্যু, শিক্ষার বছর, স্কুলে উপস্থিতি, পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিদ্যুৎ, বাসস্থানের অবস্থা এবং পরিবারের সম্পদ।

পাকিস্তানে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার মানুষের বঞ্চনার মাত্রা ৫১ দশমিক ৭ শতাংশ। দেশটির আরও ১২ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে রয়েছেন। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ তীব্র বঞ্চনার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।

প্রতিবেদনে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবনতির কথাও বলা হয়েছে। গত ১৫ বছরের মধ্যে প্রথমবার

বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়

হুথিদের সঙ্গে সংঘাত বাড়ছে; পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহায়তা না পেয়ে হতাশ সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের সঙ্গে বাড়তে থাকা সংঘাতের মধ্যে পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহায়তা না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেছে সৌদি আরব। এ বিষয়ে অবগত সূত্রের বরাত দিয়ে রোববার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, 'পশ্চিমা মিত্রদের দেওয়া সীমিত সহায়তার কারণে রিয়াদের হতাশা ক্রমেই বাড়ছে।' ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাজ্য সম্প্রতি সৌদি আরবকে একটি ট্যাঙ্কার এয়ারক্রাফট (জ্বালানিবাহী উড়োজাহাজ) সরবরাহ করেছে। তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা সহায়তার জন্য রিয়াদের



পক্ষ থেকে পাঠানো অন্যান্য অনুরোধ এখনও অনুমোদন পায়নি। এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইয়েমেনের হুতিদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্য সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও পূর্বে সৌদি আরবের সঙ্গে ওয়াশিংটনের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির বিষয়ে দৃঢ় অবস্থানের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, সৌদি আরবের প্রতি নিজেদের সব দায়বদ্ধতা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র।

স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ করল আজারবাইজান, দেশজুড়ে বিরল বিক্ষোভ, তুরস্কের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন

পরিচয় ডেস্ক:নেভি ব্লু রঙের হিজাব পরা এক কিশোরী মেয়েকে ভিডিওতে তার স্কুলের গেটে এক স্টাফকে বলতে দেখা গেছে 'আপনি আমাকে বলছেন, আমি স্কুলে আসতে পারব না?'

ফুটেজটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, তার পেছনে হিজাব পরা একদল ছাত্রী দাঁড়িয়ে তালি দিচ্ছে আর ওই কিশোরী বলছে, 'কেন আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব?'



বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়

২০২৭ সাল পর্যন্ত বজায় থাকবে ডিজেলের ‘সংকট’: আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক ।: ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যুদ্ধের প্রভাবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বিশ্ববাজারে ডিজেল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছে। বিশ্বব্যাপী ডিজেলের খালি হয়ে আসা মজুত পূরণ করতেও সময় লাগবে। এতে করে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ববাজারে জ্বালানিটির সংকট বজায় রাখবে বলে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ)।

নিজেদের মাসিক জ্বালানি বাজার প্রতিবেদনে সংস্থাটি উল্লেখ করেছে, “গ্যাসঅয়েল বা ডিজেলের বাজারের ভারসাম্য ২০২৭ সালের একটি বড় সময়জুড়ে চরম চাপের মুখে থাকবে এবং এর সমাধান অনেকটাই নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি পণ্যটির সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার ওপর।” উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে তেল রপ্তানি হ্রাস এবং ইরানের পাল্টা-হামলায় ওই অঞ্চলের শোধনাগারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ডিজেলের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিভিন্ন দেশের সরকার জ্বালানি কর হ্রাস, ভর্তুকি প্রদান কিংবা কৌশলগত



জরুরি মজুত (স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ) থেকে তেল ছেড়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে এই খালি হওয়া মজুতগুলো পরে তাদের আবারও পূরণ করতে হবে। আইইএ অবশ্য পূর্বাভাস দিয়েছে যে, আগামী বছরের প্রথম প্রান্তিক নাগাদ তেলের শোধনাগারগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা পুনরুদ্ধার হতে পারে এবং তা ডিজেল বাজারে কিছুটা উদ্বৃত্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। এর ফলে জ্বালানির মজুতও স্বাভাবিক ঋতুভিত্তিক ধারায় ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে এই সাময়িক প্রবৃদ্ধি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া বিপুল ঘাটতি পুরোপুরি পুষিয়ে নিতে পারবে না। মূলত এই সংঘাতের কারণে বিশ্বজুড়ে আকাশচুম্বী হয়ে গেছে জ্বালানির দাম।

আইইএ আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, পারস্য উপসাগর থেকে সরবরাহ শিগগিরই স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে না এলে “বাজারের ভারসাম্য বজায় রাখতে চাহিদায় অতিরিক্ত কাটছাঁট এবং বড় ধরনের অর্থনৈতিক মূল্য দিতে হতে পারে।।” - এএফপি



মেকআপ করা ও ঘরের কাজের কারণে পুরুষদের চেয়ে বেশি সময় কাজ করি আমি

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি

মেকআপ করা ও ঘরের কাজের কারণে পুরুষ রাজনীতিকদের তুলনায় বেশি সময় কাজ করতে হয় বলে জানিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি।

দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি বলেছেন, পুরুষ প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় তাকে ‘তিন থেকে চার ঘণ্টা বেশি’ কাজ করতে হয়।

তার এই মন্তব্যের পর জাপানে প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বুধবার পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে তিনি বলেন, ‘সকালে আমি গোসল করি, নাশতা তৈরি করি ও বাসন ধুই, এরপর মেকআপ করি।’

তিনি বলেন, ‘এসব কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়, পুরুষ প্রধানমন্ত্রীরা এসব কাজে যতটা সময় দেন, তার চেয়ে আমার তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় বেশি ব্যয় হয়।’

অতিরিক্ত কাজ করতে অভ্যস্ত হিসেবে পরিচিত তাকাইচি বলেন, ক্যামেরার সামনে যাওয়ার আগে মেকআপ করে নিজেকে আরও পরিপাটি করে তুলতে তার বাড়তি সময় লাগে-এ বিষয়টি অনুধাবন করতে তার সহযোগীদের কিছুটা সময় লেগেছিল।

জাপানে এখনও লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার বিভাজন বেশ কঠোর। দেশটিতে পুরুষদের দীর্ঘ সময় কাজ করা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, কর্মজীবী নারীদেরও ঘরের কাজ ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব সামলাতে হয়।

দেশটির সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নারীরা প্রতিদিন ঘরের কাজে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ব্যয় করেন। বিপরীতে, গড়ে একজন পুরুষ এসব কাজে ব্যয় করেন প্রায় ৪০ মিনিট।

‘আমি এখন প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুমাই’

সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কাজ করার জন্য পরিচিত তাকাইচি এ বছরের শুরুর দিকে তার আদর্শ ব্যক্তিত্ব মার্গারেট থ্যাচারের চেয়েও কম ঘুমানোর কথা গর্ব করে বলেছিলেন।

আইনপ্রণেতাদের *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

জাপানকে টপকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি হতে যাচ্ছে ভারত: আইএমএফ



বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় জাপানকে ছাড়িয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে আসার পথে রয়েছে ভারত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) অর্থনৈতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভারতের অর্থনীতির আকার দ্রুত বাড়ছে। এ অবস্থান নির্ধারণে দুই দেশের মোট দেশজ উত্পাদনের (জিডিপি) আর্থিক মূল্য বিবেচনা করা হয়। ভারত গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলোর একটি হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ ভোগ, অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ, উত্পাদনশিল্পের সমপ্রসারণ এবং সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির আকার বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, জাপানের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্ হলেও তুলনামূলক ধীর প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যার বার্ধক্য এবং শ্রমশক্তি সংকোচনের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। এ পরিস্থিতিতে দুই দেশের অর্থনীতির পারস্পরিক অবস্থানে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

তবে কোনো দেশের জিডিপির মোট আকার বেশি হওয়া মানেই দেশটির নাগরিকেরা অন্য দেশের নাগরিকদের তুলনায় বেশি ধনী-এমন নয়। মাথাপিছু আয়, মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান, *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

কলকাতায় পূজামণ্ডপে পদদলিত হয়ে ১৭ জনের মৃত্যু



পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় উত্তরাঞ্চলে দুর্গাপূজার একটি প্যান্ডেলে পদদলিত হয়ে ১৭ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ১৩ জন নারী, তিনজন পুরুষ ও একটি শিশু রয়েছে।

সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, শনিবার (১৭ অক্টোবর) চোরবাগান সার্বজনিন পূজা প্যান্ডেলে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এরপর ৩৫ জনকে এমসিএইচ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কলকাতা পুলিশ এ নিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছে, “আজ ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে গিরিশ পার্ক থানার চোরবাগান সার্বজনিন পূজার প্যান্ডেলের বের হওয়ার গেটে পদদলনের ঘটনা ঘটে। ওই সময় সেখানে ব্যাপক বৃষ্টি হওয়ায় প্যান্ডেলের *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*


BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
সেলিম-আলী পরিষদের
সহ সভাপতি পদপ্রার্থী
B1
B4
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সহ সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)
সাবেক সভাপতি
প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
উপদেষ্টা
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী নর্থবেঙ্গল ফাইন্ডেশন ইউএসএ ইন্‌ক
জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
সত্বাধিকারী
খামার বাড়ি গ্রুপ, রিসায়েবল হোম কেয়ার
সি কে ফ্রোজেন ফিস এন্ড ভেজিটেবল
দেশী ডিস্ট্রিবিউটর ইন্‌ক
আজীবন সদস্য
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
B3
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MD. KAMRUZ ZAMAN
VICE PRESIDENT
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন


BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আমরা তিন বছর আমরা অগ্রগতি, আমরা অর্জন
সমুহ প্রকল্পের জন্য আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
সেলিম-আলী পরিষদের
B1
B4
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MOHAMMAD ALI
GENERAL SECRETARY
B4
মোহাম্মদ আলী
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৫৪০ দিনের "স্বয়ংক্রিয়" মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা বাতিল

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নবায়নের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকলে সর্বোচ্চ ৫৪০ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে সুবিধা ছিল, তা স্থায়ীভাবে বাতিল করেছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে নির্ধারিত মেয়াদে কাজের অনুমতির নবায়ন না হলে আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা অভিবাসীরাও কাজ করার বৈধতা হারাবেন।

গত বুধবার (১৪ অক্টোবর) ব্লুমবার্গ ল-এর বরাতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর চালু করা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দিয়েছে ডিএইচএসের নতুন বিধি। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আগের প্রশাসনের সময় চালু হওয়া ৫৪০ দিনের স্বয়ংক্রিয় মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা আর থাকছে না। ১৪ অক্টোবর ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত চূড়ান্ত বিধি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শ্রেণির Emplo–ment Authorization Document বা EAD নবায়নের আবেদনে

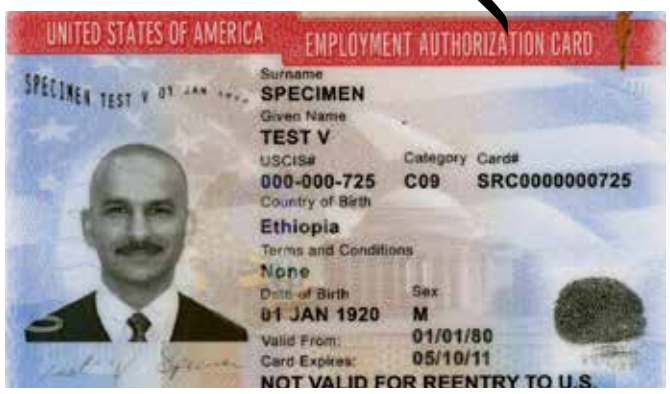

সর্বোচ্চ ৫৪০ দিনের স্বয়ংক্রিয় মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা বাতিলের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নবায়নের আবেদন বিবেচনাধীন থাকলেও সংশ্লিষ্ট অভিবাসনপ্রত্যাশীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজের অনুমতি পাবেন না। ফলে সময়মতো নবায়ন সম্পন্ন না হলে তাদের কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। এ ছাড়া বিদেশি কর্মীরা তাদের কাজের অনুমতিপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ দিনের বেশি আগে নবায়নের আবেদন করতে পারবেন না। অর্থাৎ, মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করার সুযোগ থাকলেও আবেদন জমা দেয়ার পর অনুমোদন পেতে দেরি হলে কর্মীদের কর্মসংস্থানে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন বিধিটি ১৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশের সঙ্গে কার্যকর হওয়ার কথা। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*





যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা বেড়েই চলেছে, ২১ লাখের বেশি আবেদন এখনো পেন্ডিং

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা বেড়েই চলেছে। নতুন ও নবায়ন মিলিয়ে ২১ লাখের বেশি আবেদন এখনো পেন্ডিং রয়েছে। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের (ইউএসসিআইএস) সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ২১ লাখ ৩২ হাজার ৩২টি আবেদন পেন্ডিং ছিল।

এর মধ্যে অ্যাসাইলাম আবেদনকারীদের এক লাখের বেশি ওয়ার্ক পারমিট আবেদন রয়েছে। বিপুলসংখ্যক আবেদন জমে থাকায় অনেক অভিবাসী কাজের অনুমতি পাওয়া ও চাকরি অব্যাহত রাখা নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন।

ইউএসসিআইএসের ২০২৬ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তিন মাসের আবেদনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুনের শেষ নাগাদ নতুন ওয়ার্ক পারমিটের ১৪ লাখ ৩২ হাজার ১৮২টি এবং নবায়নের ৬ লাখ ৯৯ হাজার ৮৫০টি আবেদন পেন্ডিং ছিল। এর আগের প্রান্তিকে মোট পেন্ডিং আবেদনের সংখ্যা ছিল ১৯ লাখ ৮ হাজার ৯৯৬টি। অর্থাৎ মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে পেন্ডিং আবেদন বেড়েছে দুই লাখ ২৩ হাজারের বেশি।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, ১৩ লাখ ৭১ হাজারের বেশি আবেদন অন্তত ছয় মাস ধরে পেন্ডিং রয়েছে। এর মধ্যে চার লাখের বেশি আবেদন প্রায় দেড় বছর কিংবা তারও বেশি সময় ধরে নিষ্পত্তি হয়নি।

অ্যাসাইলাম আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। আই-৭৬৫ ফরমের সি-৮ ক্যাটাগরিতে নতুন ওয়ার্ক পারমিটের ৪২ হাজার ৭৫৫টি এবং নবায়নের ৬১ হাজার ৭২৯টি আবেদন পেন্ডিং রয়েছে। সব মিলিয়ে এই ক্যাটাগরিতে পেন্ডিং আবেদনের সংখ্যা এক লাখ চার হাজার ৪৮৪টি।

অভিবাসন বিধিনিষেধ কঠোর হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১২ হাজারেরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে ইউএসসিআইএস



পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেডারেল সংস্থা "ইউএসসিআইএস" (USCIS)-এর তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুনের মধ্যে ১২,৫৯১টি এন-৪০০ (ঘ-৪০০) ন্যাচারালাইজেশন বা নাগরিকত্ব লাভের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই তিন মাসে প্রক্রিয়াজাত করা মোট এন-৪০০ আবেদনের প্রায় ১৯ শতাংশই ছিল প্রত্যাখ্যাত আবেদন। ত্রৈমাসিক সময়কাল শেষে ৭ লাখ ২৭ হাজারেরও বেশি আবেদন অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে ছিল, যা অনুমোদিত আবেদনের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি।

ইউ.এস. সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS)-এর নতুন তথ্য অনুযায়ী, মাত্র তিন মাসে ১২,০০০-এরও বেশি আমেরিকান নাগরিকত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই ঘটনা সারা দেশে অভিবাসীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ নিয়ে নতুন উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

ইউএসসিআইএস (USCIS)-এর অভিবাসন ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে নাগরিকত্বের জন্য জমা দেওয়া ১২,৫৯১টি 'ফর্ম এন-৪০০' (Form N-400) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এই সংখ্যাটি উক্ত সময়ে নিষ্পত্তি হওয়া মোট আবেদনের প্রায় ১৮.৬ শতাংশ; অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত পাওয়া প্রতি পাঁচজন আবেদনকারীর মধ্যে প্রায় একজনকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এই ত্রৈমাসিকে প্রাপ্ত ১৪০,১৭৯টি আবেদনের মধ্যে ইউএসসিআইএস (USCIS) ৫৪,৯৭৪টি অনুমোদন করেছে এবং ১২,৫৯১টি প্রত্যাখ্যান করেছে; অর্থাৎ মোট ৬৭,৫৬৫টি আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত নেওয়া আবেদনগুলোর মধ্যে প্রত্যাখ্যানের হার ছিল প্রায় ১৮.৬%, যেখানে অনুমোদনের হার ছিল প্রায় ৮১.৪%। তবে এই ডেটাসেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো অনিষ্পন্ন আবেদনের (pending backlog) বিশাল সংখ্যা।

ত্রৈমাসিকের শেষ নাগাদ ৭,২৭,৩৭১টি আবেদনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি-এই সংখ্যাটি অনুমোদিত ও প্রত্যাখ্যাত আবেদনের মোট সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি, যা পুরো প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় দীর্ঘ বিলম্বের ইঙ্গিত দেয়। এই তথ্যগুলো ইউএসসিআইএস (USCIS)-এর ২০২৬ অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের 'ফর্ম এন-৪০০' (Form N-400) সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে। এতে নাগরিকত্ব অর্জনের ধরন, আবেদনের বর্তমান অবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ফিল্ড অফিসের অবস্থান অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।



আদালতের আদেশ ছাড়াই গ্রিন কার্ডধারীর স্বামীকে নির্বাসিত করার দায়ে ডিএইচএস (DHS)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই দশক ধরে বসবাসকারী এক মেক্সিকান নাগরিক একজন ফেডারেল বিচারকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে তিনি পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে পারেন। তাঁর ভাষ্যমতে, অভিবাসন কর্তৃপক্ষ কোনো বৈধ অপসারণ আদেশ ছাড়াই তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে-যদিও তিনি বারবার যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

আর্নেস্তো জুনিগা হিলারিও জানিয়েছেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে টেক্সাসে 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট' (ICE) তাকে আটক করে। পরবর্তীতে, যুক্তরাষ্ট্রের এই ফেডারেল সংস্থাটি তাকে মেক্সিকোতে ফেরত পাঠায়; অথচ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই পদক্ষেপের আইনি ভিত্তি বোঝার বা তা চ্যালেঞ্জ করার কোনো কার্যকর সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি। তার আইনজীবীরা মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) টেক্সাসের পশ্চিমাঞ্চলীয় ডিস্ট্রিক্ট আদালতে 'হেবিয়াস কর্পাস' (habeas corpus) রিটের জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছেন।

জুনিগা হিলারিও জানান, তিনি সর্বশেষ ২০০৮ সালের দিকে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন এবং আটকের আগ পর্যন্ত টেক্সাসের লোমেটা (Lometa) এলাকায় বসবাস করছিলেন। নথিপত্র অনুযায়ী, তিনি অবদুলিয়া সার্ভান্তেস ভেগাকে বিয়ে করেছেন, যিনি একজন বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*



অভিবাসন বিধিনিষেধ কঠোর হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১২,০০০-এরও বেশি পারিবারিক গ্রিন কার্ড আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ইউএসসিআইএস (USCIS)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাত্র এক প্রান্তিকে (কোয়ার্টারে) ১২,০০০-এরও বেশি ফ্যামিলি-বেসড (পারিবারিক আবেদনের ভিত্তিতে) গ্রিন কার্ড আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই সময়ে ফ্যামিলি-বেসড আই-৪৮৫ (ও-৪৮৫) আবেদনের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের হার ছিল মোট নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের প্রায় ১৮ শতাংশ। প্রান্তিকটির শেষে ৬,১১,০০০-এরও বেশি ফ্যামিলি-বেসড গ্রিন কার্ড আবেদন অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে ছিল।

ইউ.এস. সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (টঝঈওঝ)-এর নতুন তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে-অর্থাৎ ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুনের মধ্যে-পরিবার-ভিত্তিক অভিবাসন মর্যাদা পরিবর্তন করে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য জমা দেওয়া ১২,২৪০টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো এসেছে ইউএসসিআইএস (USCIS)-এর 'ফর্ম আই-৪৮৫' (Form I-485) বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন থেকে। 'ফর্ম আই-৪৮৫' হলো স্থায়ী বসবাসের জন্য নিবন্ধন বা অভিবাসন মর্যাদা পরিবর্তনের আবেদনপত্র; এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আবেদনের ধরন, কেসের বর্তমান অবস্থা এবং প্রক্রিয়াকরণের স্থান অনুযায়ী আবেদনগুলোর ওপর নজর রাখা হয়।

এই ত্রৈমাসিকে, ইউএসসিআইএস (USCIS) পরিবার-



ভিত্তিক আই-৪৮৫ (ও-৪৮৫) আবেদনের ৯৫,১৭৫টি নতুন আবেদন গ্রহণ করেছে এবং ৫৪,৬৭৮টি আবেদন অনুমোদন করেছে। ১২,২৪০টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যার ফলে মোট নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের মধ্যে প্রত্যাখ্যানের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮.৩ শতাংশ-অর্থাৎ, নিষ্পত্তি হওয়া প্রতি পাঁচটি আবেদনের মধ্যে প্রায় একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

ত্রৈমাসিক সময়কাল শেষে অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা ৬,১১,০৬৭-এ পৌঁছেছে, যা নির্দেশ করে যে বিপুল সংখ্যক আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় জমে রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এর কোনো সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। একই সময়ে কর্মসংস্থান-ভিত্তিক (emplo–ment-based) আবেদনগুলোর সাথে তুলনা করলে একটি বড় পার্থক্য চোখে পড়ে। কর্মসংস্থান-ভিত্তিক গ্রিন কার্ড আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে সাধারণত আবেদন নাকচ হওয়ার হার কম থাকে; এর কারণ হলো, নিয়োগকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় (emplo–er sponsorship) আবেদনের ক্ষেত্রে নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি সুসংগঠিত থাকে। অন্যদিকে, পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে (family-based) আবেদনকারীরা প্রায়শই কোনো আইনি সহায়তা ছাড়াই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। ফলে তাদের ক্ষেত্রে নথিপত্র অসম্পূর্ণ থাকা, যোগ্যতার ঘাটতি থাকা বা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অযোগ্যতার মতো বিভিন্ন জটিলতায় পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি



Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

ELECTION COMMISSION 2026
BANGLADESH SOCIETY INC.
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী ও ৫টি কেন্দ্রের নির্ধারিত জিপকোড অনুযায়ী ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

POLLING CENTERS WITH ZIP CODE

- **WOODSIDE: 58 Manor, 58-02 37th Ave., Woodside, NY 11377**

10035,11552,11372,11377,10029,10027,10037,11105,11369,11370,11101,11102,11104,11379,11106,11373,11103,10002,11727,10009,11374,11703,11358,10030,11367,11355,10038,10013,10019,11368,11354,11371,10044,10069,11357,11378,10005,11758,11717,10026,10036,11106,11419,11577,11050,11473,11030,11514,10023,11021,10025,11369,11743,11793,11492,10003,11366,10023,12209,11579,11518,14225,11732,10010,10036,10011,11356,11362,10018,10550,11722,11507,10016,10040,02453,11787,11360,11377,11563,11469,10229,11376,11476,11028,11570,11312,10028,11477,11077,10024,11782,11026,11725,10001,11109,11757,11016,11612,10128,11363,11337,10039,11754,11023,10014,11443,11797,11726,11370,11041,11102,11609,09120,10280,20155

- **OZONE PARK: Majestic Marquise, 88-03 101st Ave., Ozone Park, NY 11416**

11208,11416,11419,11417,11414,11421,11420,11418,11692,11385,11415,11416,11239,11420,11417,11419

- **BROOKLYN: Kalam's Hall, 69 Church Ave. Brooklyn, NY 11218**

11234,11221,11210,11219,11218,11204,11207,11216,11203,11201,11236,10303,11230,11226,11226,11215,10314,11206,11232,11220,11229,11233,11224,10302,11228,11213,11209,11205,11238,11212,10304,11223,11214,11235,10301,11249,10312,12218,10305,11237,11225,11231,11217,11691,10310,11234,11693,11258,11221,11211,11218,11246,11216,11288,11255,11372

- **BRONX: Golden Palace Banquet Hall, 1451 Unionport Rd, Bronx, NY 10462**

10462,10472,10461,10467,10451,10456,10473,19111,10469,10468,10460,10453,7508,10708,10465,08817,10458,10426,7666,19115,11467,46222,7522,10464,07666,10457,19152,10552,10454,7502,10459,48091,07522,6040,07603,1735,10601,7604,06607,14211,10472,12542,10463,14226,10466,12205,21043,13205,11472,10705,10562,6902,10474,10603,06854,8401,12309,10452,39206,14215,21042,07407,10455,10913,06484,10704,10605,07512,6042,07067,12208,08091,12206,8406,08078,19149,6605,14416,07047,10416,10710,10523,06906,10701,10470,10421,19026,14125,17406,10703,07106,11803,7470,6461,10801,14417,13088,10476,12203,08205,10950,08046,13346,10439,07660,19082,7072,10962,06850,12533,10965,12189,12110,12550,18102,6759,20164,10201,08724,10805,06604,08872,14221,7501,07212,18452,07032,10409,34103,12586,10475,12601,7424,10471,07652,08863,10443,06905,19135,06516,10522,48212,07644,14043,07105,11452,12180,6095,70502,14850,07035,19027,22192,10595,30017,12603,10954,07055,6897,06109,06605,06033,10583,14220,10485,10707,7013

- **JAMAICA: Angan Party Hall, 89-16 175th St, Suite# CF2, Jamaica, NY 11432**

11432,11423,11429,11040,11580,11435,11433,11001,11427,11412,11554,11375,11413,11428,11590,11361,11434,11436,11756,11729,11720,11010,11364,11426,11801,11004,11003,11411,11581,11520,11422,11738,11779,11706,11714,11731,11710,11433,11565,11424,11746,11365,11741,11342,11510,11784,11432,11572,11550,11798,11776,11545,11423,11596,11542,11791,11430,11501,11704,11507,11412,11994,11735,11767,11901,11437,11788,11343,11575,11967,11425,11763,11431,11451,11345,11368,11598,11753,11175,11553,11566,11576,11747,11153,11568,11790

1. No voter will be allowed to cast his or her vote without photo ID. The following forms of identification may be accepted: Driver's License, State ID, NYC ID, Green Card, Work Authorization Card and Passport.
2. Campaigning, placement of posters, banners or distribution of flyers etc. are prohibited within 200 ft. of the polling area. Commission will remove poster/banner within this area and may back charge to the related candidate(s).
3. No radio speaker or any noise-making devices will be allowed in the vicinity of the polling area.
4. In the event of any unauthorized and unlawful conduct by any candidate or any other person in the election center on the Election Day, the local law enforcement agency will be notified immediately.
5. Only Disabled with wheelchair voter may nominate one assistant to cast his/her vote.
6. No candidate will enter to the center without Commission's permission. Candidate may check the center one time for a period of max.10 minutes. If malfunction of voting machine is detected the candidate will be allowed to check.
7. Life members may get access to voting center directly by showing LM CARD to cast their vote.
8. Voters of one center cannot cast vote in another center (including candidates/life members/polling agent). Only presiding officer, polling officer will be allowed to cast their votes at their working center.
9. Each Voter's Name & Year of Birth on the Photo ID must match with the Name & Year of Birth on the voter list.
10. The Election Commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

নির্বাচনের তারিখ: ২৫শে অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে

Election Commission 2026/ নির্বাচন কমিশন ২০২৬

Abu Nasher	Badrul H. Khan	Mohammed Shamsuddin Azad	Mohammed Ruhul Amin Sarker	Ahbab Chowdhury	Mithu Hamid	Mia Mohammad Dulal
Chief Election Commissioner	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*
646-247-2657	*(646) 824-4814*	*(917) 335-4184*	*(718) 705-2228*	*(917) 969-1991*	*(347) 891-9905*	*(718) 974-2933*

For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com

মানব পাচার নির্মূলে মানদণ্ড পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ জানিয়ে দিলো যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে মানব পাচারবিরোধী কার্যক্রমে সরকারের উদ্যোগ বাড়লেও পাচারকারীদের দণ্ডিত করার সংখ্যা কমেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত মানব পাচার প্রতিরোধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে অভ্যন্তরীণ মানব পাচারের ঘটনা ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

সম্প্রতি প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ 'ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্ট ২০২৬'-এ এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মানব পাচার নির্মূলে ন্যূনতম মানদণ্ড পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ সরকার। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। আগের প্রতিবেদনকালীন সময়ের তুলনায় সরকারের সামগ্রিক উদ্যোগ বেড়েছে। এ কারণে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় স্তরে (টিয়ার-২) রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানব পাচারবিরোধী উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ ২০২৬ প্রণয়ন। এর মাধ্যমে মানব পাচার মোকাবিলায় আইনি কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এ-সংক্রান্ত তদন্ত ও মামলা পরিচালনার সংখ্যা বাড়ানো, মানব পাচারের অপরাধ শনাক্তকরণ এবং ভুক্তভোগী চিহ্নিত করার নির্দেশিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা সেবা দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত ও সমন্বিত করতে জাতীয় রেফারেল ব্যবস্থার (এনআরএম) একটি ডিজিটাল সংস্করণের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মানব পাচারের ঝুঁকি কমাতে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষায়ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।



তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার আগের তুলনায় কমসংখ্যক ভুক্তভোগী শনাক্ত করেছে। বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও দেশে ফিরে আসা বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং সমাজে পুনর্বাসনের উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়। এ ছাড়া বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে নিয়োগসংক্রান্ত ফি নেওয়ার প্রচলিত ব্যবস্থাও অব্যাহত রয়েছে। এসব ফি পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক শ্রমিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, যা তাঁদের মানব পাচারের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র থমাস টমি পিগট বলেছেন, মানব পাচার স্বাধীনতা ও মর্যাদার সেই মূল্যবোধের ওপর সরাসরি আঘাত, যা যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি। থমাস টমি পিগট বলেন, ২০২৬ সালের মানব পাচারবিষয়ক প্রতিবেদনে অপরাধী সংগঠন ও দমনমূলক শাসনব্যবস্থাগুলো কীভাবে আর্থিক লাভের জন্য এই ঘৃণ্য অপরাধের নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে মানব পাচারকারীদের শাস্তি দিতে এবং নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ সরকারগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

পিগট বলেন, মানব পাচারকারী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং তাদের বিচারের আওতায় আনতে ট্রাম্প প্রশাসন সব ধরনের উপলভ্য উপায় ব্যবহার করবে।

সরকারকে রাজস্ব বঞ্চিত করতে 'চেষ্টার কমতি রাখেনি' ড. ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণ

- বাংলাদেশ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

পরিচয় ডেস্ক: গ্রামীণ টেলিকমের কাছ থেকে পাওয়া অর্থকে লভ্যাংশ হিসেবে দেখিয়ে সরকারকে ন্যায্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করতে 'চেষ্টার কমতি রাখেনি' ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণ-এমন পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন হাইকোর্ট।



আদালত বলেছেন, প্রতিষ্ঠানটির এ কর্মকাণ্ড কর ফাঁকির 'ধ্রুপদী নজির'। পাঁচ করবর্ষে প্রায় ৬৬৭ কোটি টাকার বকেয়া কর আদায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন আদালত।

গত সোমবার (১২ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে হাইকোর্টের দুটি মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি রেজাউল করিমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গ্রামীণ কল্যাণের করা পৃথক দুটি রিট খারিজ করে রায় দেন। পূর্ণাঙ্গ রায়ে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার যে ক্ষতি করেছে, তা বর্ণনা দেওয়া যাবে না

বিমানমন্ত্রী রশিদুজ্জামান মিল্লাত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে গ্যাস সংকটসহ নানা ইস্যুতে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন বর্তমান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। তিনি বলেছেন, '১৭ বছরে ফ্যাসিস্ট সরকার ক্ষতি করছে। দেড় বছরে অন্তর্বর্তী সরকার যে ক্ষতি করেছে, এই ক্ষতির বর্ণনা দেওয়া যাবে না।'

গত শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত সামাজিক সুরক্ষা প্রদান ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে



প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিমানমন্ত্রী আরও বলেন, 'তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) হয়তো চিন্তা করেছিল অন্য ধরণের। তারা চেয়েছিল দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থাকুক। তাহলে তারা লিঙ্গার (সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী) করে অনেক দিন থাকতে পারবে। যাতে নির্বাচন না হোক সেরকম একটা প্রক্রিয়া ছিল। যাই হোক মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের উদ্ধার করেছে।'

তিনি বলেন, ইউরোপে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম বাংলাদেশি মুদ্রায় সাড়ে ৩০০ টাকা। অথচ দেশের *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*



মসজিদের ভেতরে 'অনৈতিক কাজে' লিপ্ত থাকার অপরাধে মক্কায় দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। গত বুধবার (১৪ অক্টোবর) মক্কা অঞ্চলে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যম 'আজেল নিউজ' এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া দুই বাংলাদেশি হলেন নজরুল ইসলাম আবদুল বশীর ও সিতি আক্তার।

সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মসজিদের ভেতরে 'অনৈতিক কাজে' লিপ্ত থাকার অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের আটক করে। পরে তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয়। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে রায় চূড়ান্ত হওয়ার পর তা কার্যকর করা হয়।

তবে কী ধরনের কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পবিত্র স্থান ও মসজিদগুলোর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি আইন বাস্তবায়নে সৌদি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পবিত্র স্থানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা বা সেখানে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে মন্ত্রণালয়।

‘এত আমদানির পর এখন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা না এলে আর কবে আসবে?’- প্রশ্ন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর

পরিচয় ডেস্ক: সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এয়ারক্রাফট, তেল, সয়াবিনসহ যে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ, তার প্রেক্ষিতে এখন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সহায়তা আসা উচিত বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

এত বেশি আমদানির পর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের, তাতে এখন যদি এই সমর্থন না আসে, তবে কবে আসবে- মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এমন প্রশ্নও রেখেছেন তিনি।

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এয়ারক্রাফট, তেল, সয়াবিনসহ যে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ, তার প্রেক্ষিতে এখন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সহায়তা আসা উচিত বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

এত বেশি আমদানির পর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের, তাতে এখন যদি এই সমর্থন না আসে, তবে কবে আসবে- মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এমন প্রশ্নও রেখেছেন তিনি।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে ঋণ ব্যবস্থাপনা, মার্কিন সহায়তা ও বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিম ব্যাংক ও দেশটির সহায়তাসংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও



আলোচনা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেমন কিছু পাইনি। কিন্তু বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক যেভাবে এগিয়েছে, আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেকগুলো এয়ারক্রাফট কিনছি; তেল, সয়াবিনসহ বিভিন্ন পণ্য ও কমোডিটি আমদানি করছি। তাই তাদের কাছ থেকে আমাদের জন্য এখন বাড়তি সহায়তা আসা উচিত। তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছে। এখন দেখা যাক।

বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক নীতিতে ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ও যৌথ বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে সাংবাদিকদেরকে জানান অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গেও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশ এই পথে এগিয়ে যেতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক নীতির মূল জোর হচ্ছে বিনিয়োগ। আমরা ঋণ থেকে সরে এসে সরাসরি বিনিয়োগ ও যৌথ বিনিয়োগের দিকে বেশি যেতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানির বিষয়টি তুলে ধরে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, এয়ারক্রাফট, তেল, সয়াবিনসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানির কারণে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যেও এর প্রভাব পড়ছে।

বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে হেনস্তার শিকার মুহাম্মদ ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিক্ষোভ ও মৌখিক হেনস্তার মুখে পড়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

গত সোমবার (১২ অক্টোবর) দোহা থেকে কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর তাকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন স্লোগান ও মন্তব্য করেন তারা। এ সময় উপস্থিত কেউ কেউ বাংলাদেশে গ্রেপ্তার, পুলিশ সদস্যদের হত্যা ও গণতন্ত্র ধ্বংসের অভিযোগ তুলে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে আসার কারণ জানতে চান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিমানবন্দর ভবনের ভেতরে হুইলচেয়ারে বসা ইউনূসের



কাছাকাছি গিয়ে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি স্লোগান দিচ্ছেন।

ভিডিওতে বিক্ষোভকারীদের ‘ইউ আর আ টেররিস্ট’ (আপনি একজন সন্ত্রাসী) এবং ‘হোয়াই ইউ কাম হিয়ার?’ (আপনি কেন এখানে এসেছেন?) বলে চিৎকার করতে শোনা যায়। তারা ইউনূসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ‘গণতন্ত্র ধ্বংস করার’ অভিযোগও তোলেন। এ সময় তার ভূমিকা এবং দেশের পুলিশ বাহিনীর সমালোচনা করে স্লোগান দেন তারা। বিক্ষোভকারীরা ক্রমাগত চিৎকার ও কটূক্তি করতে থাকলেও নিরাপত্তা প্রহরী ও সহযোগীদের বেষ্টনীতে থাকা ইউনূসকে শান্তভাবে সামনে এগিয়ে যেতে দেখা যায়।

আপনি বাংলাদেশে মানুষ হত্যা করেছেন। কেন এখানে

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

বিনা খরচে ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী নেবে মালয়েশিয়া, তালিকায় ৩৩৮ এজেন্সি

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দিয়েছে সরকার। দেশটিতে ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী সম্পূর্ণ বিনা খরচে নেওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে মালয়েশিয়া। এ ছাড়া বাংলাদেশের ৩৩৮টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে তালিকাভুক্ত করতেও সম্মত হয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।



গত বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মালয়েশিয়া বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে কাজ করছেন। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বন্ধ ও সীমিত হয়ে যাওয়া বৈদেশিক শ্রমবাজার পুনরায় চালু ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), ২৫টি বেসরকারি প্রসেসিং বা সার্ভিস এজেন্সি এবং ৩১২টি রিক্রুটিং

বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ক্ষমতার রাজনীতি ও আমলাতান্ত্রিক দুষ্টচক্রে জিম্মি বাংলাদেশের রাষ্ট্রসংস্কার বলেছে টিআইবি

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২৪ এ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ একটি জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে অভূতপূর্ব সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, তা ক্ষমতার রাজনীতি ও আমলাতান্ত্রিক দুষ্টচক্রের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে সংস্থাটি উল্লেখ করেছে, ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক ‘অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত রাষ্ট্রসংস্কারের দায়িত্ব বাস্তবায়নে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ও সৎসাহসের ঘাটতির পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক প্রতিরোধের প্রতি আপসের কারণে রাষ্ট্রসংস্কারের কাঙ্ক্ষিত ভিত্তি তৈরি হয়নি।’

‘যার ধারাবাহিকতায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ক্ষমতার রাজনীতির প্রভাবে আইনি-প্রাতিষ্ঠানিক-আমলাতান্ত্রিক ইকোসিস্টেমের একচ্ছত্র দখল চর্চার হাতবদলের ফলে রাষ্ট্রসংস্কার ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দৃশ্যত জিম্মিদশায় আবদ্ধ। সংবিধান সংশোধন ও রাষ্ট্রসংস্কার ক্ষমতাসীন জোটের একচ্ছত্র ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে, বিরোধী জোট জনস্বার্থে রাষ্ট্রসংস্কারে সহায়ক ভূমিকার পথ ছেড়ে দলীয় রাজনৈতিক ফায়দার রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।’

সংস্থাটি মনে করে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান থেকে রাজনৈতিক দলগুলো ও আমলাতন্ত্র শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় এমনটি ঘটেছে।

বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘৩১-দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারে রাষ্ট্রসংস্কার এজেন্ডা ও জুলাই সনদ “অক্ষরে অক্ষরে” বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি দলের সংসদ সদস্যরা গণভোটের পক্ষের শক্তি হওয়া স্বত্ত্বেও প্রস্তাবিত

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়


BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
B4
সেলিম-আলী পরিষদের
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
B16
মো: উজ্জল বিপুল
PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি


বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক., নির্বাচন-২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
A1 কুনু-ফিরোজ পরিষদের A21
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
ভোট দিন
A17
সিদ্দিক পাটোয়ারী
A1-A21 আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
কুনু-ফিরোজ পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

প্রবৃদ্ধির ফাঁদ, ১৬ বছরের শীর্ষ মূল্যস্ফীতিতে ঘনীভূত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট, অর্থনীতিবিদদের হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক: শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সাহসী ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ছাড়া-বাংলাদেশ নিম্ন প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং সীমিত কর্মসংস্থানের এক দীর্ঘস্থায়ী 'ফাঁদে' আটকে পড়বে বলে সতর্ক করেছেন বাংলাদেশেরই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা। বৈশ্বিক আর্থিক সংস্থাগুলোর পরপর দেওয়া আঞ্চলিক পূর্বাভাসগুলোর হতাশাজনক ইঙ্গিত পর্যালোচনা করতে গিয়ে তারা এই মারাত্মক ঝুঁকির কথা বলেছেন।



আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) প্রকাশিত সর্বশেষ 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক'-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০৩১ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে মন্থরগতির অর্থনীতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আইএমএফ প্রাক্কলন করেছে, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে ৩.২ শতাংশে নামবে, এবং আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে তা তলানিতে নেমে ২.২ শতাংশ স্পর্শ করবে। পরবর্তীতে ২০৩০-৩১ অর্থবছর নাগাদ ধীর গতিতে পুনরুদ্ধার হয়ে প্রবৃদ্ধি কেবল ৩ শতাংশের আশপাশে পৌঁছাবে।

আইএমএফের এই দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস এই সরকারের গত আগস্টে প্রকাশিত পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্কের সম্পূর্ণ বিপরীত-যেখানে ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে প্রবৃদ্ধি ৮.৫ শতাংশে উন্নীত করার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

প্রবৃদ্ধির এই ঐতিহাসিক ধসের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির চিত্র আরও উদ্বেগজনক। আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে, চলতি অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়াবে ১০.৯ শতাংশে-যা ১৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং ছয় মাস আগে তাদের প্রাক্কলিত ৬ শতাংশ পূর্বাভাসের প্রায় দ্বিগুণ। টানা চার বছর ধরে বাংলাদেশ ৮ শতাংশের ওপর মূল্যস্ফীতির বোঝা বইছে, যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, আইএমএফ মূলত একটি 'বেজলাইন' বা মৌলিক প্রক্ষেপণ তুলে ধরেছে-যার অর্থ হলো: ব্যাংকিং, জ্বালানি ও ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মতো তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে সরকার যদি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংস্কার করতে ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়, তবে এই করুণ পূর্বাভাসই বাস্তব রূপ নেবে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র সম্মানীয় ফেলো ড. ফাহমিদা খাতুন জানান, আইএমএফের এই অবনমিত পূর্বাভাস মূলত ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক মন্থরতা ও চড়া *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

এ মাসে ৬০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যাংক ঋণ নিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার

পরিচয় ডেস্ক: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। চলতি অক্টোবর মাসের বেতনের সঙ্গে বকেয়াসহ পরিশোধ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাড়তি অর্থ সংস্থানে অক্টোবরে ৬০ হাজার ৩০০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ নিচ্ছে সরকার। চলতি অর্থবছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ।



অবশ্য এই ঋণের বড় অংশই পুরোনো ঋণ সমন্বয়সহ বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, বাজেট ঘাটতি মেটাতে ঋণ নেওয়া ও পরিশোধ করা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। এসব ঋণের বড় একটি অংশ আগের ঋণ পরিশোধে খরচ হয়। এছাড়া, দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে সরকারকে খরচ করতে হয়। বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে বিদ্যুত-জ্বালানির খরচও অনেক বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন, বকেয়াসহ নতুন পে স্কেলের আলোকে বেতন দিতে যাচ্ছে সরকার। আবার বিদ্যুত-জ্বালানিতে সরকারের ব্যয় অনেক বেড়েছে। এ সময়ে আশানুরূপ রাজস্ব আয় হচ্ছে না। বিদেশি ঋণ ছাড়ের তুলনায় পরিশোধ হচ্ছে বেশি। যে কারণে অক্টোবরে সরকারকে *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ ১১৫ বিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে ১১৪ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন বা ১১ হাজার ৪৯৮ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) এ ঋণের পরিমাণ আগের প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ) তুলনায় ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেড়েছে।



বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, গত জুনের শেষে সরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৫ দশমিক ১০ বিলিয়ন বা ৯ হাজার ৫১০ কোটি ডলারে। আগের প্রান্তিকের শেষে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ৯০ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ তিন মাসে সরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৪১৯ কোটি ডলার।

তবে একই সময়ে বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণ কমেছে। মার্চের শেষে এ খাতের ঋণের পরিমাণ ছিল ২০ দশমিক ০২ বিলিয়ন ডলার। জুনের শেষে তা কমে ১৯ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। তিন মাসে বেসরকারি খাতের ঋণ কমেছে ১৪ কোটি ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুনের শেষে দেশের মোট বৈদেশিক ঋণের ৮৭ দশমিক ৫২ শতাংশই ছিল দীর্ঘমেয়াদি। এর পরিমাণ ১০০ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার।

ঋণদাতার ধরন অনুযায়ী, গত জুনের শেষে বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাছ থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৮ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন ডলার। দ্বিপক্ষীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া বাণিজ্যিক ঋণ ছিল ১০ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলার।

তিন মাসে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে ১২.৭৮% নিট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪ কোটি ৬৯ লাখ ডলার

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক এপ্রিল-জুনে এসে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ খানিকটা বেড়েছে। এসময়ে নিট বিনিয়োগ এসেছে ৩৪ কোটি ৬৯ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১২ দশমিক ৭৮ শতাংশ বেশি।



আগের বছর ২০২৫ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে নিট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এসেছিল ৩০ কোটি ৭৬ লাখ ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত রোববার (১১ অক্টোবর) বিদেশি বিনিয়োগের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে।

এতে দেখা যায়, *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে সাড়ে তিন মাসে ১০ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স, বেড়েছে ১৩%



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর মধ্যে এখন রেমিটেন্স সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে, যা সঙ্কটে পড়া অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের পাঠানো রেমিটেন্সে ইতিবাচক ধারা বজায় থাকায় চলতি অর্থবছরের সাড়ে তিন মাস না যেতেই ১০ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন বাংলাদেশীরা । আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে তা প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক এখন প্রতিদিন রেমিটেন্স প্রবাহের তথ্য প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, চলতি ২০২৬-২৭ *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*


বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি কল্যাণ, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার পরিষদ"
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
কুনু-ফিরোজ পরিষদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাঃ
সাবেক কোষাধক্ষ্য
সাবেক ক্রীড়া ও আপ্যায়ণ সম্পাদক
কার্যকরি সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক (২বার)
মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
কার্যকরি সদস্য, উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদের সাথে ১৬ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পদে সম্পৃক্ত
সাবেক কার্যকরী সদস্য
আজীবন সদস্য
A5
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MOHAMMED NOASHED HOSSAIN
ASST. GENERAL SECRETARY
মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচনের তারিখ ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদে ভোট দিন
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
VOTE FOR Nowshad Haider
Nowshad Haider, Treasurer
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
প্রচারে ঃ সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



আগামী দুই বছর নিয়ে আমার আশঙ্কা



পল ক্রুগম্যান

১৯৪৫ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে অ্যাডলফ হিটলারও বুঝতে পেরেছিলেন, যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য। সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে পৌঁছে গিয়েছিল। মার্কিন বাহিনী রাইন নদী পার হয়ে জার্মানির অবশিষ্ট প্রতিরক্ষাবাহিনীকে ঘিরে ফেলার পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিটলার বিশ্বাস করতেন না যে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বরং তার বিশ্বাস ছিল, জার্মান জনগণই তাকে ব্যর্থ করেছে।

এ কারণে ১৯ মার্চ তিনি 'রাইখের ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ-সংক্রান্ত ডিক্রি' জারি করেন। এটি পরে 'নেরোবেফেল' বা 'নেরো ডিক্রি' নামে পরিচিতি পায়। ডিক্রিতে জার্মানির নিজস্ব অবকাঠামো ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কথিত উদ্দেশ্য ছিল, মিত্রবাহিনী যেন ওই অবকাঠামো ব্যবহার করতে না পারে। কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টতই নিজের দেশকেই শাস্তি দেওয়া।

সৌভাগ্যবশত, আলবার্ট স্পিয়ারসহ নাৎসি সরকারের অন্য কর্মকর্তারা সেই নির্দেশ কার্যকর করেননি। যদিও তারা কী করছেন-বা করছেন না-সে বিষয়ে হিটলারকে সম্ভবত কিছুই জানাননি।

কেন আমি ইতিহাসের এই ঘটনা তুলে ধরছি? স্পষ্টতই, মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর কী ঘটতে পারে, তা নিয়ে ভাবছি বলে।

সব লক্ষণই বলছে, নির্বাচনে রিপাবলিকানরা বড় ধরনের পরাজয়ের মুখে পড়তে যাচ্ছে। ট্রাম্প নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে এই নির্বাচনকে নিজের ওপর গণভোটে পরিণত করেছেন। তার বক্তব্য, 'মাগা সমর্থকেরা, এমন ভান করো যেন ব্যালটে আমিই প্রার্থী।' তাহলে আমেরিকানরা যখন তাদের সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা প্রকাশ করবেন, তখন ট্রাম্প কী করবেন?

অবশ্যই তিনি দাবি করবেন, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে এবং ফলাফল উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক, সে চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হলেন। তারপর কী?

কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাম্পের ক্ষমতা সীমিত হবে, কিন্তু কোনোভাবেই তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, আমেরিকা তো বটেই, দেশটির মিত্রদেরও ব্যাপক ক্ষতি করার বিপুল ক্ষমতা তার হাতে থেকে যাবে।

গত কয়েক দিনে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ভাষ্য অনুযায়ী, রাশিয়ার আসন্ন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা সম্পর্কে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে কোনো আগাম সতর্কবার্তা পায়নি ইউক্রেন। এর পেছনে কারিগরি সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু ট্রাম্প তার বন্ধু ভ্লাদিমির পুতিনকে বিজয়ী হতে না দেওয়ার সাহস দেখানোয় ইউক্রেনকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন-এ সম্ভাবনা যারা উড়িয়ে দিচ্ছেন, তাদের গত দুই বছরের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই বলে মনে হয়।

নিজ দেশের ভেতরেও ট্রাম্পের কর্মকর্তারা হঠাৎ ওয়াশিংটনের একটি সরকারি গলফ কোর্সে শত শত গাছ কেটে ফেলেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাম্প নিজের পছন্দমতো ওই গলফ কোর্সটির রূপ বদলাতে চেয়েছেন। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর যা-ই হোক, গাছগুলো ধ্বংস করার জন্য এত তাড়াহুড়োরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। এটি প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রতিহিংসামূলক কাজ, ইচ্ছাকৃত ভাঙচুর-যা করা হয়েছে ঠিক এ কারণেই যে ট্রাম্প জানেন, তিনি যা চান, তা আর করতে পারবেন না।

কয়েক শ গাছ কেটে ফেলা হয়তো তেমন বড় কোনো ঘটনা নয়, কিন্তু এর মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে, তার একটা চিত্র ফুটে উঠেছে।

কেনেডি সেন্টারের কথা ভাবুন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। ট্রাম্প নিজের নাম সেখানে যুক্ত করতে না পারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আগামী দুই বছরে আমেরিকার সঙ্গে কী ঘটতে পারে, তার আদর্শ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে এই কেনেডি সেন্টার।

আসন্ন এই ধ্বংসযজ্ঞের শাসন ঠেকাতে পারবেন কি ডেমোক্র্যাটরা? দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সুপ্রিম কোর্টের একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ও দলীয় স্বার্থে পরিচালিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 'একক নির্বাহী' তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে ট্রাম্পকে বিপুল ও প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতা দিয়েছে। *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*



রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে কালির পোঁচ: সংস্কৃতির দেয়ালে বিভাজনের দাগ

রহমান লেনিন

শিল্পকলা একাডেমির দেয়ালে আঁকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে কালি লেপে দেওয়ার ঔদ্ধত্য নিছক কোনো সাময়িক আক্রোশ নয়। ঘটনাটি আদতে আমাদের জাতীয় মনন, সংস্কৃতি ও চিন্তার স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তাকে কি ধর্মীয় পরিচয়ের সংকীর্ণতায় মেপে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা চলছে? সংস্কৃতিকে আমরা কীভাবে দেখব, ইতিহাসের কোন অংশকে ধারণ করব আর কোন অংশকে বর্জন করব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে কেমন পরিচয় তুলে দিয়ে যাব; ওই পুরোনো রাজনৈতিক টানাপোড়েনেরই এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ এই ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায়, বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। এই ভৌগোলিক সত্য নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু জন্মস্থান দিয়েই কি একজন মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সীমানা টানা যায়? কাজী নজরুল ইসলামের জন্মও বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান এলাকায়, অথচ তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। এই দুই উদাহরণই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার কোনো রাষ্ট্রীয় সীমানার খাঁচায় বন্দী থাকে না।

তাহলে নজরুলকে আমরা গ্রহণ করব, অথচ রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার কথা উঠবে কেন? একইভাবে সত্যজিৎ রায় কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বদের মূল্যায়ন যদি তাদের জন্মস্থান দিয়ে শুরু হয়, তবে তো বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অখণ্ড ঐতিহ্যকেই সংকুচিত করে ফেলতে হবে। কোনো কবি, সাহিত্যিক বা শিল্পীকে গ্রহণ কিংবা বর্জনের ক্ষেত্রে তার জন্মস্থান, ধর্মীয় পরিচয় বা রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, বরং তার সৃষ্টিকর্ম ও অবদানই হওয়া উচিত মূল মানদণ্ড।

রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করার অর্থ কিন্তু তার সব চিন্তার সঙ্গে একমত হওয়া নয়। তার সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা হতে পারে, তার রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু যুক্তি আর আলোচনার পথ ছেড়ে তার গ্রাফিতিতে কালি লেপন তো অন্য বার্তা দেয়। তখন প্রশ্ন ওঠে, আপত্তি কি তার কোনো নির্দিষ্ট লেখা বা বক্তব্যের ওপর, নাকি বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে তার স্থায়ী উপস্থিতিটার ওপরই?

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সাংস্কৃতিক বিভাজনের বিষয়টিকে গভীরভাবে বোঝা জরুরি। কারণ, সমাজ কিন্তু সব সময় সরাসরি সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিভক্ত হয় না। বিভাজন তৈরি হয় মানুষের ইতিহাসবোধ, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণাগুলো বদলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। একটা সমাজকে যখন শেখানো হয় যে তার ঐতিহ্যের নির্দিষ্ট কোনো অংশ গ্রহণযোগ্য, আর কোনোটা বর্জনীয়, তখন ধীরে ধীরে তার সম্মিলিত আত্মপরিচয়ে ফাটল ধরতে শুরু করে।

এই প্রবণতার পেছনে রাজনীতিও সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতি যেমন মানুষের আবেগ আর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, তেমনি অতীতকে মানুষ যেভাবে দেখে, বর্তমানকে সেভাবেই বিচার করে এবং ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবনা সাজায়। ফলে, সাংস্কৃতিক স্মৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সামাজিক মূল্যবোধকেও নিজের মতো করে প্রভাবিত করা সহজ হয়।

বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে যদি এভাবে একের পর এক গুণী ব্যক্তিত্ব, শিল্প-সাহিত্যের মৌলিক ধারা আর ঐতিহাসিক সত্যকে ছেঁটে ফেলা হয়, তবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে আত্মপরিচয়ের সংকট মারাত্মক রূপ নেবে। ইতিহাসের বহুমাত্রিকতার জায়গায় জেঁকে বসবে সংকীর্ণ এক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে ভিন্ন ধর্ম, মত ও ধারার মানুষের অবদান আড়ালে পড়ে যাবে। এর ফলে সমাজের মানুষের ভেতর পারস্পরিক দূরত্ব আর অবিশ্বাসের বিস্তার ঘটতে পারে। এমন বিভাজন একসময় এতটাই গভীরে চলে যাবে যে, মানুষে মানুষে সহাবস্থান আর আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে লেগে যাবে দীর্ঘ সময়।

সাংস্কৃতিক বিভাজনের বিপদটা ঠিক এই জায়গাতেই। কে রবীন্দ্রসংগীত শুনবে আর কে শুনবে না, কিংবা কে কোন সাহিত্য পড়বে, তা যার যার ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। মূল প্রশ্ন হলো, একটা দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কি একে অপরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

PREFERRED HOME SERVICES INC.

FULL CARE HOME CARE

Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)

PCA / HHA

- PCA (Personal Care Assistance)
- HHA (Home Health Aide)
- Nursing
- Physical Therapy
- Occupational Therapy
- Medical Social Work
- Nutrition
- Speech-Language Pathology



আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা

347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799



Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.

Mohammed Hasem, EA, MBA

ENROLLED AGENT

IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.

REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.

IRS ENROLLED AGENT

- INDIVIDUAL
- PARTNERSHIP
- BUSINESS CONSULTING
- BOOKKEEPING
- BUSINESS
- LLC
- ITIN
- INCOME TAX
- ACCOUNTING
- CORPORATION
- BUSINESS FORMATION
- PAYROLL
- NOTARY PUBLIC

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস

718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM



বিআরআই থেকে জিডিআই : সম্পর্কের নতুন ‘উত্তরণে’ বাংলাদেশ-চীন



মো. নজরুল ইসলাম

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ঢাকা সফরে বাংলাদেশ চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে (বিআরআই) যোগ দিয়েছিল। ১০ বছর পর ২০২৬-এর জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরে চীনের বৈশ্বিক পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্যোগ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভে (জিডিআই) যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এক দশক আগে বিআরআই এবং সম্প্রতি জিডিআই-দুই দেশের সম্পর্কে নতুন উত্তরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তারেক রহমানের বেইজিং সফরে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক নতুন ধাপে উন্নীত করার ঘোষণা আসে। দুই দেশ তাদের ‘সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্ব’ আরও এগিয়ে নিয়ে ‘নতুন যুগের চীন-বাংলাদেশ অভিন্ন ভবিষ্যতের সম্প্রদায়’ গড়ে তুলতে রাজি হয়, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এতে দুই দেশের জনগণ আরও বেশি উপকৃত হবে বলে মনে করছে উভয় পক্ষ।

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে সমঝোতা স্মারকগুলোর একটি ছিল চীনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ জিডিআইয়ে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়া, যা দুই দেশের সম্পর্কের উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই উদ্যোগের অধীনে চীন বাংলাদেশকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও উন্নয়নের অন্যান্য খাতে সহযোগিতা করবে।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে দুই পক্ষ সম্পর্ক পরের ধাপে উন্নীত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য দুই পক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে কৌশলগত সংলাপের একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়। পাশাপাশি কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে ‘টু প্লাস টু’ সংলাপ চালুর বিষয়ে সম্মত হয়। সরকারপ্রধানের সফরের পর দুই দেশের কর্মকর্তারা এ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী নভেম্বরের মধ্যে ‘টু প্লাস টু’ সংলাপের প্রথম বৈঠকে বসবে বাংলাদেশ ও চীন।

সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ‘নতুন যুগের চীন-বাংলাদেশ অভিন্ন ভবিষ্যতের সম্প্রদায়’ গড়ে তোলার বিষয়ে যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়নের পথরেখা নিয়ে আগামী মাসগুলোতে দুই দেশের মধ্যে হতে যাওয়া বৈঠকগুলোতে আলোচনা হবে। দুই দেশের জনগণের মধ্যে আগামী দিনগুলো যোগাযোগ বাড়াতে চায় উভয় পক্ষ। একই সঙ্গে বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে দুই দেশের ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ চায় ঢাকা-বেইজিং।’

সম্প্রতি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের পর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন গতির সঞ্চার এবং বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে ‘নতুন যুগের চীন-বাংলাদেশ অভিন্ন ভবিষ্যতের সম্প্রদায়’-এ উন্নীত করার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি জানান, ‘পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের কৌশলগত সংলাপ এবং প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা সংলাপ শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের চার মাসের মাথায় প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়া হয়ে চীন সফর করেন তারেক রহমান। তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের আমন্ত্রণে ২২ থেকে ২৬ জুন দেশটি সফর করেন। সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পাশাপাশি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। তার এই সফরে দুই দেশের মধ্যে মোট ১৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর মোংলা বন্দরের আধুনিকায়ন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঋণ প্রস্তাবের জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিগগিরই এর ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক চীন সফরের অর্জিত ফলাফলের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্প্রতি প্রতিমন্ত্রী হুমায়নকে অবহিত করেন, যার মধ্যে রয়েছে চীন অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চলের (সিইআইজেড) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, মোংলা বন্দরের আধুনিকায়নের জন্য বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর এবং মোংলা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্য সহযোগিতা।

ইয়াও ওয়েন উল্লেখ করেছেন, ‘সিইআইজেড *বাকি অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়*



এয়ারবাস ক্রয় ও গণি মিয়া সিনড্রোম

মোশতাক আহমেদ

ষাটের দশকে প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্যবইয়ে পড়া কৃষক গণি মিয়ার গল্পটি ঐ প্রজন্মের অনেকেরই হয়তো মনে আছে। গণি মিয়া কৃষক হলেও নিজের কোনো জমি ছিল না। অন্যের জমি চাষ করেই তার সংসার চালাতে হতো। কিন্তু কাছিমের যেমন শখ হয় চিৎ হয়ে শোয়ার, গণি মিয়ারও শখ জাগল ছেলের বিয়েতে ধুমধাম করার এবং তিনি তা-ই করলেন। মহাধুমধাম করে ছেলের বিয়ে দিলেন। এজন্য তার অনেক টাকা কর্জ হলো। সেই কর্জ পরিশোধ করতে গিয়ে তার নাভিশ্বাস। একপর্যায়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। গণি মিয়ার যুগ শেষ হয়েছে সেই কবেই! কিন্তু তার অসুখটা ছড়িয়ে গেছে ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে। বিশ্বপুঁজিবাদের বদৌলতে আজ আমরা সবাই ‘গণি মিয়া সিন্ড্রোমে’ আক্রান্ত।

খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে এয়ারবাসের ১০টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। গত ৭ অক্টোবর রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে ‘স্প্রেডিং আওয়ার উইংস টুগেদার’ অনুষ্ঠানে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর আগে গত ৩০ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৪টি, পরে সেপ্টেম্বরে আরও ১১টি, মোট ২৫টি বোয়িং কেনার চুক্তি হয়েছে। অর্থাৎ ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ৩৫টি উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত ত্বরিত গতিতে এমন রাষ্ট্রীয় কেনাকাটার নজির আমাদের আছে বলে আমার জানা নেই। উল্লেখ্য, বর্তমানে আমাদের দেশে ১৯টি উড়োজাহাজ রয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে যা আছে, ছয় মাসের মধ্যে তার প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক নতুন উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আমাদের বিমানের বহর সত্যিই পুরোনো, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আধুনিক বিমান ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকা কঠিন, এ যুক্তিও অমূলক নয়। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে তড়িঘড়ি করে ৩৫টি বিমান কেনার প্রয়োজনটা অনেক অনুচ্চারিত প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। অনেকের মতেই বোয়িং কেনা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক ও শুল্ক-আলোচনায় দরকষাকষিরই অংশ। এদিকে ইউরোপের সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে এয়ারবাসও লাগে-কূটনীতির ভাষায় যাকে বলে ‘ভারসাম্যের পররাষ্ট্রনীতি’। এই বিমানগুলো কোন রুটে উড়বে, কত যাত্রী বইবে, আর সেই আয়ে ঋণ শোধ হবে কি না, এর কোনো সম্ভাব্যতা যাচাই নিয়েও কোনো প্রকাশ্য ব্যবসায়িক হিসাব আমরা দেখিনি। যে বিমান সংস্থা বছরের পর বছর লোকসানে চলেছে, তার বহর দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত ব্যবসায়িক হিসাবে হয়েছে, নাকি কূটনৈতিক সৌজন্যে, সেটা জানার অধিকার নিশ্চয়ই দেশের করদাতাদের রয়েছে। কিন্তু দেশের আমজনতাকে অন্ধকারে রেখে পাঁচতারকা হোটেলের রঙিন আলোয় একের পর এক বিমান কেনার চুক্তি করা হচ্ছে–যাকে স্বাভাবিকভাবে অনভিপ্রেত বলাই চলে।

এয়ারবাস কেনার চুক্তির এক দিন পরই খবর বেরিয়েছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত সচল রাখতে ‘কঠিন শর্তে’ ৩২০ কোটি ডলারের বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হচ্ছে। গত ৭ অক্টোবর সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনমনীয় ঋণ সম্পর্কিত স্থায়ী (এসসিএনসিএল) কমিটির সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। একই সভায় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুসংহত এবং নিয়মিত সরবরাহ বজায় রাখতে সৌদি আরবের জেদ্দাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইটিএফসি) থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৩১০ কোটি ডলারের স্বল্পমেয়াদি অনমনীয় ঋণের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনও দিয়েছে এসসিএনসিএল।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০২৫ সালের ডিসেম্বর বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১১৩ দশমিক ৫১ বিলিয়ন বা ১১ হাজার ৩৫১ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৩ লাখ ৯৬ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যেই এসেছে আরেক খবর। বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, বড়সড় একটি অর্থনৈতিক ধাক্কাতেই দারিদ্রসীমার নিচে চলে যেতে পারে দেশের প্রায় ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ। গত কয়েক দশকে দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছিল, তা এখন উলটো পথে যাচ্ছে বলেও সতর্ক করেছে সংস্থাটি। এই যে গত চার বছরে ৮০ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই একেকজন গণি মিয়া, যারা এতদিন কোনোমতে টিকে ছিলেন, এখন একটু ধাক্কাতেই পড়ে গেছেন। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার হওয়ার কথা ছিল *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচনের তারিখ ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
ভোট দিন
B17
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
সারওয়ার খান বাবু
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম-আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
B
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬

আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি



সেলিম-আলী পরিষদের



সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL



সাংগঠনিক ও পেশাগত দক্ষতাঃ

- সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
- সিইও এবং প্রেসিডেন্ট ডি কে ওয়ান ডেভলাপার
- সাবেক চেয়ারম্যান ডিউক গিফ্‌ট সপ, ম্যানহাটন (১৯৯৩-২০১৬)
- সাবেক সাধারণ সম্পাদক (নির্বাচিত) ও সহ-সভাপতি জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
- ভাইস প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
- ডাইরেক্টর বাংলাদেশ আমেরিকান সোসাইটি
- কার্যকরী সদস্য জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন
- সদস্য লায়ন্স ক্লাব
- আজীবন সদস্য মসজিদ মিশন সেন্টার (হাজীক্যাম্প)

সম্মাননাঃ

সাইটেশন, নিউইয়র্ক সিটি গর্ভনর
বেস্ট বিজনেস এওয়ার্ড, বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল

PLEASE VOTE FOR
DUKE KHAN
ORGANIZING SECRETARY

পর্যাপ্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
সেলিম-আলী পরিষদের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত

ডিউক খান

আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী





সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL

প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

কুনু-ফিরোজ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলনে ৭ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা :

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সোসাইটি গড়াই লক্ষ্য, সমাজসেবার কোন বয়সসীমা নেই - আজমল হোসেন কুনু

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের পক্ষথেকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে '৭ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ও কর্মপরিকল্পনা' তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সোসাইটির আগামী নির্বাচন কঠিন নির্বাচন। কেননা ৩৫ হাজারোধিক ভোটার এই নির্বাচনের ভোটার। বিপুল এইভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সোসাইটি গড়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্রে

সকল বাংলাদেশীর সংগঠন। আমরা ভোট কেনা-বেচায় বিশ্বাসকরি না। 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল নির্বাচিত হলে সোসাইটিকে আরো গণমুখী করার পাশাপাশি প্রবাসীদের সকল সমস্যাসংশ্লিস্টদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ২৫ আক্টোবর রোববারবাংলাদেশ সোসাইটির ত্রি-বার্ষিক (২০২৭-২০২৯) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

জ্যাকসন হাইটসে বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি এম আজিজ, কুনু-ফিরোজ প্যানেলের প্রধান উপদেষ্টা জামাল আহমেদ জনি, চেয়ারম্যান বেলাল মাহমুদ , অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম, প্যানেলের মিডিয়া ও কমিউনিকেশন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসরসৈয়দ আজাদ।

কুনু-ফিরোজ প্যানেলের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ পঠিত লিখিত বক্তব্যে বলা হয় , গণমাধ্যম হচ্ছে আমাদের সমাজের কণ্ঠস্বর। সত্য-ন্যায় ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা, প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। আজ আমরা আপনাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয় তুলে ধরতে এবং আপনাদের মাধ্যমে বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। আমরা আশা করি আপনারা বস্তুনিষ্ঠতা, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে কুনু-ফিরোজ পরিষদের নির্বাচনী ইশতেহার আপনাদের পাঠক, দর্শক এবং সোসাইটির সম্মানিত ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিবেন। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের। এখন আমরা আমাদের কুনু-ফিরোজ পরিষদের নির্বাচনী ইশতেহার আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।







১. বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা:
নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে একটি আধুনিক ও স্থায়ী বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব তহবিল, সাধারণ সদস্যদের সহযোগিতা এবং প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও দাতাদের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

২. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাশ্রয়ী ফিউনারেল হোম সেবা:
মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য ফিউনারেল হোম সেবা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সংকটের সময় যেন কোনো পরিবার অসহায় বোধ না করে, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সেবার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৩. নিউইয়র্কে 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স' এর রুট পুনরায় চালুর উদ্যোগ:
প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে নিউইয়র্ক থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ, আলোচনা ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৪. ইমিগ্রেশন সহায়তা, আইনি পরামর্শ হেল্পলাইন ও কনস্যুলেট সেবা:
প্রবাসী বাংলাদেশিদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সমস্যা ও জটিলতা নিরসনে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ইমিগ্রেশন আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি সহায়তা হেল্পলাইন চালু করা হবে। এর মাধ্যমে কমিউনিটির সকলে নির্ভরযোগ্য তথ্য, প্রাথমিক আইনি দিকনির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এছাড়া প্রত্যেক ব্যুরোতে কনস্যুলেট সেবা ব্যবস্থা করা হবে।

৫. সিটি, স্টেট ও ফেডারেল পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা:
জব সেমিনারের মাধ্যমে যোগ্য বাংলাদেশী-আমেরিকান তরুণ-তরুণী ও পেশাজীবীদের জন্য নিউইয়র্ক সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন চাকরির সুযোগ সম্পর্কে তথ্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি চাকরির আবেদন, ইন্টারভিউ প্রস্তুতি এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা বিবেচনায় স্বল্প খরচে আইটি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও) বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৬. মূলধারার রাজনীতি ও সামাজিক নেতৃত্বে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নতুন প্রজন্মের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*





ওজনপার্কে কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের সভায় মানুষের ঢল

এটাই আমার শেষ নির্বাচন : কুনু
নির্বাচিত হলে সোসাইটি হবে সবার : ফিরোজ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে 'পরিবর্তনের শ্লোগান' নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'কুনু-ফিরোজ'প্যানেলের উদ্যোগে ওজনপার্কের নির্বাচনী ও প্যানেল পরিচিতি সভায় মানুষের ঢল নেমেছিলো। বিশেষ করে সভাপতিপদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু'র এলাকা হিসেবে ওজনপার্ক-কে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখ করেবক্তারা বলেছেন ২৫ অক্টোরের নির্বাচনে ওজনপার্ক কেন্দ্র তথা সকল কেন্দ্রে জয়ী হয়ে প্রবাসীদের ন্যায্য দাবী পূণকরবেন। সভায় কুনু বলেন, ওজনপার্কবাসী হিসেবে আমি সবার সহযোগিতা চাই, ভোট চাই। আমার আরচাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। কমিউনিটির সেবাই আমার লক্ষ্য। তিনি বলেন, এটাই আমার শেষ নির্বাচন। আগামীনির্বাচনে জয়ী হলে সবাইকে নিয়ে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে সোসাইটিকে তথা কমিউনিটিকে শক্তিশালী করবো।অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে সোসাইটিকে সম্পূর্নরাজনীতিমূক্ত রাখবো। সোসাইটিকে সবার সংগঠনে পরিণত করবো, জবাবদিহীর সোসাইটি গড়বো।

গত ১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওজনপার্কের আল মদিনা পার্টি হলে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের উদ্যোগেআয়োজিত নির্বাচনী সভায় সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে সভাটি জনসভায় পরিণত হয়। অনেকবাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে বসা বা দাঁড়ানোর স্থান না পেয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সভায় অংশ নেন। সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১১টাপর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে।

'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বেঅনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা রফিক উদ্দিন।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক ট্রাষ্ট্রি বোর্ড সদস্যএবং 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা জামাল আহমেদ জনি। সভায় আমন্ত্রিতঅতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বেলাল মাহমুদ, আহ্বায়ক রুহুলআমীন সিদ্দিকী, কো-চেয়ারম্যান এবং বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি ইউনুস সরকার, প্রধান সমন্বয়কারীবাবুল চৌধুরী এবং অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম, মিডিয়া ও কমিউনিকেশন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসরসৈয়দ আজাদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, মসজিদ আল আমান পরিচালনাকমিটির সভাপতি ও বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল, বিয়ানীবাজার সমিতিইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল মান্নান, নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মোহাম্মদমহসীন, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম ও সাবেক সভাপতি শামসুদ্দীন, আলআমীন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি কবীর চৌধুরী, কবি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*












বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

নির্বাচন-২০২৬



আবুল কালাম ভূঁইয়া

ভোট চাই ভোটারের A3 দোয়া চাই সকলের

সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী

প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচনের তারিখ ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
ভোট দিন
B11
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
রুমানা আহমেদ
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম-আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
B
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পক্ষে নর্থ বেঙ্গলবাসীর নির্বাচনী সভা বিপুল সমর্থনের প্রতিশ্রুতি







পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে আসন্ন ‘বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক’-এর আগামী ২৫শে অক্টোবর, রবিবারের নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত মেয়াদের সফল কর্মকাণ্ড ও অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গঠিত শক্তিশালী প্যানেল ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পক্ষে পরিণীতা পার্টি হলে এক বিশাল নির্বাচনী ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে নিউ ইয়র্কে বসবাসরত উত্তরবঙ্গবাসীদের আঞ্চলিক ফোরাম ‘নর্থ বেঙ্গলবাসী’ (উত্তরবঙ্গবাসী)।

গত ১২ই অক্টোবর, সোমবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার ঐতিহ্যবাহী।এতে কুইন্স, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কসসহ নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন বরো থেকে শত শত উত্তরবঙ্গের প্রবাসী এবং সচেতন ভোটাররা সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্যানেলটির প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ও আস্থা ব্যক্ত করেন।

সমাবেশের মূল আকর্ষণে ছিলেন ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী এবং উত্তরবঙ্গের কৃতি সন্তান মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল । সভায় উপস্থিত উত্তরবঙ্গবাসীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও সচেতন ভোটাররা মোঃ কামরুজ্জামান কামরুলসহ পুরো প্যানেলকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান।

বক্তারা বলেন, বিদেশে বাংলাদেশীরানিজেদের একতা সুদৃঢ় রাখতে এবং বাংলাদেশ সোসাইটির চলমান উন্নয়নমূলক প্রজেক্টগুলোর সফল সমাপ্তির জন্য এই সুযোগ্য, সুপরিচিত ও পরীক্ষিত প্যানেলের কোনো বিকল্প নেই। তারা দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের উত্তরবঙ্গবাসীকে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পাশে থাকার জোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মো:আলী ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নির্বাচিত হলে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পরিষ্কার করেন। তারা প্রতিশ্রুতি দেন যে, আগামী দিনে সোসাইটিকে পুরোপুরি আধুনিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা হবে। ওয়ান স্টপ সলিউশন ও স্থায়ী কমিউনিটি সেন্টার' গঠন করা হবে যেখানে আরও বড় পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।ইয়র্কে আসা নতুন প্রবাসী এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান দেয়া হবে। নতুন প্রবাসীদের কর্মসংস্থান ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। সেকেন্ড জেনারেশন বা নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে তথা স্থায়ী ভবনে আরও বড় পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রবীণ প্রবাসীদের নিয়ে একটি মেন্টরশিপ নেটওয়ার্ক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কাউন্সেলিং সেলের ব্যবস্থা রাখা হবে।















অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্রচারনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী এনাম ,কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ও চিটাগাং এসোসিয়েশন এর সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, জ্যামাইকা নির্বাচন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম লিপন,জ্যামাইকার সেন্টারের আহ্বায়ক মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার, সদস্য সচিব জে মোল্লা সানি, যুগ্ম আহবায়ক জহিরুল ইসলাম, সদস্য সচিব কাজী এম আর খান সেলিম, যুগ্ম সদস্য সচিব ইসলাম হোসেন শিপন,যুগ্ম আহবায়ক ফারুক হোসেন ,শামীম হাসান ।

প্যানেলের প্রার্থীদের প্যানেল পরিচিতি ও গণসমর্থন সভায় সেলিম-আলী পরিষদের প্রার্থীরা উপস্থিত থেকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতদ্র সাথে মতবিনিময় করেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংবর্ধিত প্রার্থীরা হলেন:

সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ,সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী,সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী: মোঃ মহিউদ্দীন দেওয়ান,সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী: মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল,সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী: হারুন চেয়ারম্যান,কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী: নওশাদ হায়দার,সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী: ডিউক খান,সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী: অনিক রাজ,জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী: রিজু মোহাম্মদ,সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী: মুনসুর আহমেদ,সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী: রুমানা আহমেদ,ক্রিয়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী: হাসান খান,স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: এ এস এম মাইন উদ্দীন (বাবলু),মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: শাহনাজ হোসেন,যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ।কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী মোঃ উজ্জ্বল বিপুল,সারোয়ার খান বাবু,মোঃ এ মান্নান,শামীম আহমেদ ,মোঃ আব্দুল মালেক খান এবং কাজী রবিউজ্জামান।

অনুষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এবং নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ ,বি ,এম কামাল পাশা। আয়োজক রা ‘নর্থ বেঙ্গলবাসী’র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী ২৫শে অক্টোবর ব্যালটের মাধ্যমে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পুরো প্যানেলকে জয়যুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সম্পূর্ণ আয়োজনটি অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশ এবং একটি চমৎকার নৈশভোজের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। - জলি আহমেদ প্রেরিত

নিউ ইয়র্কে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পক্ষে প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের বিশাল নির্বাচনী সভা সম্পন্ন




























পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে ‘বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক’-এর আগামী ২৫শে অক্টোবর রবিবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে । নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির বিগত দিনের সাফল্যের প্রত□্যয়ে আগামীর অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার নিমিত্ত গঠিত শক্তিশালী প্যানেল ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পক্ষে এক বিশাল নির্বাচনী ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে নিউ ইয়র্কের অন্যতম প্রভাবশালী আঞ্চলিক গ্রুপ ‘প্রবাসী চট্টগ্রামবাসী’।

গত ৮ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার ঐতিহ্যবাহী জেশন পার্টি হলে এই বর্ণাঢ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুইন্স, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কসসহ নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন বরো থেকে বিপুল সংখ্যক চট্টগ্রামবাসী এবং সচেতন ভোটাররা উপস্থিত হয়ে সেলিম-আলী প্যানেলের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

যোগ্য নেতৃত্বের পক্ষে চট্টগ্রামবাসীদের রায় চিটাগাং এসোসিয়েশনের একাংশের সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী,সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এম বিল্লা এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুদ হোসেন সিরাজী সহ সমাবেশে উপস্থিত চট্টগ্রামবাসীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন, নিউ ইয়র্ক এর বাংলাদেশ সোসাইটি প্রবাসীদের অধিকার রক্ষা ও সংকটকালীন মুহূর্তের এক পরম নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম। বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর বিগত মেয়াদের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। সোসাইটির চলমান উন্নয়নমূলক প্রজেক্টগুলোর সফল সমাপ্তি এবং নতুন প্রজন্মকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে এই যোগ্য, সুপরিচিত ও পরীক্ষিত প্যানেলের কোনো বিকল্প নেই। প্রবাসে নিজেদের ঐক্য সুদৃঢ় রাখতে তারা দল-মত নির্বিশেষে পুরো চট্টগ্রামবাসীকে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পাশে থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম এবং বিশেষ অতিথি সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মো:আলী ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নির্বাচিত হলে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা পরিষ্কার করেন। তারা প্রতিশ্রুতি দেন যে, আগামী দিনে সোসাইটিকে পুরোপুরি আধুনিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা হবে। ওয়ান স্টপ সলিউশন ও স্থায়ী কমিউনিটি সেন্টার্ব্ব গঠন করা হবে যেখানে আরও বড় পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। নিউ ইয়র্কে আসা নতুন প্রবাসী এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান দেয়া হবে। নতুন প্রবাসীদের কর্মসংস্থান ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। সেকেন্ড জেনারেশন বা নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে তথা স্থায়ী ভবনে আরও বড় পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রবীণ প্রবাসীদের নিয়ে একটি মেন্টরশিপ নেটওয়ার্ক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কাউন্সেলিং সেলের ব্যবস্থা রাখা হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন পরিচালনা কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী এনাম দুলাল নিয়া ,কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ও চিটাগাং এসোসিয়েশন এর সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, জ্যামাইকা নির্বাচন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম লিপন,জ□্যামাইকার সেন্টারের আহ্বায়ক মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার, সদস্য সচিব জে মোল্লা সানি, যুগ্ম আহবায়ক জহিরুল ইসলাম, সদ□স্য সচিব কাজী এম আর খান সেলিম, যুগ্ম সদস্য সচিব ইসলাম হোসেন শিপন,যুগ্ম আহবায়ক ফারুক হোসেন ।

প্যানেলের প্রার্থীদের প্যানেল পরিচিতি ও গণসমর্থন সভায় সেলিম-আলী পরিষদের প্রার্থীরা উপস্থিত থেকে প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংবর্ধিত প্রার্থীরা হলেন:

সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ,সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী,সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী: মোঃ মহিউদ্দীন দেওয়ান,সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী: মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল,সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী: হারুন চেয়ারম্যান,কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী: নওশাদ হায়দার,সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী: ডিউক খান,সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী: অনিক রাজ,জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী: রিজু মোহাম্মদ,সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী: মুনসুর আহমেদ,সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী: রুমানা আহমেদ,ক্রিয়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী: হাসান খান,স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: এ এস এম মাইন উদ্দীন (বাবলু),মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: শাহনাজ হোসেন,যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী: জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী।কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী মোঃ উজ্জ্বল বিপুল,সারোয়ার খান বাবু,মোঃ এ মান্নান,শামীম আহমেদ ,মোঃ আব্দুল মালেক খান এবং কাজী রবিউজ্জামান।

অনুষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন চিটাগাং এসোসিয়েশন এর ট্রাস্টি বোর্ড ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড এর সাবেক সদস্য ,বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান সিরাজী। পুরো আয়োজনে চিটাগাং এসোসিয়েশন এর একাংশের সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী,সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এম বিল্লা এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুদ হোসেন সিরাজী সহ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পূর্ণাঙ্গ কমিটির প্রায় সকলে কর্মকর্তা ও সম্পাদকীয় মণ্ডলী। তারা হলেন :হাজী শফিউল আলম (সদস্য ও উপদেষ্টা, চট্টগ্রাম সমিতি ট্রাস্টি বোর্ড),আহসান হাবীব (সাবেক সভাপতি, চট্টগ্রাম সমিতি),ফখরুল ইসলাম চৌধুরী,ফজলুল কাদের চৌধুরী,মুজিবুর হক (সদস্য, চট্টগ্রাম সমিতি ট্রাস্টি বোর্ড) ।চট্টগ্রাম সমিতির সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ:মুক্তাদির বিল্লাহ (সিনিয়র সহ-সভাপতি),আইয়ুব আনসারী (সহ-সভাপতি),মাসুদ হোসেন সিরাজী (সাধারণ সম্পাদক),ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক),সুমন উদ্দিন (কোষাধ্যক্ষ),শিমুল বড়ুয়া (দপ্তর সম্পাদক),জয়নাল আবেদীন আতিক (সহ-দপ্তর সম্পাদক),জাহেদুল আজম জাহিদ (ক্রীড়া সম্পাদক),তারেক চৌধুরী দিপু (চট্টগ্রামের কৃতি সন্তানহাসান ,হাসান চৌধুরী (ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য) ।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজউদ্দিন সোহাগ, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি আহসান হাবীব, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি আহসান হাবীব, চট্টগ্রাম সমিতির ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও প্রতিস্টাতা সদস□্য হাসান চৌধুরী, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রতিস্টাতা সভাপতি মো বাসেত রহমান, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম স্বপন, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আরিফ চৌধুরী, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি খবির উদ্দিন,সেলিম পাটোয়ারী,ফারুক হোমেন রনি ও জালাল উদ্দিন আহমদ।

আয়োজক ‘প্রবাসী চট্টগ্রামবাসী, নিউ ইয়র্ক’-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী ২৫শে অক্টোবর ব্যালটের মাধ্যমে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পুরো প্যানেলকে জয়যুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সম্পূর্ণ আয়োজনটি অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশ এবং একটি চমৎকার নৈশভোজের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। - জলি আহমেদ প্রেরিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬

নির্বাচনের তারিখঃ ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬

সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ

A1

কুনু-ফিরোজ

পরিষদে ভোট দিন

আসুন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেই, যোগ্য নেতৃত্বকে জয়ী করি



A4

আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President

ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary

PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL

মোঃ জামিল আনসারী

কামিল, এমবিএ



A7

পেশা, সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা

- প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও: এন ওয়াই সি প্রিপেইড ওয়্যারলেস ইনক
- নির্বাহী সম্পাদক: ইয়র্ক বাংলা
- সমাজকল্যাণ সম্পাদক: বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, ইউ.এস.এ
- সাধারণ সম্পাদক: ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার জৈন্তা, নিউইয়র্ক
- সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক: (২০১৯-২০২২) জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক,
- সাবেক সহকারী শিক্ষক: ইসলাম শিক্ষা (২০০৬-২০১০) হযরত শাহপরান (রঃ) উচ্চবিদ্যালয়, সিলেট
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: জৈন্তা জামেয়া ইসলামিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, সিলেট
- সদস্য: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

MD JAMIL ANSARY
Organizing Secretary

সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী

A1-A21 আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী



মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

প্রচারে: ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার জৈন্তা, নিউইয়র্ক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬

নির্বাচনের তারিখ ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬



সেলিম-আলী পরিষদের



মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী

মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত আপনার মূল্যবান ভোট দিন



ভোট দিন

B14

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL

শাহনাজ হোসেন

আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী





সেলিম-আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
B

প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



নিউ ইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র সফরত খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(KDA) এর চেয়ারম্যান জনাব সফিকুল আলম মনা সংবর্ধিত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফরত খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(কউঅ) এর চেয়ারম্যান জনাব সফিকুল আলম মনা সংক্ষিপ্ত সফরে সম্প্রতি নিউইয়র্ক আসলে তাঁর সম্মানে সংবর্ধনার আয়োজন করে নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী খুলনাবাসী। অল্প সময়ের মধ্যে এই সুন্দর আয়োজনে গ্রেটার খুলনা সোসাইটির পক্ষে ওয়াহিদ কাজী এলিন,







শেখ নওশাদ আক্তার, শেখ ফারুকুল ইসলাম, শেখ হাসান আলী, ইসমত জাহান পপি, সিতারা আলী, সৈয়দ জিল্লুর রহমান,মোস্তফা শাহরিয়ার সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। গ্রেটার খুলনা সোসাইটির পক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ইসমত জাহান পপি। অনুষ্ঠান শেষে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জেতাতে

৮ পৃষ্ঠার পর

পরিমাণ এই পর্যায়ে পৌঁছায়। এর আগে এই প্রযুক্তি উদ্যোক্তা বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে তার সম্পৃক্ততা কমিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। গত মে মাসে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যথেষ্ট করেছি।' বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের নতুন কোনো উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনাও তার নেই বলে জানিয়েছিলেন তিনি। তবে নিজের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বিপুল সম্পদ কাজে লাগিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ডানপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দিয়ে আসছেন ইলন মাস্ক।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত বছর জার্মানির রাজনীতিবিদেরা দেশটির জাতীয় নির্বাচনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করার জন্য মাস্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি 'অলটারনেটিভ ফর জার্মানি' বা এএফডি পার্টির একজন সোচ্চার সমর্থক। দলটির বিরুদ্ধে অভিবাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈষম্যমূলক অবস্থান নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট দিতে যাবেন। এ নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারণের পাশাপাশি বিভিন্ন স্টেট ও স্থানীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাটদের তুলনায় রিপাবলিকানদের আর্থিক সুবিধা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে ট্রাম্পপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিপুল অর্থ ব্যয়। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে 'মাগা ইনকরপোরেটেড' নামের একটি বিশেষ রাজনৈতিক তহবিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' বা 'আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলার' আন্দোলনের নাম অনুসারে এই তহবিলের নামকরণ করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, গত আগস্ট পর্যন্ত 'মাগা ইনকরপোরেটেড'-এর তহবিলে ৪১৬ মিলিয়ন ডলার ছিল। নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'অ্যাডইমপ্যাক্ট'-এর তথ্য অনুযায়ী, গত এক মাসেই তহবিলটি ২২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। টেক্সাসে সিনেটের একটি শূন্য আসনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে প্রার্থীদের প্রচারে এই অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও তার নির্বাচনী প্রচার কার্যক্রম বাড়িয়েছেন।

নির্বাচনের শেষ কয়েক সপ্তাহে রিপাবলিকানদের বক্তব্য ভোটারদের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নিচ্ছেন। তবে ডেমোক্র্যাটরা মনে করছেন, অর্থ ব্যয়ে রিপাবলিকানদের এগিয়ে থাকা ট্রাম্পের প্রতি ভোটারদের বাড়তে থাকা অসন্তোষের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট হবে না। ডেমোক্র্যাটদের সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা রাজনৈতিক তহবিল 'সিনেট মেজরিটি পিএসি'-এর মুখপাত্র লরেন ফ্রেঞ্চ বলেন, 'রিপাবলিকানরা মনে করছেন, অর্থ ঢেলে এই নির্বাচনগুলো কিনে নেওয়া সম্ভব।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখা উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ছড়িয়ে দিতে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখা উদ্বোধন করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক। গত ২ অক্টোবর জ্যামাইকায় সোসাইটির অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন এই শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।









বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। পরে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

অনুষ্ঠানে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, সাবেক নেতৃবৃন্দ, আজীবন ও সাধারণ সদস্য, গণমাধ্যমকর্মী এবং শতাধিক অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির ব্রুকলিন শাখা এবং সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে গত ১২ থেকে ১৫ বছর ধরে সফলভাবে বাংলা স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। জ্যামাইকায় তৃতীয় শাখা চালু হওয়াকে তিনি সোসাইটির জন্য বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। এ উদ্যোগের জন্য স্কুলের পরিচালক সৈয়দ উল্লাহ, পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। প্রতিটি এলাকায় একটি করে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি জানান, ব্রঙ্কসে নতুন শাখা চালুর প্রক্রিয়া চলছে এবং পরবর্তী সময়ে উডসাইডেও স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

এ জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা করার পাশাপাশি সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে নিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সোসাইটির স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক হাসান জিলানী বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশুদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করানো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নতুন প্রজন্ম যেন মাতৃভাষা ও শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে না ফেলে, সে লক্ষ্যেই বাংলা স্কুল কাজ করছে। তাঁর মতে, বাংলা স্কুল কেবল ভাষা শেখার প্রতিষ্ঠান নয়, এটি নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাদের পরিচয় ও শিকড়ের একটি সেতুবন্ধন।

অনুষ্ঠানে ব্রুকলিন শাখার শিক্ষিকা ফারজিন রাখি কবির তাঁর তিন সন্তানের বাংলা স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, তাঁর বড় সন্তান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেডারেল সরকারের চাকরি করছেন। দ্বিতীয় সন্তান নাসায় কাজ করছেন এবং ছোট সন্তান কাব্য কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়ছেন। তিনি জ্যামাইকা শাখার সাফল্য কামনা করেন।

জ্যামাইকা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রুমানা আফরোজ বলেন, তিনি শিশুদের সঙ্গে থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এবং এ কাজে অভিভাবকদের সহযোগিতা চান।

সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য আবুল কাশেম চৌধুরীসহ সাবেক নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম বিষয় ছিল বাংলা স্কুল সম্প্রসারণ। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই জ্যামাইকায় তৃতীয় শাখা চালু করা হয়েছে। তারা জানান, বর্তমান কমিটির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং এর মধ্যেই আরও দুটি স্কুল উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে শিশুরা বাংলা বর্ণমালার অ, আ, ক, খ লেখা কার্ড এবং 'বাংলা স্কুল' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মঞ্চের সামনে জড়ো হয়। এ সময় আমেরিকান পতাকা হাতে শিশুদের উচ্ছ্বাস করতে দেখা যায়। অভিভাবকেরা মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য ধারণ করেন।



বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন করল ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন করল ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড। জবাবদিহিতা, আর্থিক স্বচ্ছতা, ভোটার পদ্ধতির সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন করেছে ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড (এফবিডব্লিউ)। গত ৭ অক্টোবর, বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হলে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ও উপস্থাপক খালেদ মহিউদ্দিন। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।







'আমরা ভবিষ্যতে একটি জনকল্যাণমূলক বাংলাদেশ সোসাইটি দেখতে চাই'-এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে আয়োজিত বিতর্কে বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও জনকল্যাণমুখী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

বিতর্কে সভাপতি পদে দুই প্যানেলের প্রার্থী আথাউর রহমান সালিম ও আজমল হোসেন কুনু অংশ নেন। সাধারণ সম্পাদক পদে দুই প্যানেলের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী ও ফিরোজ আহমেদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী রব্বি সৈয়দ অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী বিতর্কের আদলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা এবং কমিউনিটির প্রত্যাশা নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে এ ধরনের নির্বাচনী বিতর্ককে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন আয়োজকেরা। তাঁদের মতে, নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের পরিকল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে ভোটারদের সরাসরি জানার সুযোগ তৈরি করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিতর্কে বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও কার্যকর করার জন্য সাংগঠনিক উন্নয়ন, নতুন কর্মসূচি গ্রহণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মিলিত শক্তিকে জনকল্যাণে কাজে লাগানো এবং নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি ভোটার পদ্ধতির সংস্কার, আর্থিক স্বচ্ছতা, ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরে সদস্যদের কল্যাণে বেশি অর্থ ব্যয়, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়।

প্রার্থীরা বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি সংগঠনের সম্পদ ও অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সদস্যদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। একটি আধুনিক, কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পিত উদ্যোগ এবং নেতৃত্বের জবাবদিহিতা অপরিহার্য বলেও আলোচনায় উঠে আসে।

অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার ও অনলাইনে প্রচার করা হয়। ঠিকানা টিভি এবং টাইম টিভি পুরো অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে। এ ছাড়া আইবিটিভিসহ অন্যান্য গণমাধ্যম, ব্লগার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানটির প্রচার হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঠিকানা পত্রিকার এম এম শাহীন, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের সভাপতি শহিদুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল, শাহজাহান শেখ, ঞড়ৎরয়ঁষ ঐড়ংংধরহ ইধফধষ, এম এ আজিজসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানের শেষপর্যায়ে ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সুবহান এবং পরিচালক মাহবুবুর রহমান উপস্থিত অতিথি, বিতর্কে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী, গণমাধ্যমকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও আয়োজন সফল করতে সহযোগিতাকারী সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরে উপস্থিত অতিথিদের সানাই রেস্টুরেন্টের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ নির্বাচনকে সামনে রেখে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সচেতনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতি ও

৭ পৃষ্ঠার পর

ব্যয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। জরিপটি ৮ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিচালিত হয়। এতে ১ হাজার ২৩ জন এশীয়, নেটিভ হাওয়াইয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বংশোদ্ভূত প্রাপ্তবয়স্ক অংশ নেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে উঠে এসেছে। প্রায় ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা অর্থনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু বলেছেন এবং প্রায় ৮০ শতাংশ জীবনযাত্রার ব্যয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রায় ৭০ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

জরিপে আরও দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অর্থনীতি পরিচালনা নিয়ে এশীয় বংশোদ্ভূত প্রাপ্তবয়স্কদের সন্তুষ্টি কমেছে। প্রায় ২০ শতাংশ উত্তরদাতা তাঁর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, আর সামগ্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তবে জরিপের ফলাফল পুরো মার্কিন জনগোষ্ঠীর মতামত হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে না।

এশীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশি-আমেরিকানরাও রয়েছেন। যদিও জরিপটি বাংলাদেশি-আমেরিকানদের আলাদা করে প্রতিনিধিত্ব করে না, তবু এর বিষয়গুলো তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাড়িভাড়া, বাজারের খরচ, স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম, সন্তানের শিক্ষা এবং যাতায়াত ব্যয় অনেক পরিবারের বাজেটের ওপর প্রভাব ফেলে।

আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের আসনগুলোর জন্য ভোট হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা করনীতি, সরকারি ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন ও অভিবাসনসংক্রান্ত আইন নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবেন। ফলে ভোটারদের কাছে প্রার্থীদের অবস্থান ও প্রস্তাব যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। জরিপে ডেমোক্র্যাটদের অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা ও অভিবাসন ইস্যুতে রিপাবলিকানদের তুলনায় বেশি আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। তবে ডেমোক্র্যাট দলটির সামগ্রিক ভাবমূর্তি নিয়েও উত্তরদাতাদের মত বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো দলের প্রতি বেশি আস্থা থাকলেও তা পুরো দলকে সমর্থন করার সমান নয়। জরিপে ভুল তথ্য, ভোটারদের ভোটাধিকার বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং নির্বাচনের ফল নিয়ে আইনি চ্যালেঞ্জের আশঙ্কাও উঠে এসেছে। প্রায় অর্ধেক এশীয় বংশোদ্ভূত প্রাপ্তবয়স্ক প্রার্থী সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর বিষয়ে অত্যন্ত বা খুব উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশি-আমেরিকানদের জন্য এই জরিপের মূল বার্তা হলো, নির্বাচনের আগে স্থানীয় প্রার্থীদের অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, বাড়িভাড়া ও অভিবাসন বিষয়ে প্রস্তাব যাচাই করা প্রয়োজন। তবে জরিপটি কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে সমর্থন করার নির্দেশ দেয় না এবং নির্বাচনের ফলাফলও পূর্বনির্ধারিত করে না।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের দুই

৭ পৃষ্ঠার পর

তীব্র বা জোরালো অসন্তোষ প্রকাশ করা ভোটারের হার পৌঁছেছে ৪৬ শতাংশে।

জরিপের ধরণ: রক্ষণশীল বা কনজারভেটিভ ঘরানার সুপরিচিত জনমত জরিপকারী স্কট রাসমুসেনের পরিচালনাধীন 'আরএমজি রিসার্চ' ৫ থেকে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে ২,০০০ জন নিবন্ধিত ভোটারের ওপর নেপোলিটান নিউজ সার্ভিসের জন্য এই অনলাইন জরিপটি পরিচালনা করে।

মার্জিন অব এরর: নমুনায় ভুলের সম্ভাব্য মাত্রা (মার্জিন অব এরর) ছিল প্লাস বা মাইনাস ২.২ শতাংশ পয়েন্ট।

রাজনৈতিক চাপ ও নির্বাচনের পূর্বাভাস

পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন-ব্যালট পেপারে তাঁর নাম না থাকলেও তারা যেন ধরে নেন যে নির্বাচনে তিনি নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অর্থাৎ, রিপাবলিকান প্রার্থীদের ভোটাররা যেন তাঁর মতো করেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন, এমন কথা বলছেন তিনি।

গত কয়েক সপ্তাহে তিনি বারবার এই প্রচার বার্তাটি বারবার বলে যাচ্ছেন। এমন এক সময়ে তিনি এই বার্তা দিচ্ছেন, যখন প্রাক-নির্বাচনী বিভিন্ন আগাম পূর্বাভাস ও জরিপ মডেল ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে (প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেট) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দৌড়ে ডেমোক্র্যাটরাই স্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। নির্বাচনী পোর্টাল 'ভোটহাব'-এর ১৫ অক্টোবরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ দখলের সম্ভাবনা ৮৪ শতাংশ এবং সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা ৫৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রেডিকশন মার্কেটগুলোতেও ডেমোক্র্যাটদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (ইউনিফায়েড ডেমোক্রেটিক কন্ট্রোল) অর্জনের সম্ভাবনাই বেশি দেখা যাচ্ছে; যেখানে 'পলিমার্কেট'-এ তা ৬৩ শতাংশ এবং 'কালশি'-তে ৬২ শতাংশে কেনাবেচা হচ্ছে। অবশ্য এই আর্থিক সংখ্যাগুলো সরাসরি কোনো ভোট বা নিশ্চিত ফলাফল নয়, বরং বাজি ধরা ব্যক্তিদের সম্মিলিত অনুমানের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়।

কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার লড়াইয়ে নামা রিপাবলিকান প্রার্থীদের একদিকে যেমন ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকদের সংঘবদ্ধ করতে হচ্ছে, আবার অন্যদিকে দেশের ট্রাম্পবিরোধী জনমত আরও বিস্তৃত ও তীব্র হওয়ার কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া

তবে ট্রাম্পের এই নিম্নমুখী জনপ্রিয়তা নির্বাচনী মাঠে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে-এমন দাবি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ডেভিস ইঙ্গল নিউজউইককে এক বার্তায় বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে তাঁর 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' (মাগা) আন্দোলনের মাধ্যমে মার্কিন রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ এক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন-এ সত্যটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আর প্রেসিডেন্ট খুব ভালো করেই জানেন কীভাবে তার সমর্থকদের সাথে যুক্ত থাকতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "রিপাবলিকান পার্টির জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, সেরা বার্তাবাহক এবং অনন্য এক অনুপ্রেরণাদায়ী মুখ। কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে তিনি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

- দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউজউইক

জাপানকে টপকে বিশ্বের

১৩ পৃষ্ঠার পর

আয়বৈষম্য এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ভারতের অর্থনীতির সমপ্রসারণ দেশটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের গুরুত্ব বাড়াতে পারে। একই সঙ্গে বড় জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য কমানো এবং উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া দেশটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, জিডিপির পূর্বাভাস পরিবর্তনশীল। বিনিময় হারের ওঠানামা, প্রবৃদ্ধির গতি এবং পরিসংখ্যান সংশোধনের কারণে অর্থনীতির বৈশ্বিক অবস্থানেও পরিবর্তন আসতে পারে।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন









বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি



লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop
Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp
Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to
Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in
Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com



নিউইয়র্কে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ফান্ডরাইজিং ডিনার ২৪ অক্টোবর, লক্ষ্য প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের (জেএমসি) সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৪ অক্টোবর লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট মারিয়ট হোটেলে বিশেষ ফান্ডরাইজিং ডিনার আয়োজন করেছে প্রতিষ্ঠানটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও কার্যনির্বাহী কমিটি। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, উদ্দেশ্য ও বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরতে মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নিউইয়র্কে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সম্প্রসারণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং কমিউনিটির সদস্যদের একত্রিত হওয়ার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলাই এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।



আগামী ২৪ অক্টোবর (শনিবার) বিকেল সাড়ে ৫টায় নিউইয়র্কের ইস্ট এলমহার্স্টে অবস্থিত নিউইয়র্ক লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে বিশেষ তহবিল সংগ্রহ ও নৈশভোজে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় বক্তা শেখ উসমান বিন ফারুকের। অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইসলামি গবেষক শেখ ড. জাকির আহমেদ, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের প্রধান ইমাম আবু জাফর বেগ এবং প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ইমাম শামসি আলীকে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য জনপ্রতি ২৫০ মার্কিন ডলার এবং চার সদস্যের পরিবারের জন্য এক হাজার মার্কিন ডলার অনুদানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সংগৃহীত অর্থ জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সম্প্রসারণ প্রকল্প সম্পন্ন করার কাজে ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান বলেন, সম্প্রসারণের কাজ যে এতো দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান হারে ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে তা ধারণার অতীত ছিল। কাজ শুরুর আগে যে বাজেট করা হয়েছিল তা বহাল রাখা প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায়।

পরিকল্পিত কাজ শেষ করতে প্রায় চার লক্ষ ডলারের মধ্যে আরো প্রায় ১.৭ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।

তারা আশা করেন সবকিছু পরিকল্পনা মতো অগ্রসর হলে এবছর রমজানের আগে নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারি ও স্থানীয় কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন,তাঁদের প্রত্যাশা, এ উদ্যোগ শুধু কমিউনিটির একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ ধর্মীয়, শিক্ষামূলক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনায় গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আফতাব মান্নান। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ এম রহমান তুহিন, সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এ উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এ ছাড়া তহবিল সংগ্রহ কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন আসাবুর রহমান, মুহিবুল ইসলাম, সাইয়েদ রহমান লাবু, রশিদ রানা, নাসির উদ্দিন, আজহার হক ও শোয়েব বখত।





নিউ ইয়র্কে ১১ দিনের ব্যবধানে দুই ভাইয়ের মৃত্যু, শোকে পাথর মা-বাবা ও পরিবার

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে এক সন্তানের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু, আরেকজনের মৃত্যু হাসপাতালে-শোকস্তব্ধ পরিবার ও বাংলাদেশি কমিউনিটি। মৃত্যুর কাছে সব হিসাব-নিকাশ যেন এক মুহূর্তেই অর্থহীন হয়ে যায়। যে মা-বাবার পৃথিবীজুড়ে ছিল দুই সন্তানকে ঘিরে অসংখ্য স্বপ্ন, আশা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, মাত্র ১১ দিনের ব্যবধানে সেই দুই সন্তানকেই হারিয়ে আজ তাঁরা শোকের অতল গহ্বরে। মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় এক সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই আরেক সন্তানের চিরবিদায়-এ যেন একটি পরিবারের ওপর পরপর নেমে আসা সীমাহীন দুর্যোগ। নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে বসবাসরত বাংলাদেশি পরিবারটিতে নেমে এসেছে এই মর্মান্তিক বিপর্যয়। শাহ মো. আসাদের দুই ছেলে শাহ মো. আরদি ও শাহ মো. ওয়াদি মাত্র ১১ দিনের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের এমন অকালপ্রয়াণে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে গভীর শোকের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের বড় ছেলে শাহ মো. আরদি পেশায় একজন আইটি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। প্রিয় সন্তানের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যরা যখন শোকে মুহ্যমান, তখনই আরেকটি দুঃসংবাদ তাঁদের জীবনে নেমে আসে।

গত ১৪ অক্টোবর, বুধবার, দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে ছোট ছেলে শাহ মো. ওয়াদি নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস এলাকার মন্টিফিওর হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে জ্বরজনিত অসুস্থতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাত্র ১১ দিনের ব্যবধানে দুই সন্তানের মৃত্যুতে মা-বাবার জীবনে নেমে এসেছে এমন এক শোক, যার গভীরতা পরিমাপ করার ভাষা নেই। এক সন্তানের বিদায়ের ক্ষত শুকানোর আগেই আরেক সন্তানের চলে যাওয়া-এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নেওয়া যেকোনো মা-বাবার জন্য অসহনীয়। যে ঘরে দুই সন্তানকে ঘিরে ছিল আনন্দ, স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, সেই ঘরেই আজ বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা ও শোকের মাতম।

শাহ মো. ছাদেক, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদর সমিতি ইনকের সম্মানিত উপদেষ্টা এবং শাহ মো. তৌফিক মিয়া, চুনারুঘাট অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএর সভাপতি-দুজনই মরহুম দুই ভাইয়ের পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন। তাঁদের পরিবারের এই মর্মান্তিক শোকের খবরে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশিদের মধ্যেও শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। প্রবাসজীবনে স্বজন হারানোর বেদনা এমনিতেই গভীর। আর একই পরিবারের দুই সন্তানের এমন অকালপ্রয়াণ সেই বেদনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শোকসন্তপ্ত মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

এইচ-১বি ভিসায় কর্মরতদের ‘চুক্তিবদ্ধ দাস’ বলা

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রথম ধাপ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো এইচ-১বি ও অন্যান্য ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার জন্য আবেদন করতে সহায়তা করতে পারে। যেসব প্রতিষ্ঠানকে এই কর্মসূচি থেকে স্থগিত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফট, কগনিজ্যান্ট, ইনফোসিস, টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস (টিসিএস), উইপ্রো, এইচসিএল ও ক্যাপজেমিনি। এই স্থগিতাদেশ ঘোষণার সময় ভ্যান্স যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও বেশি আমেরিকান কর্মী নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘যে কাজ একজন আমেরিকান কর্মী স্বেচ্ছায় করতে আগ্রহী, সেই কাজের জন্য বিদেশ থেকে চুক্তিবদ্ধ দাস আমদানি করা বন্ধ করুন।’

‘অভিবাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য থাকতে হবে’: মন্তব্যের ব্যাখ্যা ভ্যান্সের

বিদেশি কর্মীদের ‘চুক্তিবদ্ধ দাস’ বলার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ভ্যান্স তার শ্বশুর-শাশুড়ির কথা বলেন। তিনি জানান, তারা দক্ষিণ ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হিসেবে এসেছেন। ভ্যান্স বলেন, ‘আপনারা জানেন, আমার পরিবারের শিকড় কোথায়। আমি আমার শাশুড়ি ও শ্বশুরকে ভালোবাসি। তারা দক্ষিণ ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করেছিলেন। তাদের মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি এখন দেশটির দ্বিতীয় নারী। তাকে নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং আমি তাকে খুব ভালোবাসি।’ তবে বিদেশি কর্মীদের প্রতি সম্মান দেখানো ও তাদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি আমেরিকানদের স্বার্থ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি। ভ্যান্স বলেন, ‘আমি মনে করি, যারা যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে অবদান রাখতে চান, তাদের আমরা সম্মান জানাতে পারি এবং স্বাগত জানাতে পারি। তবে একই সঙ্গে আমাদের এটাও বুঝতে হবে, কোনো বড় প্রতিষ্ঠান যদি এমন কাজ করে, তাহলে সেটি ন্যায্য হতে পারে না।’

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ‘ধরা যাক, কোনো প্রতিষ্ঠানের বাজারমূল্য এক ট্রিলিয়ন ডলার। প্রতিষ্ঠানটি একজন হিসাবরক্ষক নিয়োগ দিল। এরপর তারা বলল, তাদের বর্তমান কর্মীদের মধ্য থেকে ওই পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ একই সময়ে তারা আগে থেকেই বেতনভুক্ত একজন হিসাবরক্ষককে চাকরি থেকে বাদ দিল। এটি ন্যায্য আচরণ নয়।’ ভ্যান্সের দাবি, এ ধরনের ঘটনা অভিবাসী কর্মী এবং আমেরিকান কর্মী-উভয়ের জন্যই ভালো নয়। তিনি আরও বলেন, ‘আমি মনে করি, আমরা সঠিকভাবে এই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি। আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য থাকতেই হবে।’

ভ্যান্সের মন্তব্যের নিন্দা ভারতের

এর আগে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের মন্তব্যের নিন্দা জানায়। ভ্যান্স ভারতীয়সহ অন্যান্য দেশের পেশাজীবীদের ‘চুক্তিবদ্ধ দাস’ হিসেবে তুলনা করেছিলেন। ভারত এই মন্তব্যকে অযৌক্তিক ও অত্যন্ত আপত্তিকর বলে অভিহিত করে। ভারত আরও বলেছিল, টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস (টিসিএস) ও ইনফোসিসের মতো বড় ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের গ্রিন কার্ড-সংক্রান্ত আবেদনপ্রক্রিয়া স্থগিত করার সিদ্ধান্ত দুই দেশের অভিন্ন লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী।



দ্য অপটিমিস্টস'র ২৫ বছর পূর্তি ও 'এন্ডোমেন্ট ফান্ড' গঠন

পরিচয় ডেস্ক: বিগত ২৫ বছর ধরে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'দ্য অপটিমিস্টস' বাংলাদেশে হাজার হাজার এতিম ও দরিদ্র শিশুর পড়াশোনার খরচ, বই-খাতা এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ জোগাতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'শিক্ষার আলো ও আশার বার্তা নিয়ে ২৫ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন পথচলা'-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা সহায়তায় নিয়োজিত 'দ্য অপটিমিস্টস ইনক'-এর বাৎসরিক মিলনমেলা। সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১১ অক্টোবর রবিবার নিউইয়র্কের ফার্মিংডেলের 'দ্য রয়্যাল পাম' মিলনায়তনে এক বিশেষ ফান্ড রেইজিং এন্ড গেট টুগেদার অনুষ্ঠান দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে। প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সমাজসেবক, শুভানুধ্যায়ী এবং সংগঠনের আজীবন সদস্যরা এই ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।









অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মুল বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সৈয়দ জাকি হোসেন। তিনি সংগঠনের দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়িত্ব,আর্থিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'এন্ডোমেন্ট ফান্ড' গঠনের প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি বলেন,একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম শুধু নিয়মিত অনুদানের উপর নির্ভরশীল না রেখে আর্থিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্যেই 'এন্ডোমেন্ট ফান্ড' এর মাধ্যমে মূলধন সংরক্ষণ করা জরুরি। তবেই মানব কল্যাণে ব্যয় অব্যাহত রাখা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে সৈয়দ জাকি হোসেনের প্রস্তাবটি উপস্থিত দাতা, শুভানুধ্যায়ী ও সংগঠনের সদস্যরা আগামী পাঁচ বছরে পর্যায়ক্রমে ৫০ হাজার ও ২৫ হাজার ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাতাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সম্মান রেখে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়াও অপটিমিস্ট'র চলমান সিএসপি ও এস এস পি কর্মসুচির জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উদারভাবে অনুদান প্রদান করেন অনুষ্ঠানে। এই উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি মিলেছে। সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে ১০০০ ডলার করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই ধারা অব্যাহত রাখার অঙ্গিকার করেন।

সংগঠনের কো ফাউন্ডার ও বর্তমান চিফ কো অর্ডিনেটর মিনহাজ আহমেদ জানান, আমাদের মানবকল্যাণমুলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে এবং দ্য অপটিমিস্টস'র প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে নতুন 'এন্ডোমেন্ট ফান্ড' গঠন করেছি। এবারের ফান্ড রেইজিংয়ে 'এন্ডোমেন্ট ফান্ড'র জন্যে ২ লক্ষ ৬০ হাজারের ডলার প্রাপ্তির ঘোষণা এসেছে। অনুষ্ঠানে 'দ্য অপটিমিস্টস'র পক্ষ থেকে ৪জন বিশিষ্ট অবদানকারীকে সম্মাননা জানানো হয়। সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন লিয়াকত হোসেন, রাহাত হোসেন, ফকু চৌধুরী এবং আফতার গাঙ্গু। মহৎ এই অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগীতা করেছেন দ্য অপটিমিস্টস'র কো ফাউন্ডার ও ফার্স্ট মেম্বার মো: রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা, কো ফাউন্ডার ও বর্তমান চেয়ারম্যান শামীম আহমেদ,বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর প্রেসিডেন্ট ফাতেমা শাহাব রুমা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন সোহায়লা উদ্দিন।

এবারের বাৎসরিক আয়োজনে ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া এবং নজরুল ইসলাম যৌথভাবে স্পন্সর হিসেবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলেন 'রিভাইভিফাই'।





চট্টগ্রাম সমিতির উদ্যোগে পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালন এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

পরিচয় ডেস্ক: গত এগারোই অক্টোবর রবিবার নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনে সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে বাৎসরিক ঈদ এ মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালিত হয়েছে। এই ধর্মীয় আয়োজনের অনন্ত আকর্ষণ ছিল চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান।

বাদ মাগরিব মিলাদুন্নবী (সাঃ) এর ধর্মীয় আলোচনা এবং মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম।। মাহফিলের প্রধান মেহমান ছিলেন প্রবাসের প্রখ্যাত আলেম, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ব্রুকলিনস্থ বেলাল মসজিদের পেশ ইমাম মওলানা সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে মাহফিল শুরু হয় , কোরআন তেলওয়াত করেন চট্টগ্রাম সমিতির সুযোগ্য ক্রীড়া সম্পাদক জনাব মোহামেদ ঈসা। রসুলে নাত পেশ করেন চট্টগ্রামের আরেক কৃতি সন্তান, জনাব নওশাদ কামাল। তাঁর সুললিত কণ্ঠের নাত পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে অভিভূত করে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপকমিটির আহব্বায়ক মাস্টার মোহাম্মদ কলিমুল্লাহ এবং সদস্য সচিব জনাব তানিম মহসিন। আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুটি প্যানেলের নেতৃবৃন্দ মিলাদে অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন আজমল হোসেন কুনু, ফিরোজ আহমেদ,মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল , চট্টগ্রামের সন্তান, কোষাধক্ষ প্রার্থী নওশাদ হায়দার প্রমুখ।









"ইয়া নবী সালামালাইকা- ইয়া রসূল সালামালাইকা" এই সালামে দরূদের মধ্য দিয়ে মাহফিলের বয়ান করেন প্রধান মেহমান। তিনি বলেন - হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বিশ্বের নবী এবং শেষ নবী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর উম্মতদেরকে হেদায়েত করার জন্য নূর নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) কে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমেই নাজিল করেছেন শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ "আল কুরআন"। পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী (সাঃ) মানবকুলের এই শ্রেষ্ট সন্তানের, এই মহানবীর এই পৃথিবীতে আগমন এবং তিরোধানের ক্ষণকে উদযাপন করার মহা উপলক্ষ। মাহফিলে পবিত্র কোরানের নানা আয়াত থেকে পাঠ করেন এবং ব্যাখ্যা দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক দুইবারের সভাপতি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হানিফ, সমিতির সাবেক সভাপতি, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব শাখাওয়াত হোসেন আজম, সমিতির বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা কোষাধক্ষ জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম চৌধুরী, সমিতির সাবেক সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক, বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের সিনিয়র সদস্য মুনির আহমেদ চৌধুরী, সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপদেষ্ঠা জনাব মোহাম্মদ সেলিম, ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান কো-চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা, সমিতির কার্যকরী কমিটির সাবেক সদস্য কামাল হোসেন মিঠু, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য যথাক্রমে আবুল কাসেম চট্টলা,মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান ট্রাস্টি সদস্য সৈয়দ মোর্শেদ রিজভী চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বর্তমান ট্রাস্টি সদস্য জনাব আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ দিদারুল আলম , মোহাম্মদ জামাল চৌধুরী , মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ মতিউর রহমান চৌধুরী, সমিতির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খোকন কে চৌধুরী, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সাবেক সদস্য, বিশিষ্ট সমাজসেবক মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ চৌধুরী , সন্দীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির সভাপতি হাজি জাফরুল্লাহ, সমাজসেবক এঞ্জিনিয়ার ফজলুল হক, মিরাসসরাই সমিতির জনাব মোহামেদ কাওসার, মেজবাহউদ্দিন, সহ প্রমুখ ।।

প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিপুল সংখক চট্টগ্রামবাসী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং স্থানীয় এলাকাবাসীর অংশগ্রহণে মিলাদ প্রাঙ্গনটি উৎসবমুখর হয়ে উঠে। মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখ করার মতন। ঐতিহ্যবাহী মেজবানের টানে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে এসেছিলেন এবং উপস্থিত সকলে এই চাটগাইয়া মেজবান মন ভোরে উপভোগ করেছেন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে


আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Digital Travel
Astoria
Emirates
USA
Dhaka
17
Years
Trusted Service
Cancellation ও
Reschedule
সুবিধা রয়েছে
VISA SERVICES
SAUDI
UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমূহ
ওয়রার প্যাকেজ
ওয়রার ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
আমাদের অফিস: 25-78 31st Street, New York, NY-11102

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061





নিউ ইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল এ্যাপ এর মার্কেটিং ক্যাম্পেইন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বানিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পিএলসির এর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ গত ১৯৯৪ সাল থেকে তথা দীর্ঘ ৩২ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট এ বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসীদের মাঝে রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করছে।

গত ৬,অক্টোবর থেকে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর শাখা ভিত্তিক বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে মোবাইল এ্যাপ এর প্রচার-প্রচারনার জন্য মাসব্যাপী "বিজনেস প্রমোশনাল" ক্যাম্পেইন এর শুভসুচনা হয়েছে।



গত ১৪.অক্টোবর বুধবার জ্যাকসন হাইটস শাখায় উল্লেখিত প্রচার অভিযান উদ্বোধন করেন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব মোহাম্মদ মহসিন কবীর। তিনি জ্যকসন হাইটস শাখায় গ্রাহকদের সাথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর বিদ্যমান বিভিন্ন সেবাসমূহের সুবিধার কথা তুলে ধরেন। তিনি গ্রাহকদের সাথে মত বিনিময় এর পাশাপাশি সকলকে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর জনপ্রিয় মোবাইল এ্যাপটি কিভাবে আইফোন ও এনড্রয়েড ফোন এ ১-২ মিনিটের মধ্যে ডাউনলোড ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মূহূর্তের মধ্যে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন।

উপস্থিত অনেক গ্রাহকগনকে তাৎক্ষনিকভাবে এ্যাপটি ডাউনলোড ও রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন। সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল এ্যাপ দিয়ে বাংলাদেশে অর্থ পাঠানোর সময় শাখা অফিস সমুহে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো এড়াতে দিনের যে কোন সময় যে কোন জায়গা থেকে বিনা খরচে, ইউএস গভর্মেন্ট এর ১% রেমিট্যান্স ট্যাক্স ব্যতিত এবং কম্পিটিটিভ এক্সচেঞ্জ রেট এ বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর বিশেষ সুবিধার কথা জ্যাকসন হাইটস সকলের সামনে তিনি তুলে ধরেন। ক্যাম্পেইন চলাকালীন জ্যাকসন হাইটস শাখার ম্যানেজার জনাব কাজী মো: খালিদ বিন আজিজ, সিনিয়র ডাটা প্রসেসর জনাব মো: ইদ্রিস মোল্লা এবং শেখ ফারজানা পারভীন গ্রাহকদের সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ফরেন কারেন্সী রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ এর মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখার জন্য কোম্পানরি প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও উপস্থিত সকল বাংলাদেশী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রে

৯ পৃষ্ঠার পর

ইয়ুথ মুভমেন্ট' এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনপন্থি সংগঠনের আয়োজনে এই সমাবেশ ও পদযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান শুরুর পর তিন বছর পেরিয়ে গেছে।

ইসরায়েলকে সামরিক ও কূটনৈতিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে ওয়াশিংটনের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে আয়োজকরা ইসরায়েলের ওপর 'পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ' আরোপের দাবি জানান।

'প্যালেস্টাইনিয়ান ইয়ুথ মুভমেন্ট'র সদস্য নুহাত আক্কার আনাদোলুকে বলেন, ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে বিক্ষোভকারীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তিনি বলেন, আমরা এই গণহত্যাকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে মেনে নেব না। আমরা গাজা ও এই অঞ্চলের আমাদের জনগণের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছি যে, আমরা তাদের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব-শুধু গণহত্যা বন্ধের জন্যই নয়, বরং পূর্ণ মুক্তি ও নিজ ভূমিতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।

আক্কার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকেও ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো থেকে তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। তিনি জানান, ভার্জিনিয়ার রাষ্ট্রীয় অবসরকালীন থেকে এ ধরনের কোম্পানিতে থাকা ৩৯৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পেনশনের বিনিয়োগ প্রত্যাহারের জন্য তার সংগঠন প্রচার চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা চাই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এই অর্থ বিনিয়োগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিন।

কলকাতায় পূজামণ্ডপে পদদলিত হয়ে ১৭ জনের মৃত্যু

১৩ পৃষ্ঠার পর

ভেতর সাধারণ মানুষের প্রচুর ভিড় হয়। তখনই অনেকে পদদলিত হন। আহত সবাইকে উদ্ধার করে এমসিএইচ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" পদদলিত হয়ে ১৭ জনের মৃত্যু হওয়ার পর প্যান্ডেলটি এখন দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এক প্রত্যক্ষদর্শী বার্তাসংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, পদদলনের সময় অনেক মানুষ জ্ঞান হারান। এরপর তাদের মোটরসাইকেল ও অন্যান্য বাহনে করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি বলেছেন, "প্যান্ডেলে ঢোকার গেটটি অনেক সরু ছিল, বের হওয়ার গেটটিও সরু ছিল। ওই এলাকায় কোনো লাইটিংও ছিল না। আমার মেয়ে ও নাতি আহত হয়ে হাসপাতালে আছে।"

ঘটনার ভয়াবহতা বেশি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং মুখ্যসচিব মনোজ আগারওয়াল হাসপাতালে ছুটে গেছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মর্মান্তিক এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিউইয়র্কে হেনস্তা ও মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের সঙ্গে বিমানবন্দরে দুর্ব্যবহারের অভিযোগের প্রতিবাদে ব্রুকলিনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ও বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিউইয়র্কের জন এফ. কেনেডি (ঔঋক) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হেনস্তা এবং বাংলাদেশের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ও পরবর্তী গ্রেফতারের প্রতিবাদে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৪ অক্টোবর ২০২৬, বুধবার সন্ধ্যায় ব্রুকলিনের কেনসিংটন প্লাজায় "প্রবাসী নাগরিক সমাজ" এর উদ্যোগে এ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের আয়োজন ও নেতৃত্বে ছিলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা (ঔঅএচঅ)-এর যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি এস এম রহমতুল্লাহ এবং জেএসএফ (ঔঝঋ) সভাপতি হাজী আনোয়ার হোসেন।

এ ছাড়া সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অংশগ্রহণ করেন মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ, মাওলানা জাকির হোসেন, আশরাফুল হাসান, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ কাশেম এবং আব্দুল হুদা।



বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিউইয়র্কের ঔঋক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘিরে ধরে স্লোগান দেওয়া ও মৌখিক হেনস্তার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও একজন ব্যক্তির নিরাপত্তা, সম্মান ও মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা জরুরি। যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার যেমন স্বীকৃত, তেমনি কাউকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা হয়রানি করার অভিযোগও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

অন্যদিকে, ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানকে ঘিরে সৃষ্ট ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে বক্তারা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং গ্রেফতারের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা বলেন, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক জনপ্রতিনিধি কিংবা সাধারণ নাগরিক-প্রত্যেকের সমান আইনি অধিকার রয়েছে। কোনো নাগরিকের রাজনৈতিক পরিচয়, মতাদর্শ কিংবা ব্যক্তিগত অবস্থানের কারণে তাঁর ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়।

সমাবেশে বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের হয়রানি, দুর্ব্যবহার, অযৌক্তিক জিজ্ঞাসাবাদ এবং যাত্রীসেবার অব্যবস্থাপনার অভিযোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বক্তারা উল্লেখ করেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের অর্থনীতি, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। অথচ বিমানবন্দরে হয়রানির অভিযোগ তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করছে। এ ধরনের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করা জরুরি।

সমাবেশে উত্থাপিত প্রধান দাবি ও আলোচ্য বিষয়:

১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিউইয়র্কের ঔঋক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হেনস্তার ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান।

২. মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের সঙ্গে কথিত দুর্ব্যবহার ও তাঁর গ্রেফতারসংক্রান্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

৩. বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে প্রবাসী ও সাধারণ যাত্রীদের হয়রানি বন্ধ এবং নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ যাতায়াত নিশ্চিত করা।

৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ নাগরিক, সাবেক জনপ্রতিনিধিসহ সব নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা রক্ষা করা।

৫. রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

৬. প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকার রক্ষায় কার্যকর কূটনৈতিক যোগাযোগ, জনসচেতনতা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনসম্মত নাগরিক অ্যাডভোকেসি জোরদার করা।

অন্যায় ও হয়রানির বিরুদ্ধে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান

সমাবেশে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ বলেন, মানবাধিকার ও নাগরিক মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ কিংবা যুক্তরাষ্ট্র-যেখানেই হোক, যেকোনো ব্যক্তির সঙ্গে অপমানজনক আচরণ ও হয়রানির অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করতে হবে।

তাঁরা আরও বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের পক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশিদের শান্তিপূর্ণ এবং আইনসম্মত নাগরিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখা উচিত।

সমাবেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি উভয় ঘটনার অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা, নাগরিক অধিকার নিশ্চিত এবং প্রবাসীদের বিমানবন্দরকেন্দ্রিক হয়রানি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS





অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM



Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!



Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center



(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry



- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ওজনপার্কে কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের

৩৩ পৃষ্ঠার পর

গৌউস খান, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটিইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ নাসিম, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম ও আবু তাহের, কমিউনিটিঅ্যাক্টিভিষ্ট মিসবা আবদীন, খায়রুল ইসলাম খোকন, বিশিষ্ট সমাজসেবক নূর আহমেদ, কুমিল্লা সোসাইটিইউএসএ'র সভাপতি কাজী আসাদুল্লাহ, জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা জহির মোল্লা, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সামসুল আবদীন, প্রধান উপদেষ্টা জাকির চৌধুরী, প্রধানসমন্বয়কারী আব্দুল ওয়াদুদ, অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান আরিফ চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় অতিথিবৃন্দ সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতিও কুইন্স নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক চৌধুরী, সাবেক ছাত্রনেতা সরোয়ার হোসেন, 'কুনু-ফিরোজ'প্যানেলের সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি পদপ্রার্থী ও সোসাইটির বর্তমান সহ সাধারণসম্পাদক কালাম ভূঁইয়া, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মোর্শেদ আলম, কার্যকরী সদস্য আবুল বাশার ভূইয়া প্রমুখ।যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল পরিচালনা কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব মোহাম্মদআনোয়ার হোসেন ও ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচলনা কমিটির সদস্য সচিব মির্জা মাহমুদুল হাসান।

সভায় আজমল হোসেন কুনু আরো বলেন, সোসাইটিতে আগেও সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছি। কোন মিথ্যাপ্রতিশ্রুতি, আশ্বাস দেবো না। কমিউনিটির সেবায় যা করা দরকার তাই করবো, এজন্য সবার সহযোগিতা নেবো।বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেবো। তিনি বলেন, সোসাইটিকে গণমুখী করতে আগামীতে দেশের ৬৪ জেলার ৬৪ জনকে নিয়েউপদেষ্টা কমিটি গঠন করবো, দেশের ৮ বিভাগ থেকে আরো ৮ জনকে সম্পৃক্ত করে ট্রাষ্টি বোর্ড ২০ সদস্য বিশিষ্ট করাহবে।

ফিরোজ আহমেদ বলেন, পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। আমরাজবাবদিহীমূলক সোসাইটি গড়তে চাই। ইফতার মাহফিলের নামে অপচয় নয়, বরং অর্থ সাশ্রয় করে অনুষ্ঠান করারওপ্রতিশ্রুত দেন ফিরোজ আহমেদ। এছাড়াও তিনি আরো কবর ক্রয় করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বর্তমানকমিটি গত নির্বাচনে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাই সোসাইটির নেতৃত্বে পরিবর্তনদরকার। আর এই পরিবর্তনের জন্যই আমরা প্রর্থী হয়েছি।

জামাল উদ্দিন আহমেদ জনি বলেন, 'সেলিম-আলী' প্যানেলের কাছে গত নির্বাচনে অনেক প্রতিশ্রুতি শুনেছিলাম, তার কোন বাস্তবায়ন নেই। তিনি আবারো প্রশ্ন রেখে বলেন, ৯০ হাজার ডলার কিভাবে ইফতারে খরচ হয়, এতেজনগণের অর্থের অপচয় হয়েছে। তিনি আজমল হোসেন কুনু ও ফিরোজ আহমেদ-কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসেবেউল্লেখ করে ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল-কে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান।

সভায় বাবুল চৌধুরী কিভাবে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল-কে ভোট দিতে হবে তা উপস্থিত ভোটারদের কাছে তুলে ধরেন।

সভায় বক্তারা বর্তমান কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব দাবী, কবর ক্রয় করা না করার তীব্র সমালোচনা করেন এবং'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল-কে একটি যোগ্য প্যানেল হিসেবে উল্লেখ করে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজমল হোসেন কুনু ওজনপার্কের মানুষ, আমাদের ঘরের মানুষ, তাঁর সম্মান মানেই ওজনপার্কের সম্মান। তার সম্মানরাখতেই 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলকে জয় করতে হবে।

সভায় 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন জামাল আহমেদ জনি। প্যানেলের প্রার্থী হলেন: সভাপতি- আজমল হোসেন কুনু, সিনিয়র সহ সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি- আবুল কালাম ভূইয়া, সাধারণসম্পাদক-ফিরোজ আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ জামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আহমেদ আর চৌধুরী, জনসংযোগ ও প্রচারসম্পাদক- সৈয়দ গৌসুল হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- কয়েস আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মোর্শেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়কসম্পাদক- বেগম এম চৌধুরী, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক- কাজী আর হাসান এবং কার্যকরী সদস্য- আবুল বাশারভূইয়া, সিদ্দিক পাটোয়ারী, প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল বাছির, মাসুদুল হক ছানু, মোহাম্মদ কাওসার আলম ও মনিরুলইসলাম মনির। নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের পরবর্তী নির্বাচনী সভা ১৮ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যা ৭টায় ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে, ১৯অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে এবং ২৩ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় উডসাডেরগ্রলশান ট্যারেসে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সোসাইটি

৩২ পৃষ্ঠার পর

অংশগ্রহণ বৃদ্ধি: বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণ প্রজন্মকে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতি, সামাজিক কর্মকাণ্ড, নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া এবং নেতৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত করতে বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিবছর 'ইয়ুথ কনভেনশন' আয়োজন করবে। একই সঙ্গে সকল জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশি কমিউনিটির সামাজিক অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা আরো সুদৃঢ় করা হবে। মূলধারার রাজনীতিতে যারা অংশগ্রহন করবে বাংলাদেশ সোসাইটি তাদেরকে সমর্থন জানাবে।

৭. মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা:

বাংলাদেশি-আমেরিকান পরিবারের মেধাবী ও সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে বিশেষ শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। আমেরিকার স্বনামধন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে এবং অনুদানের মাধ্যমে উন্নতমানের কোচিং, শিক্ষামূলক দিকনির্দেশনা ও সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

নির্বাচিত হলে কুনু-ফিরোজ প্যানেল এমন একটি বাংলাদেশ সোসাইটি গড়ে তুলতে চায়, যেখানে থাকবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর নেতৃত্ব এবং সকল সদস্যের সমান মর্যাদা।

কুনু-ফিরোজ প্যানেলের অঙ্গীকার শুধু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, সম্মিলিত উদ্যোগ এবং ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য দৃশ্যমান ও দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করাই মুল লক্ষ্য।

পরিশেষে, কুনু-ফিরোজ প্যানেল

বিশ্বাস করে স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব। সাংবাদিকদের বক্তব্য, আলোচনা ও বুঝাপড়া আরো সুদৃঢ় হবে এবং কমিউনিটির বৃহত্তর স্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

পরবর্তীতে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ ও সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সাবেক চেয়ারম্যান এম আজিজ ।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সাবেক সভাপতি ও এবার সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে কাউকে ছোট করতে চাই না, তবে গঠনমূলকসমালোচনা করবো। হেল্প সেন্টার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা বিজয়ী হলে সোসাইটি ভবনেই পুনরায় হেল্প সেন্টার চালুকরবো, যার মাধ্যমে প্রবাসীরা সার্বিক সহযোগিতা পাবেন।

কবর প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কবর মানুষের অবশ্যই প্রয়োজন।বিজয়ী হলে নতুন করে কবর ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হবে। নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমান চলাচল প্রসঙ্গে তিনি বলেন , এটা বাংলাদেশ সরকারের করণীয় তবে কেন নিউ ইয়র্ক রুটে বিমান চালু হচ্ছে না সে ব্যাপারে আসল তথ্য জেনে উদ্যোগ নেবো এবং প্রয়োজনে প্রবাসীদের সাথে নিয়ে আন্দোলন করবো। সদস্য সংগ্রহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা ফর্ম ছাড়াও অলনাইনে সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবো। সভাপতির দায়িত্ব পালনের

দীর্ঘ ১০ বছর পর কেন পুনরায় তিনি সভাপতি পদে নির্বাচন করছেন এমন এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব আজমল হোসেন কুনু বলেন, সমাজ সেবার কোন সময়সীমা নেই। মানুষ ভালবেসেছেন এবং মনে করেছেন বলেই তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে ১০ বছর পর আবার সোসাইটির নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি আজীবন সমাজসেবাকরতে চাই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সোসাইটি সকল বাংলাদেশীর সংগঠন। কোন আঞ্চলিক সংগঠন নয়। আমারপ্রতিদ্বন্দ্বী শুধু সিলেটি-ই নন, তিনি আমার ব্যবসায়িক পার্টনার। তাই বলে কি আমরা নিজের মতো করে সমাজসেবা করতে পারবো না?

বাংলাদেশ সোসাইটির কবর প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেন, 'রব-রুহুল' কমিটি কবর ক্রয় করে কোন ক্ষতি না করলেও পরবর্তীতে আরো সংকট সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে সেই কবরের অর্থ ফেরৎ নিয়ে বর্তমান কার্যকরী কমিটি "লস" করেছেন। তিনি বলেন, পেন্ডামিকের সময় আমরা দেখেছি কবর কেনা কত জরুরী।

এক প্রশ্নের উত্তরে সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সাবেক চেয়ারম্যান এম আজীজ বলেন, আমি আমার সাথে কাউকে সমকক্ষ মনে করি না, মিথ্যাচার পছন্দ করি না।তবে যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে। ডে প্যারেড প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমারও প্রশ্ন সাউথ এশিয়ান প্যারেড করে আমরা কি পেলাম? সোসাইটি কার পারপাজ সার্ভ হয়েছে। সোসাইটির প্যারেড 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড' নামেই হওয়া উচিৎ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টা আলাউদ্দিন ভুলুএবং প্রার্থীদের মধ্যে সহ সভাপতি পদপ্রার্থী আবুল কালাম ভূইয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী সৈয়দ গৌছুল হোসেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী কয়েছ আহমেদ , ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী মোরশেদ আলম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী বি মেহেরচৌধুরী, কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী মাসুদুল হক ছানু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । ***সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।***

আদালতের আদেশ ছাড়াই গ্রিন

১৭ পৃষ্ঠার পর

(lawful permanent resident)। এছাড়া, তাদের চার সন্তান রয়েছে যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)-এর একজন মুখপাত্র নিউজউইককে বলেছেন: "আর্নেস্তো জুনিগা হিলারিও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া পাননি-এমন যেকোনো অভিযোগ মিথ্যা। জুনিগা হিলারিও ৬ সেপ্টেম্বর নীল কালিতে তার স্বেচ্ছায় দেশত্যাগের ফর্মে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি ১৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে মেক্সিকোতে ফিরে যান। আমাদের দেশের আইন ভঙ্গ করা সবসময়ই একটি ভুল সিদ্ধান্ত।"

সংস্থাটির ভাষ্য ওই ব্যক্তির আবেদনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ওই ব্যক্তি তার আবেদনে জানিয়েছেন যে, তিনি বারবার স্বেচ্ছায় দেশত্যাগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তিনি তার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ চেয়েছিলেন এবং একজন অভিবাসন বিচারকের সামনে হাজির হওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন।

ডিএইচএস (DHS) জানিয়েছে, ল্যাম্পাসাস কাউন্টি শেরিফ অফিসের ট্রাফিক তল্লাশির পর ৬ সেপ্টেম্বর জুনিগা হিলারক্ যুক্তরাষ্ট্রের 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট' (ICE) গ্রেপ্তার করে। সংস্থাটির ভাষ্যমতে, তিনি অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন-"অজানা কোনো এক সময়ে, পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করে।"

বুধবার (১৪ অক্টোবর) নিউজউইক ইমেইলের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির আইনি দলের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মন্তব্য জানতে চেয়েছে এবং এখন উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের গণ-নির্বাসন নীতির আওতায় এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে ভুলবশত মানুষকে নির্বাসিত করা হয়েছে অথবা আদালতের আদেশ অমান্য করে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভুলভাবে নির্বাসনের এই বিষয়গুলো নিয়ে ফেডারেল বিচারকরা প্রশাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন; এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, যেসব ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে।

মামলায় বলা হয়েছে যে, জুনিগা হিলারিওকে বহিষ্কার করার মতো কোনো আইনি ভিত্তি অভিবাসন কর্তৃপক্ষের ছিল না; কারণ তার ক্ষেত্রে দ্রুত বহিষ্কারের কোনো আদেশ ছিল না, কিংবা কোনো অভিবাসন বিচারকও এমন কোনো আদেশ দেননি। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে অতীতে অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল, তবে তিনি জানিয়েছেন যে, এর কোনোটির ফলেই তাকে দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়নি।

আদালতের নথিপত্র অনুযায়ী, জুনিগা হিলারিও যখন তার পরিবারের সাথে চিকিৎসার প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন অভিবাসন কর্মকর্তারা তাকে আটক করেন। পরবর্তীতে তাকে টেক্সাসের টেলরে অবস্থিত 'টি. ডন হাটো' (T. Don Hutto) নামের একটি আটক কেন্দ্রে রাখা হয়। আদালতে জমা দেওয়া নথিপত্রে মার্কিন অভিবাসন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE)-এর বন্দি শনাক্তকরণ সংক্রান্ত একটি নথিতেও তার আটকস্থল হিসেবে এই কেন্দ্রটির উল্লেখ রয়েছে।

আবেদনপত্র অনুযায়ী, আটক থাকাকালীন কর্মকর্তারা বারবার জুনিগা হিলারিওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় চলে যেতে চান কি না। তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান, কারণ তিনি তার বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং একজন অভিবাসন বিচারকের সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ পাওয়ার আশা করেছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, এর পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ তাকে একটি বাসে করে বিমানবন্দরে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে বিমানে করে মেক্সিকো সিটিতে পাঠিয়ে দেয়। তাকে তার বহিষ্কারাদেশের আইনি ভিত্তি নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোনো কার্যকর সুযোগ দেওয়া হয়নি। জুনিগা হিলারিও দাবি করেন যে, তার এই প্রস্থানটি স্বেচ্ছায় ছিল না।

মামলাটিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, জুনিগা হিলারিওকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া (ডিউ প্রসেস) থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁর আইনজীবীদের ভাষ্যমতে, কর্মকর্তারা যদি আগের কোনো বহিষ্কারাদেশ পুনর্বহাল করে থাকেন, তবে তাঁদের উচিত ছিল তাঁকে বিষয়টি জানানো এবং সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া; কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, এমনটা করা হয়নি।

আবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে, জুনিগা হিলারির ক্ষেত্রে বিচারিক এখতিয়ার সংক্রান্ত একটি জটিলতা তৈরি হতে পারে, কারণ মামলাটি দায়ের করার আগেই তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তার আইনজীবীদের যুক্তি হলো, এই মামলাটি ভিন্ন ধরনের; তাদের অভিযোগ, কোনো সুনির্দিষ্ট বহিষ্কারাদেশ ছাড়াই এবং এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কার্যকর সুযোগ না দিয়েই সরকার তাকে বহিষ্কার করেছে।

ভারত-চীনের ওপর ১০০% শুল্ক

৮ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছিল, ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ভারত সতর্ক করেছিল, এ ধরনের শুল্ক শুধু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নয়, আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এদিকে রাশিয়ার বিষয়ে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়েও আলোচনা চলছে। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার ওপর কঠোর শুল্ক আরোপের আইন তৈরি হলেও তা কার্যকরে অনাগ্রহ দেখাচ্ছেন ট্রাম্প। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে ডিজেল সরবরাহের জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে নতুন একটি চুক্তিও করেছে তাঁর প্রশাসন। চুক্তির আওতায় প্রথম দফায় যুক্তরাষ্ট্রের ৩ লাখ টন ডিজেল পাওয়ার কথা রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার এই ডিজেল চুক্তির সমালোচনা করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি এটিকে 'দুর্বল সিদ্ধান্ত' বলে অভিহিত করেছেন।

জবাবে ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন জেলেনস্কি। এ কারণে ইউক্রেনের নতুন প্রেসিডেন্ট বা নেতা বেছে নেওয়ার সময় এসেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৫৪০ দিনের "স্বয়ংক্রিয়" মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা বাতিল

১৬ পৃষ্ঠার পর

নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে যেসব বিদেশি কর্মী কাজের অনুমতির নবায়নের ওপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করছেন, তাদের আগেভাগে আবেদন করার পাশাপাশি নবায়ন প্রক্রিয়ার সময়সীমার প্রতিও সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে যাদের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি, তাদের ক্ষেত্রে নবায়নে বিলম্ব হলে কাজের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে

সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!

CHEF JALAL





We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি

CALL US NOW!
(347) 233-4710

176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি

২১ পৃষ্ঠার পর

এসেছেন? আমাদের বলুন, কেন এসেছেন?'

এক পর্যায়ে ওই ব্যক্তি বাংলাদেশে দুই লাখ মানুষকে গ্রেপ্তার এবং হাজার হাজার পুলিশ সদস্যকে হত্যার অভিযোগ তোলেন। তাকে বলতে শোনা যায়, 'আপনি আমার দেশে হাজার হাজার পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছেন। কেন এখানে এসেছেন? কেন এখানে এসেছেন?'

এ সময় সময় ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংসের অভিযোগও তোলা হয়।

ড. ইউনূসকে হেনস্থার অভিযোগ অস্বীকার করে এমদাদ চৌধুরী বলেন, 'আমি তাঁকে শারীরিকভাবে আক্রমন করিনি। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় ভদ্রভাবে প্রশ্ন করেছি। তাঁকে গালিগালাজ করিনি, গায়ে হাত তুলিনি, পানি ছিটাইনি কিংবা ডিমও মারিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, বিমানবন্দর চত্বরে হুইলচেয়ারে বসা অবস্থায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দিকে এগিয়ে এসে কিছু ব্যক্তি উচ্চ স্বরে স্লোগান দিচ্ছেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এ সময় তাকে উদ্দেশ করে 'ইউ আর আ টেররিস্ট' এবং 'হোয়াই ইউ কাম হিয়ার' বলে চিৎকার করতে শোনা যায়। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে নেন।

এর আগে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ড. ইউনূসের নিউইয়র্ক সফরের সময়ও জেএফকে বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগ-সমর্থক প্রবাসীদের বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। ওই সময় তার সফরসঙ্গীদের লক্ষ্য করেও স্লোগান দেওয়া হয় এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আখতার হোসেনের দিকে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে।

১.

'আওয়ামী সন্ত্রাসীদের' এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেওয়া হবে না -ড. ইউনূসের হেনস্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা

নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হেনস্তার অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সকালেই তিনি ড. ইউনূসকে হেনস্তার চেষ্টার বিষয়টি জানতে পেরেছেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ড. ইউনূস রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেই কারণেই তাকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সাপ্তাহিক সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন ডা. জাহেদ উর রহমান। এ সময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা, শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তন ও ভারত থেকে প্রত্যর্পণ, ড. ইউনূসকে হেনস্তার অভিযোগ, দিল্লিতে বিমসটেকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ, গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং পুলিশের মনোবল ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি।

জাহেদ উর রহমান বলেন, ড. ইউনূস ও তার অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে যৌক্তিক সমালোচনা করার অধিকার সবার রয়েছে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও অতীতে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তবে সমালোচনা করা এবং কাউকে প্রকাশ্যে হেনস্তা বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা এক বিষয় নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তার মতে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রতি একধরনের প্রতিশোধপরায়ণতা থেকেই এসব কর্মকাণ্ড ঘটছে। শুধু ড. ইউনূস নন, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও একই ধরনের আচরণের চেষ্টা হয়েছে বলে তিনি জানান। একইভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তি এবং জুলাই আন্দোলনের ছাত্র সমন্বয়কদের কেউ কেউ এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন উপদেষ্টা।

জাহেদ উর রহমান বলেন, 'এটা একেবারে স্পষ্টতই একটা সহিংসতা।' বিদেশের আইনগত পরিবেশের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হয়তো আরও বেশি সহিংস হয়ে উঠতে পারছেন না, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই প্রবণতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিদেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা

জুলাই আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশকারী একজন অভিনেত্রীকে বিদেশে হেনস্তার ঘটনার কথাও তুলে ধরেন তথ্য উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ওই অভিনেত্রী শুধু জুলাই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। সেই কারণে তাকেও বিরূপ আচরণ ও হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে 'আওয়ামী সন্ত্রাস' হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, এসব ঘটনা সরকার গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

জাহেদ উর রহমান বলেন, ওই অভিনেত্রীকে হেনস্তার পর শুরু হওয়া আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়টি তার জানা রয়েছে। তিনি বিদেশে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, তারা যদি ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালানোর চেষ্টা করেন, তাহলে তা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেওয়া হবে না। এসব ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করার প্রশ্নে সরকারের কোনও ঘাটতি থাকলে সেটিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান তিনি।

ড. ইউনূসকে হেনস্তার অভিযোগের ঘটনায় এক সাংবাদিক অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের বিভিন্ন ঘটনার প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি জানতে চান, আগের সরকারের আমলে এ ধরনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 'প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতো। তাহলে বর্তমান ঘটনার মূল্যায়ন কীভাবে করা হচ্ছে?

জবাবে জাহেদ উর রহমান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রেস সচিব অতীতে কোন ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার জবাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই দিতে পারবেন। তিনি অন্য কারও দেওয়া ব্যাখ্যার পক্ষে বা বিপক্ষে মন্তব্য করতে চান না। তবে বর্তমান ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে জুলাই আন্দোলন ও অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ আচরণের ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, অতীতের কোনও ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বর্তমানে সংঘটিত হেনস্তা কিংবা সহিংস আচরণকে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই।

ড. ইউনূসকে নিয়ে কিছু গণমাধ্যমের সংবাদ উপস্থাপন সরকারের নজরে

ড. ইউনূসসহ জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হেনস্তার ঘটনায় দেশের কিছু গণমাধ্যমের সংবাদ উপস্থাপন নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ব্রিফিংয়ে। এক সাংবাদিক অভিযোগ করেন, কোনও কোনও গণমাধ্যম এমনভাবে এসব ঘটনার সংবাদ প্রকাশ করে, যাতে মনে হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হেনস্তার যোগ্য ছিলেন।

এ বিষয়ে সরকারের নজরদারি রয়েছে কিনা, জানতে চাইলে জাহেদ উর রহমান বলেন, গণমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ উপস্থাপনের প্রবণতা সরকারের নজরে রয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের মধ্যেও এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করা পড়ে। তবে গণমাধ্যমের কোনও প্রতিবেদন বা ব্যাখ্যা পছন্দ না হলেই সরকারের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন আসে না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, প্রতিটি গণমাধ্যমেরই কোনও ঘটনাকে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। সেই স্বাধীনতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, কোনও ঘটনা নিয়ে অযৌক্তিক বা উদ্ভট ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হলে সেটি শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। তবে সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কেউ আইনি সীমা লঙ্ঘন করলে এবং তাতে কোনও ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আইনগত প্রতিকার চাইতে পারবেন। তিনি বলেন, এ ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য দেশের বিচারব্যবস্থা রয়েছে।

সরকারকে রাজস্ব বঞ্চিত করতে 'চেষ্টার কমতি রাখেনি' ড. ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণ

২০ পৃষ্ঠার পর

আদালত বলেন, গ্রামীণ কল্যাণ গ্রামীণফোনের কোনো শেয়ারহোল্ডার নয়। ফলে গ্রামীণ টেলিকমের কাছ থেকে পাওয়া অর্থকে লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই। চুক্তির আওতায় পাওয়া অর্থকে অন্যান্য খাতের আয় হিসেবে বিবেচনা করে সাধারণ হারে কর আরোপ করা আইনসম্মত।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আবদুস সামাদ আজাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ করবর্ষ পর্যন্ত পাঁচ বছরে গ্রামীণ কল্যাণের কাছে মোট ৬৬৬ কোটি ৯১ লাখ ৫২ হাজার ৩৭০ টাকা কর দাবি করা হয়েছে। পুনর্মূল্যায়নের পর কর কর্তৃপক্ষের নির্ধারণ করা এ করদাবির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে প্রতিষ্ঠানটি হাইকোর্টে পৃথক দুটি রিট করেছিল।

রায়ে আদালত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বকেয়া কর আদায়ে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে এ বিষয়ে দেওয়া স্থগিতাদেশও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০১১ সালের ১৩ এপ্রিল গ্রামীণ কল্যাণ ও গ্রামীণ টেলিকমের মধ্যে একটি ইক্যুইটি পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী, গ্রামীণ কল্যাণ গ্রামীণফোনের কোনো শেয়ার দাবি করতে পারবে না।

তবে গ্রামীণ টেলিকমের সঙ্গে চুক্তির আওতায় গ্রামীণফোনে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফার ৪২ দশমিক ৬৫ শতাংশ পেত গ্রামীণ কল্যাণ। এই অর্থ লভ্যাংশ হিসেবে দেখিয়ে কর সুবিধা নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে কর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির বিরোধ তৈরি হয়।

কর কর্তৃপক্ষের মতে, ওই অর্থ লভ্যাংশ নয়; বরং অন্যান্য উৎস থেকে আয়। ফলে এ অর্থের ওপর সাধারণ হারে কর প্রযোজ্য। অন্যদিকে, গ্রামীণ কল্যাণের দাবি ছিল, বিনিয়োগের বিপরীতে পাওয়া অর্থের কর আগেই পরিশোধ করা হয়েছে। নতুন করে কর আরোপ করা হলে দ্বৈত করের পরিস্থিতি তৈরি হবে।

তবে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, গ্রামীণ টেলিকমের দেওয়া অর্থের ওপর গ্রামীণ কল্যাণের নামে উৎসে কর কর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একইভাবে প্রতিষ্ঠানটির নামে সরকারি কোষাগারে কর জমা দেওয়ার বৈধ চালানও পাওয়া যায়নি। গ্রামীণ টেলিকমের নামে থাকা চালান দেখিয়ে গ্রামীণ কল্যাণ নিজেদের কর পরিশোধের দাবি করতে পারে না।

রায়ে ২০১৭-১৮ করবর্ষের একটি মামলার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন আদালত। ওই করবর্ষে কর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অর্থকে অন্যান্য খাতের আয় হিসেবে বিবেচনা করেছিল। এর বিরুদ্ধে গ্রামীণ কল্যাণ হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা করলেও পরে তা আর পরিচালনা না করার আবেদন করে। ২০২৩ সালের ৯ নভেম্বর মামলাটি খারিজ হয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ২০১৭-১৮ করবর্ষে ওই আয়কে অন্যান্য খাতের আয় হিসেবে মেনে নেওয়ার পরও আগের করবর্ষগুলোর কর দিতে না চাওয়ার বিষয়টি সাংঘর্ষিক। নথিপত্র ও প্রতিষ্ঠিত আইনি নীতির আলোকে গ্রামীণ কল্যাণের দাবির পক্ষে দাঁড়ানোর মতো কোনো যুক্তি নেই বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ রায়ে আদালত বলেন, গ্রামীণ কল্যাণ মীমাংসিত একটি বিষয় দীর্ঘায়িত করে সরকারকে ন্যায্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করতে চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি। আদালত এ কর্মকাণ্ডকে কর ফাঁকির ধ্রুপদী উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

আপিল করবে গ্রামীণ কল্যাণ

হাইকোর্টের রায়ের পর তা স্থগিত চেয়ে আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গ্রামীণ কল্যাণের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন। গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, রায়ের প্রত্যায়িত অনুলিপির জন্য আবেদন করা হয়েছে। অনুলিপি পাওয়ার পর আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন (লিভ টু আপিল) করা হবে।

তবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আবদুস সামাদ আজাদ জানিয়েছেন, হাইকোর্টের রায়ের প্রত্যায়িত অনুলিপি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী বকেয়া কর আদায়ের জন্য নোটিশ জারি করবে।

উল্লেখ্য, গ্রামীণ কল্যাণ ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি এর সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করে বলে তাদের ওয়েবসাইটে উল্লেখ রয়েছে। সংবাদ সুত্র ঢাকার দৈনিক কালবেলা

ক্ষমতার রাজনীতি ও আমলাতান্ত্রিক দুষ্টচক্রে জিম্মি বাংলাদেশের রাষ্ট্রসংস্কার বলেছে টিআইবি

২১ পৃষ্ঠার পর

সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ না করার মতো অবস্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রসংস্কার ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। সংবিধান সংশোধন কমিটির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন এবং একইভাবে আইন প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রসংস্কার বাস্তবে ক্ষমতাসীন জোটের একচ্ছত্র ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।'

তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে বর্তমান সরকার একটি বড় সংখ্যক আইনে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে যেসব অধ্যাদেশ সরকারের তথা নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতাকে অধিকতর জবাবদিহিহীনভাবে শক্তিশালী করেছে, সেগুলো পাস করা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব অধ্যাদেশ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিল, তা রহিত বা স্থগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমতার রাজনীতি ও আমলাতান্ত্রিক শক্তির যোগসাজশে জুলাই আন্দোলনের মূল অভীষ্ট, একটি জবাবদিহি ও দায়বদ্ধ সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হচ্ছে। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদ পতনের বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রধান রাজনৈতিক দলের দখলবাজি, চাঁদাবাজি ও দলীয়করণে "এবার আমাদের পালা"র লাগামহীন হাতবদল রাষ্ট্রসংস্কার ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নকে কার্যত অসম্ভব করে তুলেছে।'

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ রহিত করার মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রসংস্কারের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছে। সব রাজনৈতিক দল একমত হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংশোধন অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে বিল পাস না করে পূর্বের (২০০৪ সাল) আইনে ফিরে যাওয়ায় দুদক জন্মলগ্ন থেকে যে আস্থাহীনতার সংকটে ভুগছে, তা থেকে উত্তরণের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ রহিত করে এ সংক্রান্ত যে আইনটি সম্প্রতি পাস করা হয়েছে, তা একটি প্রকৃত স্বাধীন ও কার্যকর কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল লালিত জনআকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। অধিকন্তু, গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ বাতিল করে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী সংস্থাগুলোকে সুরক্ষা দিয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। র‍্যাব বিলুপ্তির কথা বলে নতুন নামে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সিংহভাগের জন্য দায়ী হিসেবে পরিচিত এ সংস্থাকে অধিকতর ক্ষমতায়িত করা হয়েছে।'

'অন্যদিকে, স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনে সবাই একমত হলেও কোনো উদ্যোগ নেই। দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সম্পদ-বিবরণী প্রকাশ এবং তা নিয়মিত হালনাগাদের বিধান বিষয়ে মতৈক্য হলেও বর্তমান সংসদ সদস্যরা শপথ নেওয়ার পর এ ধরনের নির্দেশনা বা চর্চার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। সার্বিকভাবে জুলাই আন্দোলনের পেছনে যে জনআকাঙ্ক্ষা ছিল, সরকার তার বিপরীতমুখী ভূমিকা নেওয়ার মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি ও দায়বদ্ধহীন ক্ষমতাকাঠামো প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে', যোগ করেন তিনি।

ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রশ্ন রাখেন, কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশনসহ ক্ষমতাকাঠামোকে জবাবদিহি ও দায়বদ্ধ রাখার সব সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ফলে যে পরিণাম, তার ভুক্তভোগী হওয়া স্বত্ত্বেও এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সরকারসহ রাজনৈতিক দলগুলো তা বিস্মৃত হলো কীভাবে?

তিনি বলেন, 'জুলাই সনদ মূলত কর্তৃত্ববাদী শাসনামলসহ বিগত সময়ের অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখেই প্রণীত হয়েছে এবং সরকারি দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য স্বত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থে তখন ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতান্ত্রিক একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চার মোহে সরকারি দল যেমন অভিজ্ঞতার বিপরীতমুখী পথ ধরেছে তেমনই বিরোধী জোটও মূলত দলীয় রাজনৈতিক ফায়দা অর্জনের তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে।'

'গণতন্ত্র, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কর্তৃত্ববাদী শাসনের পুনরাবৃত্তি রোধে জুলাই সনদ প্রণয়নে বাংলাদেশের বিভাজিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে নজিরবিহীন রাজনৈতিক মতৈক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল, রাষ্ট্রসংস্কারের অভিষ্ট অর্জনেও সব রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরূপ সদিচ্ছা ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর' আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি।

বিনা খরচে ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী নেবে মালয়েশিয়া, তালিকায় ৩৩৮ এজেন্সি

২১ পৃষ্ঠার পর

এজেন্সিকে তালিকাভুক্ত করতে সম্মত হয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। সব মিলিয়ে এজেন্সির সংখ্যা ৩৩৮টি।

মন্ত্রণালয় জানায়, তালিকাভুক্ত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো নিজেদের উদ্যোগে মালয়েশিয়ায় নিয়োগকর্তা খুঁজে বের করতে পারবে, চাকরির চাহিদাপত্র সংগ্রহ করতে পারবে এবং বাংলাদেশ থেকে কর্মী নির্বাচন করে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে ১০ হাজার কর্মী সম্পূর্ণ বিনা খরচে নেওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে মালয়েশিয়া। সরকারের মতে, এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশটির শ্রমবাজারে আরও উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক নিয়োগব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি নির্বাচন ও তালিকাভুক্ত করার বিধান রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে এজেন্সিগুলোর যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মালয়েশিয়ার সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা চালানো হয়। প্রধানমন্ত্রী তার প্রথম সরকারি বিদেশ সফরের জন্য মালয়েশিয়াকে বেছে নেন। সফরে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি।

মন্ত্রণালয় জানায়, মালয়েশিয়ার অনুমোদিত এজেন্সিগুলো চাকরির চাহিদাপত্র সংগ্রহ ও কর্মী নির্বাচন করবে। এরপর কলিং ভিসা, ই-ভিসাসহ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় বোয়েসেল ও তালিকাভুক্ত ২৫টি প্রসেসিং বা সার্ভিস এজেন্সি সহায়তা করবে। মালয়েশিয়ায় নিয়োগের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

প্রতিটি অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি নিজস্ব লাইসেন্সের অধীনে কর্মীদের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বোয়েসেল ও ২৫টি প্রসেসিং বা সার্ভিস এজেন্সি অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সিকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দিতে পারবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। মন্ত্রণালয় বলেছে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মীদের অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা থেকে সুরক্ষা দিতে হবে। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে দেশের আইন মেনে এবং কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেডিকেল সেন্টারের তালিকা চূড়ান্ত করবে দুই দেশ

মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারের তালিকা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া এখনো চলমান। বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, এ তালিকা চূড়ান্ত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় দেশের।

মন্ত্রণালয় জানায়, শ্রমবাজার দ্রুত চালুর স্বার্থে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান মেডিকেল সেন্টার পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছিল। তবে মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ প্রতিনিধি দলের সরেজমিন পরিদর্শনের পর নতুন তালিকার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার কথা রয়েছে।

এ প্রক্রিয়ায় সময় প্রয়োজন হওয়ায় মালয়েশিয়া সরকারের অনুমোদিত বিদ্যমান তালিকা থেকে বিতর্কিত ও অনিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল সেন্টারগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সেন্টারগুলোর মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব মালয়েশিয়ার তিন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসে নতুন নীতিমালার আলোকে মেডিকেল সেন্টার যাচাই-বাছাই করবে।

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত মেডিকেল সেন্টারগুলো বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ নিয়মিত যাচাই করবে। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য করা হবে। পর্যায়ক্রমে নতুন মেডিকেল সেন্টার তালিকায় যুক্ত করা হবে এবং সংশোধিত তালিকা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মালয়েশিয়ায় যেতে আগ্রহী কর্মীরা তালিকাভুক্ত ও অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন এবং অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারবেন। কোনো নির্দিষ্ট মেডিকেল সেন্টারকে এককভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হবে না।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার যে ক্ষতি করেছে, তা বর্ণনা দেওয়া যাবে না

২০ পৃষ্ঠার পর

কিছু লোক সাধারণ মানুষকে উসকে দিয়ে অকারণে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে বলছে। 'বট বাহিনী' মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়। সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচার চলছে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, মানুষকে স্বস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। মাদকের সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না। মাদকের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। দলের কেউ খারাপ কাজে জড়ালে তাকে বহিষ্কার করতেও প্রস্তুত রয়েছে দল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি এ ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা চান।

অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি অর্জুন গাছের চারা রোপণ করেন। এ ছাড়া পূজামণ্ডপে সরকারি সহায়তা প্রদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণ করেন। এ সময় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুরাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হুসনা, কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দেওয়ানগঞ্জ সার্কেল) জোনাঈদ আফ্রাদ, বকশীগঞ্জ থানার ওসি মকবুল হোসেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ মানিক সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম প্রিন্স, পৌর বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আনিছুজ্জামান গামা, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শাকিল তালুকদার, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবদুল্লাহ সওদাগর বিপ্লব, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শাহজাহান শাওন ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আশিকুর রহমান তুলন।

স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে পদত্যাগ;

৭০ পৃষ্ঠার পর

পদোন্নতির কথা তুলে ধরেছেন।

তবে তার দ্বিতীয় মেয়াদে, ট্রাম্প প্রশাসন ছেড়ে যাওয়া বেশিরভাগের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে, তার আটজন উচ্চপদস্থ নারী কর্মকর্তার অর্ধেকই হয় পদত্যাগ করেছেন, না হয় বরখাস্ত হয়েছেন। আর তাদের সবার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পুরুষরা। এছাড়া তার প্রশাসনের আরও বেশ কয়েকজন নারী স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেছেন।

গত শুক্রবার (১৬ অক্টোবর) প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফ-এবং এই পদে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম নারী সুজি ওয়াইলসকে সরিয়ে দেওয়ার খবর অস্বীকার করতে বাধ্য হন। ট্রাম্প দাবি করেন, 'তিনি দীর্ঘ সময় এখানেই থাকছেন'।

এদিকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ থেকে শুরু করে এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল পর্যন্ত বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পুরুষ কর্মকর্তা তীব্র সমালোচনা এবং বারবার পদত্যাগের দাবির মুখেও টিকে গেছেন এবং এখনও তাদের পদে বহাল রয়েছেন।

কেটি যাকারায়া

এই তালিকার সাম্প্রতিকতম নারী ভুক্তভোগী হলেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কেটি যাকারায়া , যাকে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় শুক্রবার বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর),তার প্রথম হোয়াইট হাউস প্রেস ব্রিফিংয়ে চরম ব্যর্থতার মাধ্যমে তার মেয়াদের এক উত্তাল সূচনা ঘটে।

এরপর বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারার কথা স্বীকার করার পর তার আইনি যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তাকে। তিনি একজন 'আইনজীবী' নাকি 'আইনজীবী প্রতিনিধি'-এ নিয়ে তৈরি হওয়া শব্দার্থ সংক্রান্ত মারপ্যাঁচ তাকে কঠিন ফাঁদে ফেলে দেয়।

যাকারায়া ক্যারোলিন লিভিটের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। লিভিট আগস্ট মাসে বলেন, তিনি তার ছোট সন্তান ও পরিবারকে আরও বেশি সময় দেওয়ার জন্য ২০ মাস দায়িত্ব পালনের পর স্বেচ্ছায় এই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ক্রিস্টি নোয়েম

বরখাস্তের তালিকায় পতন ঘটা প্রথম শিকার ছিলেন সাবেক ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম। তিনি ট্রাম্পের গণ-বহিষ্কার অভিযানের প্রধান মুখ ছিলেন, যতক্ষণ না গত ৫ মার্চ তাকে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আকস্মিকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তার মেয়াদকাল জুড়ে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি, যার বড় একটি কারণ ছিল মিনিয়াপোলিসে কেন্দ্রীয় অভিবাসন প্রয়োগকারী অভিযানে দুই মার্কিন নাগরিকের প্রাণহানির ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে সৃষ্টি হওয়া ক্ষোভ (যার মধ্যে একজনকে নোয়েম কোনো প্রমাণ ছাড়াই 'অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী' বলে আখ্যা দেন)। একই সময়ে ট্রাম্পের অভিবাসন এজেন্ডার প্রতি জাতীয় জনসমর্থনেও বড় ধস নামে।

মার্চ মাসে এক কংগ্রেসীয় শুনানিতে তার এক বক্তব্যে তিনি বলেন-ট্রাম্প নাকি অভিবাসীদের 'স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ' করতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২২ কোটি (২২০ মিলিয়ন) ডলারের একটি বিজ্ঞাপন প্রচার চুক্তিতে তার সম্মতির কথা জানতেন (যে বিজ্ঞাপনে নোয়েমকে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছিল)- ট্রাম্পকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করেছিল।

আর এটিই ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ধৈর্যের শেষ সীমা। এছাড়া নোয়েমের অধীনে সার্বিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা নিয়েও তীব্র সমালোচনা চলছিল, সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল তার উপদেষ্টা কোরি লেওয়ানডোস্কির প্রভাব নিয়েও-যিনি নোয়েমকে সরিয়ে দেওয়ার পর নিজেও পদত্যাগ করেন।

পরবর্তীতে নোয়েমকে তথাকথিত 'শিল্ড অফ দ্য আমেরিকা' জোটের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত মাসে সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে তিনি একটি অস্পষ্ট সংজ্ঞায়িত উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালন করছেন। আর স্বরাষ্ট্র সুরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মার্কওয়েইন মুলিন।

প্যাম বন্ডি

এরপরেই পতন ঘটে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ট্রাম্পের অনুগত প্যাম বন্ডির। ১৪ মাস দায়িত্ব পালনের পর তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিচার বিভাগের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এপস্টিন সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশের বিষয়টি সঠিকভাবে সামলাতে না পারায় প্রেসিডেন্টের মধ্যে তার ওপর ক্রমবর্ধমান বিরক্তি তৈরি হয়েছিল।

কোন কারণ ছাড়াই আমেরিকার

৭০ পৃষ্ঠার পর

কোলম্যান একমাত্র সহ-প্রস্তাবক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন।

এই আইনটি এমন আমেরিকান নাগরিকদের জন্য আইনি প্রতিকারের সুযোগ তৈরি করবে, যারা ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি বা তার পরে কোনো পরোয়ানা বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অভিবাসন কর্মকর্তা-

অথবা অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী অন্য কোনো আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার-দ্বারা গ্রেপ্তার বা আটক হয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

যদি কোনো আদালত বাদীর পক্ষে রায় দেয়, তবে এই বিল অনুযায়ী তাকে ৫,০০,০০০ ডলার প্রদান করতে হবে;

পাশাপাশি, গ্রেপ্তারের বা আটকের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিটি দিনের জন্য আরও ১,০০,০০০ ডলার করে প্রদান করতে হবে।

এছাড়া, মামলায় জয়ী বাদীরা তাদের আইনজীবীর যুক্তিসঙ্গত ফি ও খরচের অর্থ পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত নিষেধাজ্ঞা বা ঘোষণামূলক প্রতিকারও লাভ করতে পারবেন।

এনামুল হক এনাম গ্রেফতার

৭০ পৃষ্ঠার পর

বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

দীর্ঘ সময় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও তার "গ্রিনকার্ড" হয়নি বলে জানা গেছে তবে তার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

গত বুধবার (১৪ অক্টোবর) তাকে বাফেলো সিটি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীর সূত্রে জানা গেছে ।বাংলাদেশে এনামুল হকের বাড়ি কুমিল্লায়। যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর বেশ কয়েকবছর তিনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করছিলেন। পরে কয়েকবছর ভার্জিনিয়ায় থাকার পর বাফেলো চলে যান। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে তিনি একবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং দুটি কন্যা সন্তানেরও জনক।

অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, "অভিবাসনের বিধি লঙ্ঘন ব্যতীত এনামুলের কোনো অপরাধ ছিল না। তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে গত কয়েক দশকে বেশ কিছু তারকা শিল্পীকে 'স্পন্সর করে' যুক্তরাষ্ট্রে এনেছেন। সাড়া জাগানো অনুষ্ঠানও করেছেন। এর মধ্যে অনেক শিল্পীই পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গ্রিনকার্ডও পেয়েছেন এবং রীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বও নিয়েছেন। কিন্তু এনামুল হক তা করতে পারেননি।"

অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী আরো জানিয়েছেন, গত কয়েক মাসে বাফেলো সিটি থেকে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিসহ ৪ শতাধিক অবৈধ অভিবাসীকে ইমিগ্রেশন পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

'এত আমদানির পর এখন যুক্তরাষ্ট্রের

২১ পৃষ্ঠার পর

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা তাদের জোর দিয়ে বলেছি, বাংলাদেশ যখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এত বেশি আমদানি করছে এবং দুই দেশের সম্পর্ক যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এখন যদি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই সমর্থন না আসে, তাহলে আর কবে আসবে? আমরা যে সহায়তাগুলো আশা করছি, সেগুলো এখন আসা উচিত।

তিনি জানান, বাংলাদেশের এ অবস্থানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো একমত হয়েছে। তবে, প্রত্যাশিত সহায়তা বাস্তবে কতটা এবং কীভাবে পাওয়া যাবে, তা এখন দেখার বিষয়।

এতগুলো বোয়িং কেনা হচ্ছে, এখন মার্কিন সহায়তা বাড়া উচিত বললেন অর্থমন্ত্রী

"আমরা জোর করে তুলে ধরেছি (যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনায়) যে এখন যদি না আসে (সমর্থন) তো কবে আসবে।"

যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তির পাশাপাশি দেশটি থেকে তেল, গম ও নিত্যপণ্য আমদানি বাড়ানোর পর এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সহায়তা বাড়ার প্রত্যাশা করছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

তিনি বলেন, "আমরা জোর করে তুলে ধরেছি (যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনায়) যে এখন যদি না আসে (সমর্থন) তো কবে আসবে?

"এরকম একটা সম্পর্ক যেখানে বাংলাদেশ এতগুলো আমদানি করে। আমরা ব্যালেন্স অব পেমেন্টকে (আমদানি-রপ্তানির পার্থক্য) তারা যেটা কমাতে বলছে, কমানো হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এই সহায়তাগুলো আসা উচিত। তারা একমত হয়েছে, দেখা যাক কী হয়।"

বুধবার (১৫ অক্টোবর) থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চলমান আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সভায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার বিষয় সাংবাদিকদের সঙ্গে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এসব বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এখানে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সভা হয়েছে। 'ইউএস অ্যাসিস্ট্যান্স অন ডেট ম্যানেজমেন্টসহ' সামগ্রিক ইউএস-বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপর আলোচনা হয়েছে।

"...ইউএসএ এর পক্ষ থেকে যে বডিটা গ্রান্ট দেয়, তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে। ট্রেজারির সাথে সেটা আলোচনা হয়েছে। বিগত দিনে সেটা আমরা সেভাবে কোনো কিছু পাইনি। আমরা তাদেরকে বলেছি বাংলাদেশ-ইউএস রিলেশনশিপ যেখানে গেছে, যেখানে বাংলাদেশ অনেকগুলো উড়োজাহাজ কিনছে, তেল কিনছে, তারপরে আপনার সয়াবিন কিনছে, ভোগ্যপণ্য কিনছে, সেই ক্ষেত্রে আজকে সময় এসেছে ইউএসএ এর এই সমর্থনগুলো ইউএসএ এর পক্ষ থেকে আসা উচিত।"

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত বছর যে বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা করেন সেটির প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে।

Advanced
SENIOR CARE

ADVANCED SENIOR DAY CARE

DAY CARE SERVICE

We have strong connections with MLTC.

Anthem
SWH Senior Whole Health
VILLAGECAREMAX
And More







SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR



NIMME NAHAR
DIRECTOR

উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য

718 799 1007

- We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

CONTACT US

daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428


অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
anganhallny@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

চট্টগ্রাম সমিতির
সাধারন সভা ২০২৬

তারিখ : ১ নভেম্বর ২০২৬
রবিবার, বিকাল ৪:০০ টা।

স্থান : চট্টগ্রাম ভবন
৫৪৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ, ব্রুকলীন নিউ ইয়র্ক।

সভার আলোচ্য বিষয়:

১. সমিতির আয়-ব্যায়ের হিসাব
২. মামলা সংক্রান্ত
৩. কার্যকরী কমিটির মেয়াদ বর্ধিতকরণ
৪. সংবিধান সংশোধন
৫. বিবিধ

উক্ত সাধারণ সভায় চট্টগ্রাম সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাকে
উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

নিবেদক

মোহাম্মদ আবু তাহের
সভাপতি
917-775-4178

মোঃ তানিম মহসিন
সাংগঠনিক সম্পাদক
347-415-9369

মোঃ শফিকুল আলম
কোষাধ্যক্ষ
646-457-5746

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
646-932-4342

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America Inc.

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

SMG FUNDING



ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

বিআরআই থেকে জিডিআই :

৬৩ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দু'দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার বার্তা দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি চীনের সমর্থন অব্যাহত রাখার কথা জানান।

তারেক রহমানের সফর শেষে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটির চীনা প্রেসিডেন্টকে উদ্ধিতি দিয়ে বলেছিল, বিশ্বের পরিস্থিতি যতই পরিবর্তন হোক না কেন, চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সামগ্রিক দিকনির্দেশের প্রতি চীনের প্রতিশ্রুতি কখনো নড়বড়ে হবে না এবং চীন সবসময় বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য ভালো বন্ধু, ভালো প্রতিবেশী ও ভালো অংশীদার হয়ে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর নিয়ে কাজ করা সরকারের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, 'চীনের প্রেসিডেন্ট খোলাখুলি বলেছেন, তারা বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। তৃতীয় কোনো পক্ষের হস্তক্ষেপ বাংলাদেশে সহ্য করবে না চীন। এটা তো বড় সমর্থন, ব্ল্যাংক চেক।'

রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের 'ছক্কা'

সাবেক রাষ্ট্রদূত লি জিমিং-এর উত্তরসূরি হয়ে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় আসেন পেশাদার কূটনীতিক ইয়াও ওয়েন। আগামী সপ্তাহে তিনি ঢাকায় দায়িত্বের ইতি টানবেন। ঢাকায় তিন বছর নয় মাস অবস্থানকালে রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্ক এক অনন্য উচ্চতায় নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

গত জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বেইজিং সফরকালে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক নতুন ধাপে উন্নীত করার ঘোষণা এসেছে। দুই দেশ তাদের 'সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্ব' আরও এগিয়ে নিয়ে 'নতুন যুগের চীন-বাংলাদেশ অভিন্ন ভবিষ্যতের সম্প্রদায়' গড়ে তুলবে, যাতে দুই দেশের জনগণ আরও বেশি উপকৃত হয়।

রাষ্ট্রদূত ওয়েন ঢাকা দায়িত্ব সামলাতে এসে ২০২৪ সালের বিতর্কিত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন দেখেছেন, দেখেছেন জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান; শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতিসহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নানা ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষ করে-অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শাসনামল, এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপির সরকার গঠন খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

শুধু তাই নয়, এই সময়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-তিনজন সরকারপ্রধান বেইজিং সফর করেছেন।

রাষ্ট্রদূত ওয়েনকে মূল্যায়ন নিয়ে ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, 'চীনা রাষ্ট্রদূত খুব অ্যাক্টিভ। বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক উন্নয়নে তিনি প্রতিদিন কিছু না কিছু করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সুযোগ সন্ধানী ছিলেন। তার সময়ে বাংলাদেশের তিন সরকারপ্রধান বেইজিং সফর করেছেন, যা একজন রাষ্ট্রদূতের জন্য বিরল ঘটনা। তার সময়ে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের এত বেশি যোগাযোগ হয়েছে যে, মোটের ওপর যোগাযোগ বাড়তে বাড়তে সম্পর্ক অনেক উপরে চলে গেছে।'

উল্লেখ্য, আগামী ৩ অক্টোবর ঢাকা থেকে বিদায় নেওয়ার কথা রয়েছে রাষ্ট্রদূত ওয়েনের।

চীনা প্রেসিডেন্টেকে বাংলাদেশে আনতে চায় ঢাকা

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০১৬ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। অন্যদিকে, ২০২৪ জালের জুলাই থেকে ২০২৬-এর জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বেইজিং সফর করেছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, কৌশলগত সহযোগিতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা নিয়ে আগামী নভেম্বরের মধ্যে 'টু প্লাস টু' আলোচনার প্ল্যাটফর্মের প্রথম বৈঠকে বসবে বাংলাদেশ ও চীন। প্রথম বৈঠকটি প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এ কে এম শামসুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিতে পারেন।

এ ছাড়া, চলতি বছরে প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিবের চীনে একটি দ্বিপক্ষীয় সফর করার কথা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দুটি আলোচনার প্ল্যাটফর্মে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ তুলতে চায় ঢাকা।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, ' প্রেসিডেন্ট শিকে ঢাকা সফর করানো যায় কিনা, সেটা নিয়ে আমরা ভাবছি। আমরা চাইছি, উনি আসুক। উনি ২০১৬ সালে ঢাকা সফর করেছিলেন, ১০ বছর হয়ে গেল। 'টু প্লাস টু' আলোচনায় প্রেসিডেন্ট শি'র সফরের বিষয়টি তোলা হতে পারে। এ ছাড়া, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বেইজিং দ্বিপক্ষীয় সফরে গেলে এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে।'

বাংলাদেশের কাছে কী চায় চীন?

ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় বাংলাদেশের গুরত্ব রয়েছে চীনের কাছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে চীনের কাছে বাংলাদেশ একটা বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে চীনের অনেক উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ চীনের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে, ঋণ দিয়ে চীন সুদের টাকা পাচ্ছে; অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে চীনা ঠিকাদাররাই ওইসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার ফলে চীনা নাগরিকদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, চীনের বাংলাদেশে কূটনীতিটা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের। বাংলাদেশে তাদের অনেক প্রকল্প আছে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে চীন বাংলাদেশে যে সরকারই ক্ষমতায় আসছে তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছে। একটা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি-যখন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় চীন একদিকে যেমন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও সখ্য রেখেছে; ক্ষমতায় যে দলই আসুক তারা যেন তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। চীনের এখানে যতটা এনগেজমেন্ট রয়েছে তাতে বাংলাদেশেরও স্বার্থ রয়েছে, চীনেরও স্বার্থ রয়েছে।

সরকারের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, 'চীনের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে, ক্ষমতা আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের বন্ধু কম আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোতো তাদের বিপরীতে থাকে। আমাদের পুঁজি নাই, ক্ষমতাও নাই। কিন্তু আমরা একটাই দিতে পারি, সেটা হলো বন্ধুত্ব; এটাই আমরা বিনিময় করছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু যখন সামনে আসে তখন চীন চায় আমরা পাশে থাকি। এর বাইরে যদি চিন্তা করেন, চীনের এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ রয়েছে।'

এই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'মূলত, আন্তর্জাতিক ফোরামে আমাদের সমর্থন চায় চীন। চীনা প্রেডিডেন্ট শি জিনপিংয়ের যে চারটি বৈশ্বিক উদ্যোগ রয়েছে তার মধ্যে গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (জিডিআই), গ্লোবাল সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ (জিএসআই)-এ আমাদের সমর্থন চায় চীন। গত জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বেইজিং সফরে যেসব সমঝোতা সই হয় তার মধ্যে একটি জিডিআই। চীনের মূলনীতি তাইওয়ান ইস্যুতে আমাদের সমর্থন চায়, আমরা সেটাতে চীনকে সমর্থন করছি।'

সাবেক রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস বলেন, 'বৈশ্বিক রাজনীতিতে চীনের ভূমিকা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অর্থনীতির জন্য চীনের বিনিয়োগ, দেশটির বিশাল বাজার এবং চীনের আমদানির সাপ্লাই চেইন বজায় রাখা জরুরি। বাংলাদেশকে চীনের গুরত্ব দেওয়ার প্রধান কারণ ভৌগোলিক অবস্থান। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে চীনের কাছে বাংলাদেশ একটা গুরত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে চীনের অনেক উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। সব মিলিয়ে উভয় পক্ষের স্বার্থ রয়েছে, যার কারণে চীন সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিচ্ছে, বাংলাদেশও তাদের পাশে চাইছে।'

চীনের 'গভমেন্ট অব দ্যা ডে' নীতি

চীন সরকারের নীতি হলো-কোনো দেশে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তার সঙ্গে কাজ করা। যদিও বাংলাদেশে চীনের এই নীতির সমালোচনা

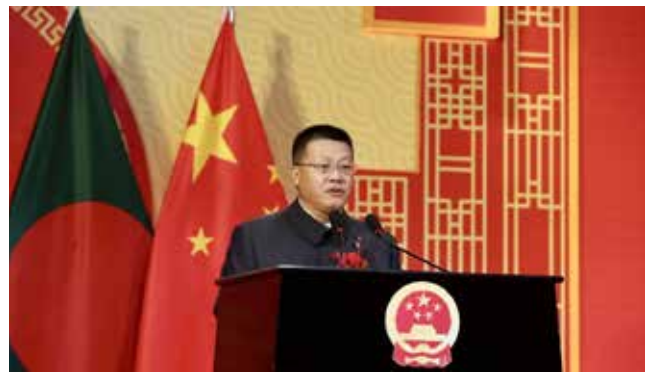

আছে। বিশেষ করে, ২০২৪ সালের একতরফা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারকে বৈধতা দিতে চীন দেরি করেনি। আবার সেই চীন শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি করেছে। বর্তমানে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক উপভোগ করছে বেইজিং।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, 'চীন স্মার্ট। ক্ষমতায় যেই আসুক তার সঙ্গে কাজ করে চীন, এটাই তাদের নীতি। যারা ক্ষমতায় আসবে, তাদের সঙ্গে কাজ করবে।'

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন, 'শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক একেবারে ভালো ছিল না, সেটা বলার সুযোগ নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গেও চীনের ভালো সম্পর্ক ছিল। চীন ভালো করে জানে অন্তর্বর্তী সরকার চলে যাবে, নতুন সরকার আসবে। সেজন্য চীন সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। এখন বিএনপি সরকারে আছে, তাদের সঙ্গে চীনের ভালো সম্পর্ক হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'চীন সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এটা নতুন নয়। সরকারি দল ছাড়া অন্য দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না, এটা চীন করে না। শুধু বাংলাদেশের ব্যাপারে নয়, অন্য দেশেও যখন তারা কাজ করে; তারা চেষ্টা করে সব দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। এখন সরকারের সঙ্গে তাদের ভালো সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে, অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নাই।'

'এক চীন' নীতিতে ঢাকার অবস্থানে বেইজিংয়ের স্বস্তি

বাংলাদেশ এক চীন নীতির প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ স্বীকার করে যে, পৃথিবীতে একটিই চীন রয়েছে, তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বেইজিং সরকারই সমগ্র চীনের একমাত্র বৈধ সরকার। বাংলাদেশ তাইওয়ানের স্বাধীনতার যে কোনো প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে এবং জাতীয় পুনঃএকত্রীকরণে চীনের উদ্যোগকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে, চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে।

এক চীন নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, 'চীনের মূল নীতি তাইওয়ান ইস্যুতে আমাদের সমর্থন চায়। বাংলাদেশ চীনের চাওয়াকে সমর্থন করে আসছে। তাইওয়ান ইস্যুতে খুব বেশি দেশ চীনকে সমর্থন করে না, আবার অনেক আছে করে; তবে অত না। আমাদের দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক আস্থা, বন্ধুত্ব এবং বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা চলমান রয়েছে সেই বিবেচনায় বাংলাদেশ এক চীন নীতির প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

চীনের এআই জোটে বাংলাদেশ

চীনের নেতৃত্বে গঠিত বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহযোগিতা সংস্থায় (ডব্লিউএআইসিও) প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষক হিসেবে যুক্ত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা আগস্টের শুরুতে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, সংস্থাটির প্রকাশিত উদ্দেশ্যে মধ্যে রয়েছে-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গভীরকরণ; বৈশ্বিকভাবে ডিজিটাল বিভক্তি কমিয়ে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের প্রসার; বৈশ্বিক এআইয়ে অগ্রগতির ক্ষেত্রে উন্মুক্ত, নিরপেক্ষ ও বৈষম্যমুক্ত পরিবেশকে সমর্থন এবং নতুন ও ক্রমবিকাশমান এই প্রযুক্তি যেন মানুষের জন্য উপকারী ও নিরাপদ থাকতে পারে, সে লক্ষ্য নিয়ে এআই রেগুলেশন তৈরির কাজ এগিয়ে নেওয়া।

চীনের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য নগরী সাংহাইকে সদরদপ্তর করে ১৬ জুলাই আন্তঃসরকার এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে ২৯ দেশকে সদস্য করে বিশ্ব এআই সম্মেলনের উচ্চ পর্যায়ের একটি সভায় এই জোটের ঘোষণা দেয় চীন।

চীনের 'ঋণের ফাঁদ' সত্যি নাকী জুজুর ভয়?

গত এক দশক ধরে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে চীন। কোনো প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ, কোনোটার কাজ এখনো চলছে। এসব প্রকল্পে চীনের ঋণে উচ্চ সুদের কথা বলা হয়। বেশিরভাগ চীনা ঋণ প্রকল্পের সুদের হার ২ শতাংশের মতো। আর ঋণ আনুমানিক ১৫ বছরে পরিশোধ করার শর্ত থাকে। জানতে চাইলে চীনের ঋণের ফাঁদ নিয়ে সরকারের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, 'বাংলাদেশে অনেক চীনা প্রকল্প আছে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বা বিআরআই প্রকল্পসহ নানা প্রকল্প আছে। চীন ঋণ দিচ্ছে, আমরা আমাদের প্রয়োজনে নিচ্ছি। ওরা আমাদের ফাঁদে ফেলে দখল করবে এ রকম চিন্তা মনে হয় না। আমরা কোন প্রকল্পে ঋণ নিব, সেটা থেকে কি রিটার্ন আসবে সেই বিবেচনায় ঋণ নেওয়া হয়। রিটার্ন আসলে তো ফাঁদ হলো না। এটাতো আমার দায়িত্ব দেখা।'

এই কর্মকর্তা আরও বলেন, পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল থেকে তো টাকা আসছে, মেট্রো রেলেতো অনেক বড় প্রভাব পড়েছে। আমরা যদি এমন কিছু করে পেলি যেখান থেকে রিটার্ন আসবে না, এটা তো আমাদের বোকামি। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা যদি সতর্ক থাকি তাহলে শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা আমাদের হওয়ার কথা না।'

চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বলেন, 'আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় চীনের ঋণের ফাঁদের কথা শুনি। বিশেষ করে আমাদের সামনে শ্রীলঙ্কার উদাহরণটা চলে আসে। তবে আমরা এখনো সেই রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়িনি। প্রকল্প নির্বাচনে সাবধান হলে আমার মনে হয় না আমাদের ভয়ের কিছু আছে।'

বাংলাদেশে উল্লেখ্যযোগ্য চীনা প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে- পদ্মা সেতু, পদ্মা রেল (ঢাকা-মাওয়া-যশোর), কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন, পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র, দাসেরকান্দি পয়োবর্জ্য শোধনকেন্দ্র, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নজরদারি সফটওয়্যার, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু ও চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র।

শূন্য শুল্কের পরও বাণিজ্য ঘাটতি

চীনের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে একটি বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে। চীন ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রায় সব ট্যারিফ লাইনে শূন্য শুল্ক সুবিধা কার্যকর করেছে। বাংলাদেশও এই সুবিধা পাচ্ছে। এ সুবিধা পাওয়ার পরও এখনো দু'দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমেনি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানি ছিল প্রায় ১৮ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। একই সময়ে চীনে বাংলাদেশের রফতানি হয়েছে মাত্র ৬৯৪ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। ফলে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় প্রায় ১৭ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানি ছিল প্রায় ১৮ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। একই সময়ে চীনে বাংলাদেশের রপ্তানি হয়েছে ৬৯৪ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন ডলার। ফলে ওই অর্থবছরে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় প্রায় ১৭ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার। তবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসেব বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে চীনের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়ে প্রায় ৮২১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় ভাষায় গুরত্ব পাচ্ছে চীনের 'মান্দারিন'

চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় ভাষা শিক্ষা চালু করা হচ্ছে। যার মধ্যে মান্দারিনকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ কথা জানান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক আবদুল্লাহ-আল-মামুন।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ-আল-মামুন বলেন, 'মান্দারিনকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ভাষা হিসেবে বিবেচনা করায় চীনের দূতাবাসের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা চীনা ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। একইসঙ্গে চীনা শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদদের বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হবে।'

তিন মাসে বাংলাদেশে বিদেশি

২৪ পৃষ্ঠার পর

অর্থবছরে অক্টোবরের ১৩ দিনে ১৪০ কোটি ৫০ লাখ ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে, যা গত অক্টোবরের একই সময়ের চেয়ে ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ বেশি।

২০২৫ সালের অক্টোবরের এই ১৩ দিনে এসেছিল ১২৭ কোটি ডলার।

সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের তিন মাস ১৩ দিনে এসেছে ৯৯৯ কোটি ৭০ লাখ ডলার। গত ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের একই সময়ে এসেছিল ৮৮৫ কোটি ৬০ লাখ ডলার।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরে ২৭৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। অগাস্টে এসেছিল ২৯৬ কোটি ৬৬ লাখ ডলার এবং প্রথম মাস জুলাইয়ে আসে ২৮৫ কোটি ৮৭ লাখ ডলার।

অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩ হাজার ৫৫৯ কোটি (৩৫.৫৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশীরা। ১২ মাসের মধ্যে ছয় মাসই ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি এসেছিল।

রেমিটেন্সের উপর ভর করে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভও বাড়ছে। বুধবার (১৪ অক্টোবর) দিন শেষে বিপিএম-৬ হিসাবে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার। গ্রস বা মোট হিসাবে যা ছিল ৩৬ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার।

স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ করল

১২ পৃষ্ঠার পর

গত সোমবার আজারবাইজানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন ইউনিফর্ম নিয়ম কার্যকর করতে শুরু করে এবং হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের স্কুল থেকে ফিরিয়ে দেয়। রাজধানী বাকু এবং মাসালি ও জাল্লিলাবাদের মতো বেশ কয়েকটি দক্ষিণের জেলায় সরকারি স্কুলগুলোর বাইরে বিক্ষোভ শুরু হয়।

দেড় কোটি জনসংখ্যার এই তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী দেশটিতে বিক্ষোভ বিরল ঘটনা। আজারবাইজান একটি সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং সরকার এটি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করে।

প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ২০০৩ সাল থেকেই ক্ষমতায় আছেন এবং ভিন্নমতের প্রতি তার কোনো সহনশীলতা নেই। বিরোধী রাজনীতিবিদ ও অনেক স্বাধীন সাংবাদিক এখন কারাগারে বন্দি।

আজারবাইজান তার দুই প্রতিবেশী-তুরস্ক এবং ইরানের মাঝখানে অবস্থিত। আজারবাইজানিরা একটি তুর্কি গোত্রভুক্ত জাতি এবং তাদের ভাষা তুর্কি ভাষার খুব কাছাকাছি। তুরস্ক দেশটির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র।

তবে দক্ষিণের প্রতিবেশী ইরানের মতো আজারবাইজানও প্রধানত শিয়া অধ্যুষিত-এখানকার অর্ধেকের বেশির (৬০ শতাংশের বেশি) মানুষ নিজেদের শিয়া মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেন, অন্যদিকে অধিকাংশ তুর্কি নাগরিক সুন্নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিয়ম মানতে বাধা দেওয়া এবং 'জনশৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করার' অভিযোগে তারা সোমবার ৩৭ জনকে আটক করেছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর অনুমোদিত এই নিয়মগুলোতে সরকারি স্কুলগুলোতে 'শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির' সাথে সাংঘর্ষিক পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এতে সরাসরি হিজাবের কোনো উল্লেখ নেই। গত ৬ অক্টোবর শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের নির্দেশিকা সম্প্রসারিত করা হয়।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বাকুর উপকণ্ঠে বালাখানি এলাকার ৬৯ নম্বর স্কুলের বাইরে শিক্ষার্থীরা একটি ব্যানার ধরে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে লেখা রয়েছে, 'হিজাব কারো শিক্ষা অর্জনে বাধা নয়।'

রাজধানীর মাসতাগা এলাকার একটি স্কুলের বাইরে বিক্ষোভ করার সময় শাহিজা হুসেইনোভা নামের এক মাকে মঙ্গলবার আটক করা হয়।

জার্মানিভিত্তিক স্বাধীন আজারবাইজানি ভাষার চ্যানেল 'মেইদান টিভি'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হুসেইনোভা স্বামী আগা জানান, তাকে একটি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, 'হয় আপনার সন্তানের হিজাব খুলে স্কুলে পাঠান, নয়তো জেলে যান।'

মঙ্গলবার "লেইলিকে স্কুলে যেতে দাও" নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করা ইলকিন হুসেইনোভ নামে এক অ্যাক্টিভিস্টের সাথেও তার বন্ধুরা যোগাযোগ করতে পারছেন না। এই প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে ক্লাসে ঢুকতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকদের মাধ্যমে বিনামূল্যে পাঠদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

এক বন্ধুর বরাতে জানা গেছে, বুধবার বিকেল চারটার দিকে বাকুর বাসা থেকে কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তির সাথে বের হয়ে যান হুসেইনোভ, আর তারপর থেকেই তার ফোন বন্ধ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি, তবে বন্ধুদের ধারণা তাকে আটক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্ল্যাটফর্মটির ইনস্টাগ্রাম পেজটিতেও আর প্রবেশ করা যাচ্ছিল না।

বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে গ্রাহকেরা ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) ব্যবহার ছাড়া ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকে প্রবেশে সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

বেশিরভাগ বিক্ষোভই হয়েছে বাকুর দূরবর্তী এলাকার ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল লোকালয়গুলোতে এবং ইরানের সাথে ৭৬৫ কিলোমিটার (৪৭৫ মাইল) সীমান্ত সংলগ্ন দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে।

ইরানের ধর্মীয় প্রভাব নিয়ে কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। কেননা খোদ আজারবাইজানের চেয়েও বেশি সংখ্যক আজারবাইজানি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ইরানে বসবাস করে।

১৩ অক্টোবর রাতে আজারবাইজানের স্পেশাল কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সিকিউরিটি সার্ভিস জানায়, একটি "বিদেশি হ্যাকার গোষ্ঠী" ১০০টিরও বেশি সরকারি ওয়েবসাইটে হামলা চালিয়েছে।

'৩১৩ টিম (সাইবার ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স)' নামে একটি ইরানপন্থি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। আজারবাইজানি কর্মকর্তারা এসব নিয়মের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। দেশটির সংসদ সদস্য নিগার আরপাদরাই ১নিউজ.এজেড ওয়েবসাইটকে বলেন, শিশুরা নিজেরা হিজাব পরার সিদ্ধান্ত নেয় না, বরং পরিবারের প্রভাবের কারণেই তা পরে থাকে।

তিনি বলেন,ও একটি শিশুর ধর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে না। এটি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদেরই একটি সচেতন অধিকার। এই বিবাদ এখন বাকুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র তুরস্কেও ছড়িয়ে পড়েছে-যে দেশটি নাগর্নো-কারাবাখ নিয়ে আর্মেনিয়ার সাথে ২০২০ সালের যুদ্ধে আজারবাইজানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল।

দেশ দুটি নিজেদের "এক জাতি, দুই রাষ্ট্র" বলে অভিহিত করে থাকে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেসেপ তায়িপ এরদোয়ান একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং তিনি একটি "ধার্মিক প্রজন্ম" গড়ে তোলার কথা বলে আসছেন।

তার প্রধান উপদেষ্টা ওকতাই সারাল আজারবাইজানের এই বিধিনিষেধকে "অগ্রহণযোগ্য" বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই "ভুল সিদ্ধান্তের পথ থেকে সরে আসার" জন্য বাকুর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এক্স-এ সারাল লেখেন, 'হিজাব কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়; এটি একজন মানুষের বিশ্বাসের তাগিদ!' তুরস্কের ক্ষমতাসীন এক পার্টির কয়েকজন সংসদ সদস্যও এই সুরে সুর মিলিয়েছেন।

হিজবুত তাহরীরের সাথে সম্পৃক্ত একটি ইসলামপন্থী সংগঠন 'কোকলু দেগিসিম' আঙ্কারায় আজারবাইজানের দূতাবাসের সামনে এবং রক্ষণশীল ইসলামপন্থী গোষ্ঠী 'অজগুর-দের' ইস্তাম্বুলে আজারবাইজানের কনস্যুলেটের সামনে ছোট আকারের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

প্রেসিডেন্ট আলিয়েভের 'নিউ আজারবাইজান পার্টি' তুর্কি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে "প্রকাশ্যে মানহানিকর" তথ্য প্রচার এবং "ভিত্তিহীন অভিযোগ"-এর তোপ দাগার দায় চাপিয়েছে। ওকতাই সারালের মন্তব্য দুদেশের সম্পর্কে ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি করছে বলে সতর্ক করে দিয়ে দলটি আজারবাইজানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে হুশিয়ারি দিয়েছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে ইলহাম আলিয়েভ নিজেই বলেছিলেন, 'কারো উচিত নয় আমাদের জীবনযাত্রার ওপর নাক গলানো।'

এই বিরোধের পেছনে টানাপোড়েনের অন্য কোনো কারণও লুকিয়ে থাকতে পারে। তুর্কি বিক্ষোভকারীরা হিজাব বিধিনিষেধের সাথে ইসরায়েলের সাথে আজারবাইজানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। উল্লেখ্য, ইসরায়েল বাকুর কাছে অস্ত্র বিক্রি করে এবং তাদের কাছ থেকে তেল কিনে থাকে।

গাজা ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের সাথে তুরস্কের সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি হলেও আজারবাইজান উভয় দেশের সাথেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।

তবে এই ভারসাম্য রক্ষা করা বেশ কঠিন এক চ্যালেঞ্জ। বৃহস্পতিবার আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজাক হারজোগ বক্তব্য দেয়ার সময় তুরস্ক, ইরান ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি দল হল ত্যাগ করে বেরিয়ে যায়।

তিন মাসে বাংলাদেশে বিদেশি

২৪ পৃষ্ঠার পর

চলতি পঞ্জিকা বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে মোট এফডিআই এসেছে ১১১ কোটি ৩২ লাখ ডলার। এর মধ্যে ৭৬ কোটি ৬৩ লাখ ডলার ফেরত নিয়ে গেছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। এতে করে নিট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪ কোটি ৬৯ লাখ ডলার।

অপরদিকে ২০২৫ সালের একই সময়ে মোট ১০৯ কোটি ৪৭ লাখ ডলারের এফডিআই এসেছিল দেশে। এর মধ্যে ৭৮ কোটি ৭১ লাখ ডলার ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন বিনিয়োগকারীরা। ওই হিসাবে ওই সময়ে নিট এফডিআইয়ের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৭৬ লাখ ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে নিট নতুন বিনিয়োগ বা ইক্যুইটি এসেছে ৭ কোটি ৭৪ লাখ ২০ হাজার ডলার। গত বছরের একই সময়ে ইক্যুইটি এসেছিল ৮ কোটি ১৩ লাখ ডলার।

এছাড়া এই তিন মাসে নিট এফডিআই ২৬ কোটি ৯ লাখ ডলার এসেছে পুনর্বিনিয়োগ আয় থেকে। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ১৬ কোটি ৮২ লাখ ডলার।

আর আন্তকোম্পানি ঋণ থেকে এসেছে ৮৬ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ৫ কোটি ৮১ লাখ ডলার।

এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে আগের বছরের একই সময় থেকে নিট নতুন বিনিয়োগ কমেছে ৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আন্তকোম্পানি ঋণ থেকে বিনিয়োগ কমেছে ৮৫ দশমিক ১৭ শতাংশ।

তবে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে নিট বিনিয়োগ ৫৫ দশমিক শূন্য শূন্য আট শতাংশ বেড়েছে।

বাংলাদেশের এফডিআইয়ের বড় অংশই আগে থেকে দেশে বিনিয়োগ করা কোম্পানির আয় পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে আসে।

প্রথম প্রান্তিকের চেয়ে কম ২২.৪৪%

এই বছরের প্রথম প্রান্তিকে অর্থাৎ জানুয়ারি-মার্চ সময়ে মোট ১১০ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের এফডিআই এসেছিল দেশে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ৬৫ কোটি ৭০ লাখ ডলার ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। সেই হিসাবে গত জানুয়ারি-মার্চ সময়ে নিট এফডিআই এসেছিল ৪৪ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় যা ছিল ৪৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ কম।

হিসাব বলছে, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকের চেয়ে দ্বিতীয় প্রান্তিকে নিট এফডিআই ২২ দশমিক ৪৪ শতাংশ কমেছে।

২০২৫ সালের এই তিন মাসে মোট ১৫৭ কোটি ৮৩ লাখ (১.৫৮ বিলিয়ন) ডলারের এফডিআই এসেছিল দেশে। যার মধ্যে ৭৮ কোটি ১৭ লাখ ডলার ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন বিনিয়োগকারীরা। ওই হিসাবে গত বছরের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে নিট এফডিআইয়ের পরিমাণ ছিল ৭৯ কোটি ৬৬ লাখ ডলার।

দেশে কয়েক বছর ধরেই এফডিআই আসার পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে কমছিল। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটসহ নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও গত বছরে নিট এফডিআই ৩৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেড়েছিল।

পুনর্বিনিয়োগ ও আন্তকোম্পানি ঋণের ওপর ভর করেই মূলত বিদেশি বিনিয়োগে ওই বড় লাফ দেখা দেয়।

২০২৫ সালে ১৭৭ কোটি ৪ লাখ ডলারের নিট এফডিআই এসেছিল দেশে। ২০২৪ সালে এই অঙ্ক ছিল ১২৭ কোটি ৪ লাখ ডলার। সে হিসাবে এক বছরে নিট এফডিআই বেড়েছিল ৫০ কোটি ডলার।

এ মাসে ৬০ হাজার কোটি টাকার

২৪ পৃষ্ঠার পর

বাড়তি ঋণ নিতে হচ্ছে। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতি রবিবার বিল এবং মঙ্গলবার বন্ডের নিলাম হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত তারল্যের মাধ্যমে এগুলো কিনে থাকে। বিভিন্ন মেয়াদি বন্ড ও বিলের মাধ্যমে সরকার ব্যাংকগুলো হতে ধার করে থাকে। গেল সপ্তাহে রবিবার বিভিন্ন ধরনের বিলের বিপরীতে ১০ হাজার কোটি টাকা নেওয়া হয়। আর বন্ডের মাধ্যমে গত মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) নেওয়া হয় ৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকার ঋণ। আর আগামী মঙ্গলবার সরকারি ছুটির কারণে আগের দিন সোমবার নিলাম করে ৪ হাজার কোটি টাকা নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে চলতি মাসে বিলের বিপরীতে আরো ৩৫ হাজার কোটি টাকা এবং বন্ডের বিপরীতে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা নেবে সরকার। আগামী নভেম্বর মাসে সরকার বিল ও বন্ডের বিপরীতে ৫৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা এবং ডিসেম্বর মাসে নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে ৩৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এর আগে নিলামের বিপরীতে গত জুলাইয়ে ৫৬ হাজার কোটি, আগস্টে ৫০ হাজার কোটি এবং সেপ্টেম্বরের নিলামে ৪১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা নেয় সরকার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সরকার নিট ১২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। সব মিলিয়ে স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৯৮ হাজার ৩৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার চেয়ে ৩ হাজার ৭২৯ কোটি টাকা বেশি পরিশোধ হয়। এ পরিমাণ কমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সরকারের ঋণ ৯০ হাজার ৩২৩ কোটি টাকায় নেমেছে। একই সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকে সরকারের ঋণ ১৬ হাজার ৬০১ কোটি টাকা বেড়ে আগস্ট শেষে হয়েছে ৬ লাখ ৮ হাজার ২৬ কোটি টাকা। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছর ব্যাংক থেকে ১ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। গত অর্থবছর ১ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সরকার নিয়েছে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫৭১ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ও ভারতের চেয়ে দারিদ্র্যের

১২ পৃষ্ঠার পর

বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে বিশ্বে ১২০ কোটি মানুষ এ ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছেন। তাঁদের পরিবারগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, আগের প্রতিবেদনের তুলনায় বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ১৫ লাখ বেড়েছে। এদের অর্ধেকের বেশি শিশু। বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে থাকা শিশুর সংখ্যা ৬১ কোটি ৭০ লাখ। এ ধরনের দারিদ্র্যের শিকার মোট মানুষের ৮৩ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে বাস করেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার প্রায় ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ। এ অঞ্চলের আরও ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ এ ধরনের দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে রয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের দারিদ্র্যের পেছনে স্বাস্থ্য খাতের অবদান ২৯ দশমিক ৯ শতাংশ, শিক্ষার অবদান ৩৩ দশমিক ৭ শতাংশ এবং জীবনযাত্রার মানের অবদান ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ।

পুষ্টি, বাসস্থান ও শিক্ষার বছরসংক্রান্ত বৈশ্বিক বঞ্চনার অন্তত এক-তৃতীয়াংশের জন্য দক্ষিণ এশিয়া দায়ী বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ১৫ কোটি দরিদ্র মানুষ রয়েছেন, যাঁদের পরিবারের অন্তত একজন স্কুলগামী শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। সামগ্রিক উন্নতি সত্ত্বেও এ অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বাধাগুলো এখনো রয়ে গেছে বলে এ চিত্রে উঠে এসেছে।

ইউএনডিপির প্রশাসক আলেক্সান্ডার ডি ক্রু বলেন, 'দারিদ্র্য বৃদ্ধির এই চিত্র বিশ্বের জন্য সতর্কবার্তা হওয়া উচিত।'

আলেক্সান্ডার ডি ক্রু আরও বলেন, 'এই পরিসংখ্যানের আড়ালে রয়েছেন ১২০ কোটি মানুষ, যাঁরা একসঙ্গে নানা ধরনের দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন-ক্ষুধা, শিক্ষার সুযোগ হারানো এবং বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুতের অভাব। এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

মেকআপ করা ও ঘরের কাজের

১৩ পৃষ্ঠার পর

এক কমিটির বৈঠকে তিনি বলেন, 'এখন আমি প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুমাই, সর্বোচ্চ চার ঘণ্টা। সম্ভবত এটি আমার ত্বকের জন্য খারাপ।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে কোনোদিন একেবারেই না ঘুমানো থেকে সর্বোচ্চ তিন ঘণ্টা ঘুমানোই এখন তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।' ২০২৫ সালের অক্টোবরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দায়িত্ব গ্রহণের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমি 'কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য' কথাটি বাদ দেব এবং কাজ করব, কাজ করব, কাজ করব-কাজ চালিয়ে যাব। তাকাইচি এর আগে আরও বলেছিলেন, তার স্বামী ও সাবেক রাজনীতিক তাকু ইয়ামামোতো রান্নার কাজ করেন। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইয়ামামোতো স্ট্রোক করেছিলেন।

নিজেকে 'জাপানের লৌহমানবী' হিসেবে অভিহিত করা তাকাইচি গত বছর রাত ৩টায় বৈঠকের জন্য সহযোগীদের কার্যালয়ে ডেকে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন।

প্রবৃদ্ধির ফাঁদ, ১৬ বছরের শীর্ষ মূল্যস্ফীতিতে ঘনীভূত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট, অর্থনীতিবিদদের হুঁশিয়ারি

২৪ পৃষ্ঠার পর

মূল্যস্ফীতিরই প্রতিফলন। তিনি বলেন, ৬-৯ শতাংশ সুদের হারের মতো ভুল নীতি প্রয়োগ এবং দীর্ঘদিনের সংস্কারহীনতার কারণে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে, তার ওপর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এই সংকটকে আরও বেশি জটিল করে তুলেছে।

পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং নিম্ন কর্মসংস্থানের এক জটিল ফাঁদে আটকা পড়েছে। এর ফলে অতীতে দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ যে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছিল, সেখান থেকে এখন উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করেছে।

নিরাশাজনক পূর্বাভাস

চলতি অর্থবছরের জন্য আইএমএফের এই মূল্যায়ন, বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) দেওয়া পূর্বাভাসের চেয়েও বেশি হতাশাজনক। মাত্র এক সপ্তাহ আগে বিশ্বব্যাংক ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৩.৪ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছিল, অন্যদিকে সেপ্টেম্বরে এডিবি তা প্রাক্কলন করেছিল ৪ শতাংশ।

মাত্র তিন সপ্তাহের ব্যবধানে শীর্ষ তিন বৈশ্বিক ঋণদাতা সংস্থার একের পর এক প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন ছাঁটাইয়ের ঘটনা নির্দেশ করে যে-মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া তীব্র জ্বালানি সংকট-দেশের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতাগুলোকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আইএমএফের ২০৩০-৩১ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস সরকারের নিজস্ব লক্ষ্যের চেয়ে ৫.৫ শতাংশ পয়েন্ট নিচে। আগস্টে প্রকাশিত সরকারি ফ্রেমওয়ার্কে চলতি অর্থবছর ৬.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং প্রতি বছর তা অর্ধ শতাংশ পয়েন্ট করে বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

আইএমএফের সারণীতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি অর্থনীতির মধ্যে ২০২৬-২৭ এবং ২০৩০-৩১-উভয় মেয়াদেই তলানিতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। যেখানে ভারত ২০২৭ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৬.৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ২০৩০-৩১ অর্থবছর নাগাদ ভুটানের প্রবৃদ্ধি হবে ৫.৫২%, নেপালের ৫.০২%, পাকিস্তানের ৪.৫%, মালদ্বীপের ৪.০৩% এবং শ্রীলঙ্কার ৩.৫১%; অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা মাত্র ২.৯৭ শতাংশে নেমে আসবে বলে মনে করছে আইএমএফ।

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুর্বলতাগুলো আরও গভীর হচ্ছে বলে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক। আন্তর্জাতিক এই ঋণদাতা সংস্থার মতে, ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রভাবে আর্থিক খাতের নানা সমস্যা, নিম্ন রাজস্ব আদায়, জ্বালানি খাতের তীব্র অদক্ষতা এবং প্রতিকূল বিনিয়োগ পরিবেশ আরও বেশি সংকটাক্রান্ত হয়ে পড়েছে-যা দেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে সংকুচিত করছে।

গত ৬ অক্টোবর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট'-এ বলা হয়, "রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসার পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দৃঢ়ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তা এখনো দৃশ্যমান হয়নি।"

একইসভাবে গত ২৩ সেপ্টেম্বর এডিবির পর্যালোচনায় সতর্ক করা হয়েছিল যে, ব্যাংকিং খাতের সংকট ও অন্যান্য কাঠামোগত বাধা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অব্যাহতভাবে বাধাগ্রস্ত করবে।

এডিবি তাদের প্রতিবেদনে জানায়, "উচ্চ মাত্রায় খেলাপি ঋণ, ব্যাংকগুলোর দুর্বল ব্যালেন্স শিট, ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকিমুক্ত সরকারি সিকিউরিটিজে অর্থ বিনিয়োগের প্রবণতা এবং চড়া সুদহারের কারণে, বেসরকারি খাত প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।" এ ছাড়া অনির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ, লজিস্টিকস জটিলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রক বা প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়া নতুন বিনিয়োগ আটকে দিচ্ছে। এসব দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত বাধার কারণে সরকার মুদ্রানীতি সহজীকরণ কিংবা আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও-তা অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত সাড়া বা দ্রুত ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারছে না।

অর্থনীতিবিদরা কী বলছেন

স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের পূর্বাভাসের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে। উভয় পক্ষই একই বিদ্যমান তথ্য ব্যবহার করছে বলে জানান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলোর কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং সীমিত কর্মসংস্থানের এক জটিল 'ফাঁদে' আটকে পড়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, অতীতে বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনে যে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করেছিল, তা এখন উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করেছে।

"রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুশাসন নিশ্চিত করা না গেলে এই বিপজ্জনক ফাঁদ ভাঙা অসম্ভব," বলে সতর্ক করেন হোসেন জিল্লুর। তিনি কিছু জরুরি করণীয় তুলে ধরে বলেন: সবার আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি করতে হবে, এরপর বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে, সরকারি সেবার মান বাড়াতে হবে, সমন্বিত নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত ও প্রবণতা ওপর ভিত্তি করেই আইএমএফ তাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস আগের চেয়ে আরও বেশি আশঙ্কাজনক করেছে।

আইএমএফ প্রতি কয়েক মাস পর পর তাদের পূর্বাভাস সংশোধন বা মূল্যায়ন করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "পরবর্তী পূর্বাভাস হয়তো কিছুটা ভালো বা খারাপ হতে পারে, তবে তাদের সর্বশেষ প্রাক্কলন পরিষ্কার বার্তা দেয় যে আমাদের অর্থনীতি দিন দিন দুর্বল থেকে আরও বেশি দুর্বল এবং ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।"

এই পরিস্থিতি তৈরির মূল কারণ হিসেবে তিনি ২০২২ সালের মধ্যভাগ থেকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শুরু হওয়া দীর্ঘস্থায়ী মন্থরতা, কম প্রবৃদ্ধি এবং অনিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতিকে চিহ্নিত করেন। তিনি আরও বলেন, সময়োপযোগী ও উপযুক্ত নীতির চরম অভাব এবং ৬-৯ শতাংশ সুদহারের মতো ভুল সিদ্ধান্ত প্রয়োগ ও সংস্কার বাস্তবায়নে দীর্ঘদিনের অনিচ্ছা পরিস্থিতিকে আরও বেশি জটিল করেছে। পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ ও আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এই সংকটকে আরও গভীর করে তুলেছে।

ফাহমিদা খাতুন সরকারকে কঠোর মুদ্রানীতি বজায় রাখার এবং অপ্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় সংকোচনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, "যেহেতু রাজস্ব আদায় বাড়ছে না এবং নতুন বিনিয়োগও সেভাবে নেই, তাই এই মুহূর্তে সরকারের উচিত প্রবৃদ্ধির পেছনে না ছুটে কেবল মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া। কারণ মূল্যস্ফীতির কারণে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের প্রাণান্তকর অবস্থা। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিলে, তা দরিদ্রদের রক্ষা করবে এবং ব্যবসা পরিচালনার খরচ কমাতেও সাহায্য করবে।"

অন্যদিকে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক সংকটের পেছনে কেবল বৈশ্বিক বা বহিস্থ ধাক্কাকে দায়ী করার সরকারি প্রবণতা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন ড. জাহিদ হোসেন। তিনি দেশের দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সুশাসনের ব্যর্থতাকে এই সংকটের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।

জ্যেষ্ঠ এই অর্থনীতিবিদ বলেন, "বিশ্বব্যাংকের ছয়টি সুশাসনের সূচক দিয়ে যদি আপনি আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা করেন, তাহলে দেখবেন সবকটি সূচকেই আমাদের অবস্থান তলানির ২০ থেকে ২৫ শতাংশের মধ্যে। একই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও-কেন অন্য দেশগুলোর তুলনায় আমাদের পারফরম্যান্স এত বেশি খারাপ-এই ডেটাই তার প্রমাণ দেয়। তাই সংকটকে শুধুই বৈশ্বিকঘটনার পরিণতি বলে চালিয়ে দেওয়া এক ধরণের 'অর্ধ-সত্য' ছাড়া কিছুই নয়।"

তিনি সতর্ক করে বলেন, আইএমএফের পূর্বাভাস মূলত একটি 'বেসলাইন সিনারিও' বা ন্যূনতম চিত্র নির্দেশ করে। সরকার যদি ব্যাংকিং খাত, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রক বা নীতিগত কাঠামোর ভেতর মৌলিক পুনরুদ্ধার ও সুশাসন নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশ বাস্তবিকই এই চরম সংকটের পড়বে। - দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড



বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই

চই পৃষ্ঠার পর

একাডেমিক পরিসর, এই যাত্রা তাঁকে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার আন্দোলনের আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যায়।

১৯৯৫ সাল তাঁর জীবনে আরেকটি মোড়। ওই বছর দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্টে অস্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর জাতিসংঘের রুয়ান্ডাবিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বা ওঈঞঈ-এর বিচারক নির্বাচিত হন তিনি। চার বছর পর, ১৯৯৯ সালে তিনি ট্রাইব্যুনালের সভাপতি হন। এই আদালতেই তাঁর বিচারিক জীবনের কয়েকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়।

রুয়ান্ডার গণহত্যা বিচার আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে নতুন অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বিশেষভাবে আলোচিত হয় জ্যঁ-পল আকায়েসু মামলা। এই মামলার রায়ে প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক আদালত ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতাকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গণহত্যার একটি উপাদান এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিচারক পিল্লাই সেই ঐতিহাসিক বিচারিক প্রক্রিয়ার অংশ ছিলেন। এর ফলে যুদ্ধের সময় নারীর ওপর সংঘটিত যৌন সহিংসতাকে 'অনিবার্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া' হিসেবে দেখার পুরোনো ধারণা আন্তর্জাতিক আইনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনালে প্রায় আট বছর কাজ করার পর পিল্লাই ২০০৩ সালে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে নবগঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা ওঈঈ-এর বিচারক হন। সেখানে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০০৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন, যুদ্ধ, জাতিগত সংঘাত, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির প্রশ্নে তাঁর কণ্ঠ অনেক সময়ই ছিল কঠোর এবং অস্বস্তিকর, বিশেষ করে ক্ষমতাবানদের জন্য।

বয়স বাড়লেও আন্তর্জাতিক বিচার ও মানবাধিকারের কাজ থেকে সরে যাননি পিল্লাই। ২০২১ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড, পূর্ব জেরুজালেম ও ইসরায়েলসংক্রান্ত স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করলে তাঁকে এর চেয়ারম্যান করা হয়। গাজা ও ইসরায়েলকে ঘিরে সংঘাতের সময়ও কমিশনটির কাজ আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে আসে। কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসরায়েল তীব্র আপত্তি জানিয়েছে, কিন্তু পিল্লাই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তদন্ত ও জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তার অবস্থান ধরে রেখেছেন।

বাংলাদেশের পাঠকের কাছে তাঁর জীবনের আরেকটি অধ্যায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার করা মামলায় ২০১৯ সালে নাভি পিল্লাইকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে বিচারক অ্যাডহক হিসেবে মনোনীত করে গাম্বিয়া। ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেন। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে সেই মামলায় আইসিজে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। ২০২২ সালে মামলার এখতিয়ারসংক্রান্ত রায়েও বিচারক পিল্লাই বেঞ্চে ছিলেন।

এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কারের অর্থমূল্য ১২ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা, প্রায় ১২ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। আগামী ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে অসলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হবে। এ বছর শান্তি পুরস্কারের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে ২৮৭টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। নাভি পিল্লাইয়ের গল্পের সবচেয়ে বড় বিষয় হয়তো পুরস্কারের অঙ্ক কিংবা তাঁর নামের পাশে যুক্ত হওয়া 'নোবেলজয়ী' পরিচয় নয়। তাঁর জীবনের শুরু হয়েছিল এমন এক সমাজে, যেখানে জন্মপরিচয়ের কারণে একজন মানুষের অধিকার সীমিত করে দেওয়া হতো।



অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business



Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM



MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

TAX FILING
IMMIGRATION
NOTARY PUBLIC
TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

Law Office of Mahfuzur Rahman



Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

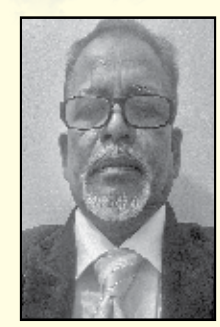

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস) নিয়ন্ত্রণ হারালে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াবেন

চই পৃষ্ঠার পর

কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির (জিওপি) সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাতছাড়া হলে তাঁর ভবিষ্যৎ কী হবে। তিনি বলেন, "ঈশ্বর না করুন, যদি আমরা এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা যা-ই হোক তা হারিয়ে ফেলি, তবে জানি না আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায় কী হবে।" এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে লুইজিয়ানার এই রিপাবলিকান নেতা 'মাইনরিটি লিডার' বা বিরোধী দলীয় নেতা হওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে নিজ শহরে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "ঈশ্বর যদি আমাদের হৃদয়ে এমন কোনো ইঙ্গিত দেন যে আমাদের-মানে, আমার-নিজ শহর শ্রেভপোর্টে ফিরে গিয়ে লন বা বাগান পরিচর্যার ব্যবসা শুরু করা উচিত, তবে আমি সমান উদ্দীপনা নিয়েই তা করব।"

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোরতর সমর্থক স্পীকার জনসন বারবার ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছেন যে রিপাবলিকানরা মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঐতিহাসিক ধারা ভেঙে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়াবে; তাই তিনি পরাজয়ের মতো বিকল্প পরিস্থিতির কথা ভাবছেন না বলেই জোর দিয়ে বলেন। সম্ভাব্য পরাজয়ের জন্য তিনি যে দায়ী হতে পারেন-এমন কোনো ইঙ্গিতও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফক্স নিউজকে তিনি বলেন, "আমরা যদি হাউস বা প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হারাই, তবে তার কারণ হবে জনগণকে বিভ্রান্ত করা।" তিনি আরও জানান যে নির্বাচনের আগে প্রচারণার কাজে তিনি "বিরামহীনভাবে ভ্রমণ" করছেন এবং নির্বাচনের আগ পর্যন্ত প্রতিনিধি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত (রিসেস) রেখেছেন।

বেশ কয়েকটি স্টেটে ইতিমধ্যে আগাম ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। এমন সময়ে জনসনের এই মন্তব্যগুলো এল, যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং ইরান-সংক্রান্ত যুদ্ধের মতো বিষয়গুলো কংগ্রেস ও ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভোটারদের মতামতের ওপর প্রভাব ফেলছে।

স্পীকার জনসন এর আগেও রিপাবলিকানদের পরাজয়ের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন-মূলত তহবিল সংগ্রহ ও ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে। তিনি সতর্ক করেছেন যে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের অর্থ হতে পারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আবারও অভিশংসনের (ইমপিচমেন্ট) চেষ্টা।

বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তবে আগামী মাসে ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে না।











অপ্রতিরোধ্য হুথি গোষ্ঠী: কেন তাদের

১২ পৃষ্ঠার পর

কৌশলগত লক্ষ্যও এক। তবে হুথিরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেয়।
ইরান হুথিদের অস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তারা শুধু ইরানের ওপর নির্ভর করে না।
ইয়েমেনের ভেতরে বিভিন্ন উপজাতির চোরাচালান নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেও তারা অস্ত্র সংগ্রহ করে। পাশাপাশি চীনসহ দূরের বিভিন্ন দেশ থেকে বাণিজ্যিকভাবে সহজলভ্য সরঞ্জাম ও কাঁচামাল কিনছে তারা। এসব উপকরণ অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।
হুথিরা এখন নিজেরাই অস্ত্র তৈরি ও সংযোজনের চেষ্টা বাড়িয়েছে। ফলে ইরানে তৈরি সম্পূর্ণ অস্ত্রের ওপর তাদের নির্ভরতা কমছে। এতে প্রতিপক্ষের জন্য হুথিদের সামরিক সক্ষমতা দুর্বল করা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে পড়েছে।

কেন ইয়েমেন আবারও যুদ্ধ শুরু হলো?

২০২২ সাল নাগাদ ইয়েমেন যুদ্ধ বন্ধে দুই পক্ষের কাছে যথার্থ কারণ ছিল। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে আবার ক্ষমতায় বসানোর লক্ষ্যে সৌদি আরব এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিল।
তবে হুথিরা নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিল। তারা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে সৌদি আরবে পাল্টা হামলা চালিয়ে আসছিল।
যুদ্ধবিরতি হুথিদের কিছু সুবিধা আদায়ের সুযোগ করে দেয়। এর মধ্যে জ্বালানি আমদানি বাড়ানো এবং সানার বিমানবন্দর থেকে সীমিতসংখ্যক বাণিজ্যিক ফ্লাইট চালুর অনুমতি পাওয়ার মতো সুবিধা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। এর ফলে সীমান্ত পেরিয়ে দুই পক্ষের হামলা অনেকটাই বন্ধ হয়ে যায়।
ছয় মাস পর আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হয়। তবে এরপরও প্রায় চার বছর ধরে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল। যদিও এই শান্ত পরিস্থিতি নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল না এবং যেকোনো সময় আবারও সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কা ছিল।
এরপর চলতি বছরের ১৩ জুলাই সৌদি যুদ্ধবিমান সানার বিমানবন্দরে হামলা চালায়। হুথি প্রতিনিধিদের বহনকারী একটি ইরানি বিমানকে অবতরণ করতে বাধা দেওয়াই ছিল এই হামলার উদ্দেশ্য।
প্রতিনিধিদলটি ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির জানাজা থেকে ফিরছিল। ইরান যুদ্ধের শুরুতে তিনি নিহত হন।
সৌদি আরব দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, ইরান বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমান ব্যবহার করে হুথি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অস্ত্র ও সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠায়। সৌদি আরবের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব বিমান কার্যত অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা পরিবহনের 'আকাশপথের সেতু' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সংঘাত কীভাবে আরও তীব্র হলো?

সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে আভা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়ে পাল্টা জবাব দেয় হুথিরা।
২০ জুলাই সৌদি আরবের বিরুদ্ধে 'নৌ অবরোধ' ঘোষণার কথা জানায় হুথিরা। তারা জাহাজ চলাচলকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করে বলে, সৌদি আরবের বন্দর ব্যবহার করলে তাদের জাহাজ হামলার শিকার হতে পারে।
এরপর সৌদি আরবের বিভিন্ন শহর, সামরিক অবস্থান ও তেল অবকাঠামোয় হামলা চালায় হুথিরা। এর জবাবে সৌদি আরবও বিমান হামলা চালায়।
ইয়েমেনের ভেতরেও সৌদি সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করে হুথিরা। সেপ্টেম্বরে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূখণ্ড দখলের সাফল্য পায় হুথিরা। তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূল এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাব এল-মান্দেব প্রণালিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করে। প্রণালিটি তেল রপ্তানির একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। হুথিদের দখলে নেওয়া এসব এলাকা পুনরুদ্ধার করা সৌদি সমর্থিত ইয়েমেনি বাহিনীর অভিযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।
তবে প্রতিবেশী সৌদি আরবের জন্য হুথিদের হুমকি ক্রমেই বাড়তে থাকে। অক্টোবরে সৌদি রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধারাবাহিক বিমান হামলায় অন্তত ১৬ জন নিহত হন। আহত হন শত শত মানুষ। ইরান যুদ্ধ শুরুর পর সৌদি আরবে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা।

এই লড়াইয়ে কী কী বিষয় ঝুঁকির মুখে?

সৌদি আরবের জন্য হুথিদের পরাজিত করার অর্থ হবে দীর্ঘদিনের এক শত্রুকে নির্মূল করা। হুথিদের হামলায় সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ডেটা সেন্টার থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পে কয়েক শ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চান তিনি।
হুথিরা পরাজিত হলে জাহাজ চলাচলের ওপর বড় একটি হুমকি দূর হবে। তাদের হামলায় কয়েক বছর ধরে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। ২০২৩ সালে লোহিত সাগরে জাহাজে প্রথম হামলা শুরু করার পর হুথিরা জানিয়েছিল, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিশোধ হিসেবে তারা এসব হামলা চালাচ্ছে।
প্রথম দিকে গোষ্ঠীটি বলেছিল, তারা শুধু ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে। তবে ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই, এমন জাহাজেও হামলা চালানো হয়।
সুয়েজ খাল, লোহিত সাগর ও বাব এল-মান্দেব প্রণালি হয়ে যাওয়া নৌপথ টি ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে চলাচলকারী জাহাজগুলোর জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ।
লোহিত সাগর এড়াতে এখন অনেক প্রতিষ্ঠান জাহাজ পাঠাচ্ছে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়ে। এতে কয়েক হাজার মাইল বেশি পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। ফলে যাত্রার সময়ও দুই সপ্তাহ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।
সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট কী ধরনের সহায়তা পাচ্ছে?
হুথিদের মোকাবিলায় আরও সামরিক সহায়তা চেয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছে সৌদি সরকার।
সৌদি যুদ্ধবিমানকে আকাশে থাকা অবস্থায় জ্বালানি সরবরাহে সহায়তা করতে একটি উড়োজাহাজ দিচ্ছে যুক্তরাজ্য। অন্যদিকে, লোহিত সাগর উপকূলে সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি কেন্দ্র ইয়ানবু সুরক্ষায় সেনা ও রাডার ব্যবস্থা পাঠানোর কথা জানিয়েছে ফ্রান্স।
যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়ার কথা জানায়নি। তবে সৌদি আরবকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে দেশটি।

রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে কালির পোঁচ:

২৭ পৃষ্ঠার পর

করতে শিখব, নাকি ধর্ম ও মতাদর্শের দেয়াল তুলে ওই উত্তরাধিকারকে ভাগ করে ফেলব? আমাদের বহুত্ববাদী সমাজের ভবিষ্যৎ কিন্তু ওই প্রশ্নের উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে।
নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার পেছনে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না, তা প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। তবে রাজনৈতিক স্বার্থেই যে সাংস্কৃতিক বিভাজনকে ব্যবহার করা হতে পারে, ওই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ইতিহাসের ব্যাখ্যা বদলে দেওয়া, সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলোকে বিতর্কিত করা কিংবা জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা প্রায়শই কোনো না কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ হয়ে ওঠে। তাই এই ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই; এর সামাজিক প্রভাব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় নিতে হবে।
তাই রবীন্দ্রনাথকে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা শুধু একজন কবিকে অস্বীকার করার বিষয় নয়। এর মধ্য দিয়ে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে থাকা দীর্ঘ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবাহকেও আড়াল করার ঝুঁকি তৈরি হয়।
রবীন্দ্রনাথ তার 'জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও ক্ষমতার দম্ভের সমালোচনা করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'-এর 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতায় তিনি এমন এক মুক্ত সমাজের স্বপ্ন এঁকেছিলেন, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে, জ্ঞানের চর্চা করবে এবং ভয়হীন চিত্তে সত্যকে খুঁজবে। তার এই রাষ্ট্রচিন্তা আজও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।
বাংলাদেশের সংস্কৃতি কোনো একক ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন, জীবনানন্দ কিংবা সত্যজিৎ রায়কে মূল্যায়ন করতে হবে তাদের সৃষ্টিকর্ম ও কালজয়ী অবদানের আলোয়। তাদের জন্মস্থান কিংবা ধর্মীয় পরিচয়কে যদি প্রধান মাপকাঠি বানানো হয়, তবে বাংলা সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিক গভীরতা দুটোই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
আজ বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এমন একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখা, যেখানে ধর্ম, মত ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও সবাই নিজেদের একই ইতিহাসের অংশ মনে করবে। সাংস্কৃতিক বিভাজন ওই ঐক্যের ভিতটা দুর্বল করে দেয়, মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস বাড়ায়। একসময় ভিন্নমতের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাটুকুও উঠে যায় এবং সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ আরও গভীর হয়। এর দায় শুধু বর্তমানকে নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও টানতে হয় এক খণ্ডিত ইতিহাস ও সংকীর্ণ পরিচয় নিয়ে। ওই ধ্বংসস্তূপ থেকে পারস্পরিক আস্থা আর সহাবস্থানের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন। তাই সংস্কৃতির বৈচিত্র্য রক্ষা করা মানে শুধু অতীত ঐতিহ্য বাঁচানো নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক উদার ও সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলাও।
দেয়ালে আঁকা প্রতিকৃতিতে কালির দাগ হয়তো সহজেই মুছে ফেলা যায়, কিন্তু সমাজের মনে যে বিভাজনের দাগ কেটে দেওয়া হয়, তা মুছতে প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সময়, উদার চিন্তার আর সম্মিলিত উদ্যোগের। দিনশেষে একটি দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ইচ্ছায় নির্ধারিত হয় না; তা গড়ে ওঠে মানুষের সম্মিলিত স্মৃতি, অভিজ্ঞতা আর সৃষ্টির ভেতর দিয়ে। আর ওই পরিচয় রক্ষার শক্তিটাও মানুষের ভেতরেই থাকে। জয় হোক মানুষের।

এয়ারবাস ক্রয় ও গণি মিয়া সিনড্রোম

২৯ পৃষ্ঠার পর

কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, খাদ্য-সরবরাহ ও স্বাস্থ্য। তার বদলে আমরা শুনছি বিমান কেনার গল্প।
প্রাচীন ভারতের চার্বাক-দর্শনের নামে প্রচলিত একটি উক্তি আছে: 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ', অর্থাৎ ঋণ করে হলেও ঘি খাও। চার্বাক বস্তুবাদী ছিলেন, তার কথায় পরকালের ভয় নেই, আছে এই জীবনের ভোগ। কিন্তু একটি পার্থক্য আছে। চার্বাকের ঋণ-করা ঘি খেতেন ব্যক্তি, নিজের দায়ে, নিজের ঝুঁকিতে। আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় ঘি খায় এক পক্ষ, আর ঋণ শোধ করে অন্য পক্ষ। যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তারা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত বা বড়জোর পরবর্তী মেয়াদ পর্যন্ত ভাববেন। কিন্তু ঋণ শোধ করবে আজকের শিশুরা, যাদের এই চুক্তিতে সই করার কেউ ছিল না। এ হলো চার্বাকের দর্শনের চেয়েও সুবিধাজনক সংস্করণ, যেখানে ঘি-পানের আনন্দ এক জনের, আর ঋণের বোঝা আরেক জনের। গণি মিয়া অন্তত নিজের ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিল, ভুল হলেও সে ভুলের মাশুল দিয়েছিল নিজেই। আমাদের 'গণি মিয়া'রা অন্যের ভবিষ্যৎ বন্ধক রেখে উৎসব করছেন। তফাত শুধু এটুকু যে, গণি মিয়ার ঋণের হিসাব অন্তত গ্রামের সবাই জানত; আমাদের জনগণ তা জানে না। প্রসঙ্গত, শ্রীলঙ্কার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঋণ নিতে নিতে দেশটি এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, ২০২২ সালে বিদেশি ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। একপর্যায়ে জ্বালানি, ওষুধ ও খাবারের অভাবে মানুষ রাস্তায় নামে। শেষে দেশটির প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেই সংকটের শিক্ষা একটাই :ঋণ নিজে বিপদ নয়, বিপদ হলো স্বচ্ছতাহীন ঋণ আর আয়হীন ব্যয়। যে ঋণ থেকে আয় আসে, তা বিনিয়োগ; যে ঋণ শুধু শোভা বাড়ায়, তা বোঝা।
গণি মিয়ার গল্পের শেষে ছিল নিঃস্ব হওয়ার করুণ পরিণতি। একটি পরিবার ঋণের ফাঁদে পড়লে ধ্বংস হয়, আর একটি রাষ্ট্র পড়লে তার স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই বন্ধক হয়ে যায়। ঋণদাতারা তখন শুধু সুদ নেয় না, নীতিও নির্দেশ করে। আকাশে ডানা মেলার স্বপ্ন দেখা দোষের কিছু নয়। কিন্তু যে জাতির লাখ লাখ মানুষের পায়ের নিচের জমিই সরে যাচ্ছে, তার সর্বাগ্রে দরকার মাটি শক্ত করা। নইলে বিমান আসবে, রানওয়েতে সারি দিয়ে দাঁড়াবে, আর নিচে পড়ে থাকবে ঋণের হিসাব, আর একেক জন গণি মিয়া।
লেখক: সাবেক জাতিসংঘ কর্মকর্তা ও কলামিস্ট

আগামী দুই বছর নিয়ে আমার আশঙ্কা

২৭ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়েছে এ কারণে যে, ট্রাম্পের চারপাশে এমন একদল অনুগত অনুচর রয়েছেন, যাদের অনেককেই কংগ্রেসের নতজানু রিপাবলিকানরা অনুমোদন দিয়েছেন। তারা আইন ভাঙতে প্রস্তুত, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আইন ভাঙতে আগ্রহীও। এ ছাড়া বিপুল সম্পদের অধিকারী অলিগার্করাও তার পাশে রয়েছেন। রাজনৈতিক খাতে তাদের শত শত কোটি ডলারের ব্যয়ও যদি এই নির্বাচনে জয় কিনে দিতে না পারে, তবু তারা গণতন্ত্রের ওপর ট্রাম্পের আক্রমণকে সমর্থন দিয়ে যাবেন।
তবে ডেমোক্র্যাটরা একটি কাজ করতে পারেন। তারা স্পষ্ট করে দিতে পারেন, ট্রাম্পের এই নিরো-সুলভ ধ্বংসযজ্ঞে যারা সহায়তা করছেন এবং তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন, তাদের প্রত্যেককে আইনের সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব এবং আনা হবে।
এই মুহূর্তে যারা বলছেন, 'আমাদের অতীতের দিকে না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত', তারা আসলে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করছেন, যেখানে ভবিষ্যতে সামনে এগিয়ে যাওয়ার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনাই অনেক কমে যাচ্ছে।

হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে মামলা পুনর্বহালে সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্প

রেখেছিলেন ট্রাম্প। তাই মামলা করার সময়সীমা বাড়ানো উচিত ছিল। তাদের যুক্তি, প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা ও সুরক্ষা বজায় রাখতে এবং আইনি মতপার্থক্যের কারণে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর আইনজীবীদের শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা ঠেকাতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
ফেডারেল বিচারক ডোনাল্ড মিডলব্রুকস মামলাটি খারিজ করে বলেছিলেন, অভিযোগে নানা ত্রুটি ছিল এবং কিছু অভিযোগ আনতে অযৌক্তিক বিলম্ব করা হয়েছিল। তিনি মামলাটিকে 'দুইশ পৃষ্ঠার একটি রাজনৈতিক ইশতেহার' হিসেবে বর্ণনা করেন, যেখানে ট্রাম্পের বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছিল। উক্ত ফেডারেল বিচারকের মতে, রাজনৈতিক বয়ান এগিয়ে নিতে অসৎ উদ্দেশ্যে মামলাটি করা হয়েছিল। এ কারণে ট্রাম্প ও তাঁর প্রধান আইনজীবী আলিনা হাব্বাকে প্রায় ১০ লাখ ডলার আইনি ফি ও খরচ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০২৫ সালে আটলান্টাভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রের ১১তম সার্কিট কোর্ট অব আপিল নিম্ন আদালতের রায় ও জরিমানা বহাল রাখেন। আপিল আদালতও ট্রাম্প ও হাব্বার বেশ কয়েকটি আইনি যুক্তিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক তদন্ত হয়েছে। বিশেষ কৌঁসুলি রবার্ট মুলার ২০১৯ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, রাশিয়া ওই নির্বাচনে ব্যাপক ও সুপরিকল্পিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল। তবে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারশিবিরের সদস্যরা রাশিয়ার হস্তক্ষেপে ষড়যন্ত্র বা সমন্বয়ের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন-এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো প্রমাণ তদন্তে পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদনে ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের সঙ্গে রুশ প্রতিনিধিদের বিভিন্ন যোগাযোগের বিষয়ও তুলে ধরা হয়। মুলার উল্লেখ করেন, নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের পক্ষে রাশিয়ার প্রচেষ্টায় তাঁর প্রচারশিবির লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা করেছিল। এদিকে, এফবিআইয়ের তদন্তপ্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার ২০১৯ সালে জন ডারহামকে বিশেষ কৌঁসুলি হিসেবে নিয়োগ দেন। ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে ডারহাম বলেন, ট্রাম্পের ২০১৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে তদন্ত শুরুর মতো বাস্তব প্রমাণ এফবিআইয়ের কাছে ছিল না। তদন্তের ক্ষেত্রে সংস্থাটি ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দেওয়া তথ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করেছিল । গত বছর ট্রাম্প প্রশাসনের বিচার বিভাগ এফবিআইয়ের সাবেক প্রধান জেমস কোমির বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া ও কংগ্রেসের কাজে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে মামলা করে। সংবাদমাধ্যমে তথ্য ফাঁসের অনুমোদন নিয়ে মিথ্যা বলার অভিযোগও আনা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। পরে একজন ফেডারেল বিচারক অভিযোগপত্র খারিজ করে দেন। বিচারকের মতে, কোমির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ট্রাম্পের বেছে নেওয়া সরকারি কৌঁসুলির নিয়োগ বেআইনি ছিল।
হিলারি ক্লিনটন প্রচারশিবির ও ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হয়ে একটি আইনি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগে কাজ করার সময় স্টিল ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার সঙ্গে রাশিয়ার যোগসূত্র নিয়ে একটি নথি তৈরি করেছিলেন। এতে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছিল, যেগুলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অস্বীকার করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প খুবই মজাদার, দয়ালু একজন মানুষ, তাকে ভালোবাসি

৭ পৃষ্ঠার পর

চাওয়া হলে, লিভিট তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা দেন।
তিনি আরও বলেন, "মানুষ তার এই দিকটা দেখতে পায় না কারণ গণমাধ্যম তা দেখায় না, কিন্তু তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু এবং উৎসাহব্যঞ্জক ছিলেন, এমনকি পদত্যাগের পরেও। তিনি খুবই মজাদার একজন মানুষ। তাকে ভালোবাসি!"

বিআরআই থেকে জিডিআই :

২৯ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রায় ৩০টি চীনা কোম্পানিকে আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা স্থানীয় প্রায় এক লাখ বাংলাদেশির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।'

চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ ঢাকা পোস্টকে বলেন, 'বাংলাদেশের জিডিআইতে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্কের স্তরে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এটি দ্বিপক্ষীয় অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিস্তৃতি করেছে এবং আগামী দিনে আরও বিস্তৃত হবে।'

জিডিআই এবং বাংলাদেশ

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০২১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈশ্বিক উন্নয়ন উদ্যোগের (জিডিআই) ঘোষণা দেন। এরপর ২০২২ সালের আগস্টে ঢাকা সফরকালে চীনের তৎকালীন ও বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই প্রথম বাংলাদেশকে জিডিআই ও জিএসআইয়ের মতো উদ্যোগে যুক্ত হওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেন। সেই সঙ্গে এই সংক্রান্ত একটি ৩২ দফার খসড়া দলিলও (ডকুমেন্ট) বাংলাদেশের কাছে সরবরাহ করা হয়। শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায় থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এমনকি শীর্ষ নেতাদের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে জিডিআইয়ে যুক্ত হতে নানাভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছিল। তবে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন কূটনৈতিক



কৌশলে এই উদ্যোগে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

২০২৩ সালে চীন সরকার জিডিআই-বিষয়ক একটি উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান তাতে অংশ নেন। সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সম্মতির ভিত্তিতে একটি সমাপনী বিবৃতি প্রকাশের উদ্যোগ নেয় বেইজিং। সেখানে বাংলাদেশের সম্মতি চাওয়া হলে তৎকালীন সরকার মনে করে, বিবৃতির ভাষা ঠিক থাকলেও এর প্রেক্ষাপট ঠিক নেই। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার জিডিআই প্রস্তাবটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে। তখন ধারণা করা হয়েছিল, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেইজিং সফরের সময় বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সই করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ এতে যুক্ত না হওয়ায় বেইজিং প্রকাশ্য অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

এরপর সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফরে বেইজিং যান তৎকালীন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। সেই সফরেও যথারীতি জিডিআই প্রসঙ্গটি সামনে আনে বেইজিং। এরই ধারাবাহিকতায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার চীন সফরের এজেন্ডায় প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারকের তালিকায় জিডিআই চুক্তিটি অন্তর্ভুক্ত করে চীন। তবে অন্তর্বর্তী সরকারও শেষ পর্যন্ত এই উদ্যোগে সই করেনি; যদিও জিডিআই বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের অবস্থানের চেয়ে ভাষাগত ও নীতিগত জায়গায় কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছিল অন্তর্বর্তী সরকার।

অবশেষে, ২০২৬-এর জুনে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে চীনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ জিডিআইয়ে বাংলাদেশের যুক্ত হয়, যা দুই দেশের সম্পর্কের উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রায় চার বছরের চেষ্টায় চীন বাংলাদেশকে জিডিআইয়ে যুক্ত করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য, চীনা প্রেডিডেন্ট শি জিনপিংয়ের চারটি বৈশ্বিক উদ্যোগ হচ্ছে- গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (জিডিআই), গ্লোবাল সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ (জিএসআই), গ্লোবাল সিভিলাইজেশন ইনিশিয়েটিভ (জিসিআই) এবং গ্লোবাল গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ (জিজিআই)।

'টু প্লাস টু' সংলাপের প্রথম বৈঠকে বসছে বাংলাদেশ-চীন

বাংলাদেশ ও চীন সম্পর্ক পরের ধাপে উন্নীত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ জন্য দুই পক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে কৌশলগত সংলাপের একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়। পাশাপাশি কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে 'টু প্লাস টু' সংলাপের প্রক্রিয়া চালুর বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

গত জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বেইজিং সফরের সময় দু'দেশের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। পরবর্তী দু'দেশের কর্মকর্তারা এ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 'কৌশলগত সহযোগিতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা নিয়ে আগামী নভেম্বরের মধ্যে 'টু প্লাস টু' আলোচনার প্ল্যাটফর্মের প্রথম বৈঠকে বসবে বাংলাদেশ ও চীন। প্রথম বৈঠকটি প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এ কে এম শামসুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিতে পারেন।' এ ছাড়া, চলতি বছরে প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিবের চীনে একটি দ্বিপক্ষীয় সফর করার কথা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দুটি আলোচনার প্ল্যাটফর্মে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ তুলতে চায় ঢাকা।

এদিকে, দ্বিপক্ষীয় সফরে চলতি বছরের শেষে ঢাকায় আসবেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের মন্ত্রী লিউ হাইশিং। সম্প্রতি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এ কথা জানান ঢাকায় চীনের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

তিস্তার সমীক্ষা শেষে পরবর্তী পদক্ষেপ

জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বেইজিং সফরের সময় বাংলাদেশের তিস্তা মহাপরিকল্পনায় চীন সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। চীন বলেছে, সক্ষমতা অনুযায়ী তারা তিস্তা প্রকল্পে সহায়তা করবে এবং প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই দ্রুত সম্পন্ন করতে দুই দেশের বিশেষজ্ঞদের কাজ এগিয়ে নিতে সহযোগিতা দেবে। তিস্তা প্রকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করছে চীন, যা



প্রায় শেষের পথে।

সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 'সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর উভয় পক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আলোচনার মাধ্যমেই এ খাতে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার বিষয়টি নির্ধারিত হবে।'

২০১৯ সালে প্রাথমিকভাবে তিস্তা নদী প্রকল্পে চীনকে দিয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালানোর জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ঢাকা ও বেইজিং। এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে হস্তান্তর করার কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সমীক্ষার কাজ বন্ধ করতে বলায় এই প্রক্রিয়াটি থেমে যায়।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার তিস্তা প্রকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করার বিষয়ে আবারও আলোচনা শুরু করে। পরে সমীক্ষাটি ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে বাংলাদেশ ও চীন আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

অর্থনৈতিক করিডোর

বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত অর্থনৈতিক করিডোর করার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফরে নতুন করে সামনে আনে বেইজিং। সম্প্রতি ঢাকায় চীনা দূতাবাসে এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সঙ্গে মিলে এই অর্থনৈতিক করিডোর করার বিষয়ে চীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ সরকারের এক কর্মকর্তা জানান, 'চীন এই প্রকল্প নিয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দুই দক্ষ এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছে।'

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এর অধীন একটি প্রস্তাবিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ রুট হচ্ছে চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক করিডোর। এই করিডোরের মূল লক্ষ্য হল চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক ও কাঠামোগত সংযোগ স্থাপন।

প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও জে-১০ সিই যুদ্ধবিমান

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফর শেষে দুই দেশের যে যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে, তাতে দুই দেশ প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণ করার কথা বলেছে। এর আওতায় সামরিক প্রতিনিধি বিনিময়, সফর, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহযোগিতা জোরদার করা হবে।

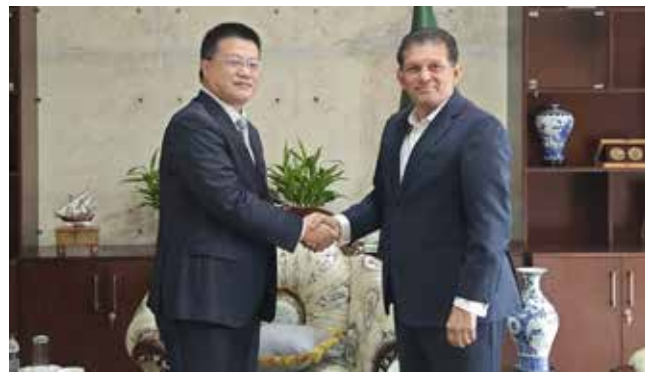

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য চীনের তৈরি যুদ্ধবিমান জে-১০সি কেনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। জে-১০ সিই হেলিকপ্টার সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে নেগোসিয়েশন মিটিংয়ের খসড়া চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সেটা অনুমোদনের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

সরকারের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, 'চীনের তৈরি যুদ্ধবিমান জে-১০সি কেনার পর চীন থেকে আরও বেশি কিছু প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার পরিকল্পনা আছে সরকারের। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য কিছু প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা হবে।

সম্প্রতি সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান জানান, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মডেলের চতুর্থ প্রজন্মের এমআরসিএ ফাইটার এয়ারক্রাফট, অ্যাটাক হেলিকপ্টার, ভিআইপি হেলিকপ্টার ও ইউএভি সিস্টেম-এগুলো কেনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই অর্থবছরে বাজেট পাওয়া গেলে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। তা সম্ভব না হলে পরবর্তী বাজেটে চলে যাবে।

চীনের তৈরি জে-১০ সিই ফাইটারের সক্ষমতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উপদেষ্টা বলেন, সাম্প্রতিক একটা রিয়েল এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে কমব্যাট সিচুয়েশনে। ভারত-পাকিস্তানে যখন যুদ্ধ হচ্ছে, ভারতের রাফাল ডাউন হয়েছিল, সেটা করেছিল চায়নিজ জে-১০। এই তথ্য এখন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং চায়নার তৈরি একটা মাল্টিরোল ফাইটার, এখন রাফালকে বলা হয় ৪.৫ জেনারেশনের সবচেয়ে আধুনিক ফাইটারগুলোর একটা। তার সঙ্গে কমব্যাট সিচুয়েশনে খুবই ভালো করেছে। সো, বাংলাদেশ সেদিকে মনোযোগ দিয়েছে এবং আশা করা যায় আমরা এই পথে খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছি।

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ বাড়ছে

১৯৭৫ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ ও চীন পারস্পরিক রাজনৈতিক আস্থা জোরদার করেছে। দু'দেশ বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করেছে এবং বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও চীনের যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, এতে করে দু'দেশের সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেড় দশকের বেশি সময় ধরে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে ভারতের একতরফা সম্পর্ক ছিল। এই অবস্থার মধ্যে চীনসহ অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে শেখ হাসিনা সরকার কূটনৈতিক সম্পর্ক চালিয়ে গেছেন। তবে দিল্লির সঙ্গে ঢাকার যতটা মাখামাখি ছিল, তা বেইজিংয়ের সঙ্গে ছিল না।

২০২৪-এর অভ্যুত্থানের কারণে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। আর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চীন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে থাকে। সেই যোগাযোগ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে বর্তমান সরকারের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হয়, ব্যাকফুটে পড়ে ভারত।

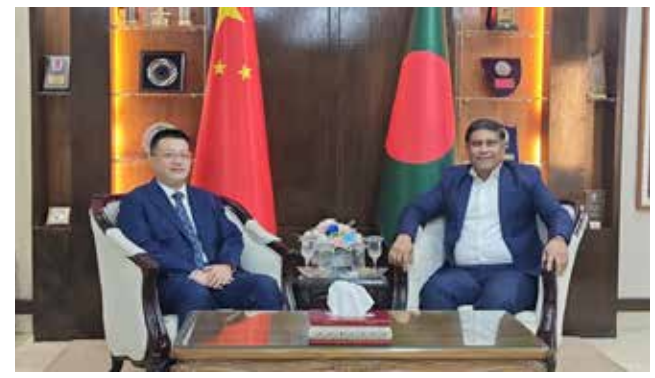

বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের পর চীনের সঙ্গে বেশি বেড়ে গেল কিনা-জানতে চাইলে সরকারের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমি মনে করি প্রকৃতি কখনো শূন্যস্থান পছন্দ করে না। একটি রাজনৈতিক দল দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় ছিল। তাদের সঙ্গে ভারতের প্রচুর যোগাযোগ ছিল। এখন ভারত যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এই যে শূন্যতা সেটা কেউ না কেউ তো পূরণ করবে। এমন নয় যে আমরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চীনের কাছে গেছি। আমার দরকার, চীন আসছে; ব্যাটে-বলে মিলে গেছে। আমরা যদি ভালো সুযোগ পাই সেটাতো নেবো, এটাতো স্বাভাবিক। কেউ যদি মনে করে ভারতে লক্ষ্য করে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছি, তা সঠিক নয়।'

এই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'আমরা মোংলা বন্দর আধুনিকায়ন করতে চাই, সেখানে চীন সহযোগিতা করছে। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য চাই, সেখানে চীন এগিয়ে আসছে। তিস্তা প্রকল্প, প্রতিরক্ষাসহ আরও কিছুতেই তারা এগিয়ে আসছে। এটা প্রাকৃতিকভাবে হইছে। চীনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে বাড়তে সম্পর্ক নতুন মাত্রায় চলে গেছেন। এখানে ভারত বা অন্য কাউকে লক্ষ্য করে কিছু হয়নি।

চীনের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে সাবেক রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস বলেন, 'সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তত সবাই চাইবে একটা ভালো কাজের পরিবেশ থাকুক। সম্পর্ক কখনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেলে ওখানে অন্য একজন চলেই আসে। ভারতের সঙ্গে খুব চ্যালেঞ্জিং হলে সেখানে চীন বা পাকিস্তান বা যুক্তরাষ্ট্র চলে আসবে। ঠিক চীনের সঙ্গে চ্যালেঞ্জিং হলেও অন্য কেউ চলে আসবে। চীন যোগাযোগ বাড়িয়েছে, সম্পর্ক ভালো হয়েছে।'

বিএনপি ও সিপিসি রাজনৈতিক 'ঘনিষ্ঠতা'

বিএনপিসহ বাংলাদেশের প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে চীনের পক্ষ থেকে বিশেষ তৎপরতা শুরু হয় অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিএনপির অন্তত চারটি প্রতিনিধিদল চীন সফর করেছে। ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর বিএনপির সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কোন্নয়নে জোর দেয় চীন। সেই লক্ষ্যে বিএনপির উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল ছাড়াও বেশ কয়েকটি দল চীন সফর করেছে।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার চার মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ফলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরকালে বিএনপি ও সিপিসির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এটি দুই দলের মধ্যে প্রথমবারের মতো কোনো সমঝোতা স্মারক।

বাংলাদেশকে শি জিনপিংয়ের 'ব্ল্যাংক চেক' *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

ফুলকপি দিয়ে কই



পরিচয় ডেস্ক : ফুলকপির তরকারি কমবেশি সবাই খান। চাইলে ছুটির দিনে ঘরে তৈরি করতে পারেন মজাদার ফুলকপির এক পদ। আপনি যদি কই মাছ পছন্দ করেন, তাহলে তৈরি করুন ফুলকপি ও কই মাছের ঝোল।

উপকরণ: কই মাছ ৫টি, পেঁয়াজ কুঁচি একটি, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, ফুলকপি ১টি টুকরো করে কাটা,আলু ২টি লম্বা করে কাটা, ফোড়নের জন্য এক টেবিল-চামচ পাঁচফোড়ন, শুকনো মরিচ ২-৩টি, তেজপাতা ২-৩টি, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, গরম মসলার গুঁড়া ১ চা চামচ, টমেটো ২টি টুকরো করে কাটা, লবণ ও চিনি মিষ্টি স্বাদমতো, সরিষার তেল ১ কাপ, মটরশুঁটি ১ কাপ ও ধনেপাতা কুঁচি ১ কাপ।

পদ্ধতি:প্যানে সরিষার তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে রেখে দিন। এরপর আলু সামান্য ভেজে তুলে রাখুন। এবার টুকরো করে কাটা ফুলকপি সামান্য ভেজে তুলে রাখতে হবে।

এরপর প্যানে আরেকটু তেল দিয়ে তেজপাতা, শুকনো মরিচ, পাঁচ ফোড়ন সামান্য ভেজে নিন। তারপর পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।

মটরশুঁটি ও সব গুঁড়া মসলা, হালকা চিনি মিশিয়ে দিন। মসলা থেকে তেল ছেড়ে দিলে সামান্য গরম পানি দিয়ে দিন।এরপর একে একে মাছ, আলু ও ফুলকপি দিয়ে দিন একে একে। ঢেকে কষিয়ে নিন তরকারি। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা খুলে মাছ উল্টে-পাল্টে আবারো ঢাকনা দিয়ে দিন। এরপর ঢাকনা খুলে উপরে সামান্য গরম মসলার গুঁড়া ও ধনেপাতা কুঁচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ফুলকপি দিয়ে কই মাছের তরকারি।

মোরগ পোলাও



পরিচয় ডেস্ক : অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে ঘরোয়া আয়োজন সবখানেই মানিয়ে যায় মোরগ পোলাও। এটি ছোট-বড় সবাই পছন্দের একটি খাবার। তবে অনেকেই ঘরে মোরগ পোলাও রান্না করতে ঝামেলা পোহান

অনেক উপকরণ জোগাড় করার পাশাপাশি ধাপে ধাপে রান্না করার কারণে অনেকেই মোরগ পোলাও সঠিক উপায়ে রাঁধতে পারেন না। আবার এটি তৈরি করতেও বেশ সময়ের প্রয়োজন। তাই সবাই কিনেই খান বিভিন্ন হোটেল বা রেস্টুরেন্ট থেকে।

উপকরণ: বাসমতি চাল ৫০০ গ্রাম, মুরগির মাংস ১ কেজি, কাজু ও পেস্তা বাদাম বাটা এক টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৩টি, জায়ফল ও জয়িত্রী গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, লেবুর রস ২ চা চামচ, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ ও টকদিই ১ কাপ।

পদ্ধতি: প্রথমে মাংসের সঙ্গে টকদই ও সামান্য লবণ মিশিয়ে আধা ঘণ্টা মেরিনেট করে রাখুন। এবার প্যানে গরম করে মেরিনেট করে মাংস তেলে ভেজে তুলে নিন। এরপর ওই তেলে আদা, রসুন ও পেঁয়াজ বাটা, টকদই, কাজুবাদাম বাটা ও সব গুঁড়া মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।

মসলা কষানোর সময় অল্প পানি দিন। মসলা থেকে তেল উঠে এল ভেজে রাখা মাংস মিশিয়ে দিন। ভারো করে মাংস কসিয়ে নিন।

এরপর চিনি, লেবুর রস ও কিশমিশ মিমিয়ে ঢেকে রান্না করুন। অন্যদিকে আলাদা একটি পাত্রে ঘি গরম করে আস্ত গরম মসলা ও পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন।

পেঁয়াজ বাদামি হয়ে এলে আগে থেকে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চাল হালকা ভেজে নিন। কিছুক্ষন পর মিশিয়ে দিন আদা বাটা ও লবণ। পরিমাণমতো গরম পানি মিশিয়ে দিন।

চাল ফুটে এলে পাত্রের ঢাকনা বন্ধ করে আঁচ কমিয়ে ২০ মিনিট দমে রেখে দিন। এরপর পোলাও তুলে রান্না করা মাংসের উপর দিয়ে দিন।

উপরে ছড়িয়ে দিন কেওড়ার জল, ঘি ও কাঁচা মরিচ। তারপর ঢাকনা দিন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ঝটপট মোরগ পোলাও।



জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা



ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিলি গার্লিক নুডলস



পরিচয় ডেস্ক : নুডুলস খেতে কে না পছন্দ করে! ছোট-বড় সবারই পছন্দের এই পদ। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তৈরি করেন নুডুলস। কারও পছন্দের স্যুপি নুডুলস আবার কারও মাসালা নুডুলস। বিকেলের নাস্তায় অনেকেরই আবার নুডুলস না হলে চলে না। এমনকি শিশুদের স্কুলের টিফিন ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা সবখানেই মানিয়ে যায় নুডুলস।

তবে একঘেয়েমি স্বাদের নুডুলসের বদলে এবার তৈরি করে নিন ভিন্ন স্বাদের চিলি গার্লিক নুডুলস।

অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে বিকেলের নাস্তায় দারুন মানিয়ে যাবে এই পদ।

উপকরণ: চিলি ফ্লেক্স ২ চা চামচ, চিলি সস ২ চা চামচ, সয়া সস ২ চা চামচ, রসুন কুচি ৩ কোয়া, সাদা তিল সামান্য, পেঁয়াজ কলি কুচি ২-৩টি, নুডলস ১৪০ গ্রাম ও তেল পরিমাণমতো।

পদ্ধতি: প্রথমে নুডলস সেদ্ধ করে নিন। এরপর ছাঁকনি দিয়ে পানি ছেঁকে নিন। ঠান্ডা পানি দিয়ে একবার সেদ্ধ নুডুলস ধুয়ে একেবারে পানি ঝরিয়ে নিন।

এবার একটি বাটিতে, চিলি ফ্লেক্স, চিলি সস, সয়া সস, সাদা তিল ও রসুন হালকা আঁচে ভাজতে থাকুন। তারপর ঢেলে দিন তেল।

আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা নুডলস ঢেলে নিন বাটিতে। ভাল করে মিশিয়ে মসলায় মিশিয়ে উপর দিয়ে পেঁয়াজকলি ছড়িয়ে দিন।

রান্না হয়ে এলে নামিয়ে নিয়ে সাজিয়ে নিন প্লেট আর উপভোগ করুন আপনার চিলি গার্লিক নুডলস।

নারকেল দুধে হাঁস ভুনা



পরিচয় ডেস্ক : শীত মানেই উৎসব, দাওয়াত আর খাওয়া-দাওয়া। শীতকালের ভোজন আয়োজন হাঁস ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। চালের রুটি কিংবা চিতই পিঠা হাঁসের মাংস জমে যায় সব কিছুর সঙ্গে। হাঁস খেতে পছন্দ করেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিলই বটে।

হাঁস ভুনা, ঝোল-ঝাল নানাভাবে রান্না করে খাওয়া যায়। নারকেল দুধ দিয়ে হাঁসের মাংস ভুনা খেতে খুবই সুস্বাদু। সকালের নাস্তায় কিংবা শীতের রাতের পিকনিক যে কোনোটাই একেবারে জমে যাবে গরম গরম চিতই পিঠার সঙ্গে হাঁসের এই পদটি।

উপকরণ: হাঁসের মাংস ১ কেজি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১/৪ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১/৪ কাপ, জিরা বাটা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, ছোট এলাচ ২টি, দারচিনি ২ ইঞ্চি, তেজপাতা ২টি, নারকেল দুধ ২ কাপ, গরম মশলা গুঁড়া ১ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা ৫-৬ টি, লবণ স্বাদমতো ও তেল পরিমাণমতো

পদ্ধতি:প্রথমে হাঁস ভালো ভাবে পরিষ্কার করে কেটে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন। এবার আদা, রসুন, জিরা বাটা দিয়ে ভালো করে কষাতে থাকুন। সামান্য পানি দিয়ে গুঁড়া মসলাগুলো মিশিয়ে কষান আরও কিছুক্ষণ। মসলার কাঁচা গন্ধ গিয়ে তেল উপরে উঠে এলে মাংস দিন। আবারো কষানোর পালা।

ভালোভাবে মসলার সঙ্গে মাংস কষিয়ে নিয়ে নারকেল দুধ আর কিছুটা পানি দিন। হালকা আঁচে ঢেকে মাংস রান্না করুন। সেদ্ধ হয়ে ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে কাঁচা মরিচ চেরা, গরম মশলা গুঁড়া, ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। গরম গরম উপভোগ করুন চালের রুটি, পরোটা, কালাই রুটি কিংবা চিতই পিঠার সঙ্গে।



ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি



সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন



Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com





আইএমএফের কাছে ২০২৯

৭ পৃষ্ঠার পর

লেভেলে আলোচনার সময় ঋণের পরিমাণ ও শর্ত চূড়ান্ত হবে। ব্যাককে ২০২৬ সালের আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সভার ফাঁকে আইএমএফের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাইজেল ক্লার্কের সঙ্গে বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তার সফরসঙ্গী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকটিকে 'ফলপ্রসূ আলোচনা' উল্লেখ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ বা কিস্তির সংখ্যা সরাসরি নিশ্চিত করেননি। তিনি জানান, স্টাফ লেভেলের আলোচনা ও আইএমএফের বোর্ড সভায় এসব বিষয় নির্ধারিত হবে।

তিনি বলেন, ২০৩০ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগেই, অর্থাৎ ২০২৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সংস্কার উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ এরপর সরকারকে জনগণের ম্যান্ডেটের মুখোমুখি হতে হবে।

অর্থমন্ত্রী আমীর খসরুও জানিয়েছেন, আইএমএফের নতুন এ ঋণ কর্মসূচির জন্য কিছু শর্ত থাকবে এবং তা পূরণও করতে হবে। তবে কিছু বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছানো হবে।

ব্যাককে ক্লার্কের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, প্রস্তাবিত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় কী ধরনের শর্ত থাকবে এবং সেগুলো কীভাবে পূরণ করা হবে, তা নিয়ে আরও আলোচনা হবে।

রাজস্ব আদায় ও ব্যাংকিং খাতের সংস্কারে গুরুত্ব

আইএমএফের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের উপ-পরিচালক সোনালি জৈন-চন্দ্র বলেন, প্রস্তাবিত এই ঋণের পরিমাণ ৪.৫ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার হতে পারে। এ-সংক্রান্ত আলোচনায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতের সংস্কারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে আইএমএফ। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলবিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে জৈন-চন্দ্র বলেন, বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত কমে ৭ শতাংশে নেমে এসেছে, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে।

তিনি বলেন, আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব আদায় বাড়ানো জরুরি। পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের বড় সমস্যাগুলো সমাধানে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নের ওপরও জোর দিয়েছে আইএমএফ। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু বলেন, ব্যাংকিং খাত, কর-জিডিপি অনুপাত, ব্যাংকের পুনঃমূলধনীকরণ ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আইএমএফে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এসব বিষয়ে আইএমেফের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বাংলাদেশও একমত। ইতিমধ্যে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চলবে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধসহ বৈশ্বিক নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাজেট-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিয়ে আইএমএফ সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

খেলাপি ঋণের হার বেড়ে প্রায় ৩৩ শতাংশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিদলের একজন কর্মকর্তা জানান, আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ব্যাংকিং খাতের সংস্কার পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে আমানতকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা ও খেলাপি ঋণ কমানোর পরিকল্পনা ছিল।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে সংকটে থাকা সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের আমানত ফেরত দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) থেকেই ন্যাশনাল ব্যাংকের গ্রাহকদের আমানত ফেরত দেওয়াও শুরু হয়েছে। দুর্বল ব্যাংকগুলোর আমানতকারীদের নিয়মিত অর্থ ফেরত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর ওপর গ্রাহকের আস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইছে সরকার। এছাড়া ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতেও পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে প্রতিনিধিদলটি।

২০২৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সই করা ঋণ চুক্তিতে ২০২৬ সালের মধ্যে খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু খেলাপি ইরন এখন বেড়ে প্রায় ৩৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

প্রস্তাবিত নতুন ঋণ কর্মসূচিতে খেলাপি ঋণের হার কতটা কমানো হবে, তা এখনও নির্ধারিত হয়নি বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

গত ১২ অক্টোবর ব্যাককে ২০২৬ সালের আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সভা শুরু হয়েছে। আগামী ১৮ অক্টোবর তা পর্যন্ত চলবে। এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, নীতিনির্ধারক ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। সংবাদ সুত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

পাঁচ দিনের মাথায় চাকরি

৮ পৃষ্ঠার পর

দিনে আত্মপক্ষ সমর্থনে পদটির জন্য তার যোগ্যতা এবং প্রস্তুতির ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমগুলোর করা বেশ কঠিন কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রেস সেক্রেটারির "আইনজীবী" পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন

এর আগে সিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন প্রেস সেক্রেটারি কেটি জাকারিয়ার আইনজীবী হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এবং হোয়াইট হাউস তার পক্ষও নিয়েছিল।

গত সপ্তাহে জাকারিয়াকে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে ট্রাম্প তাকে আইনজীবী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। বিবিসি জানায়, জাকারিয়াও নিজেকে আইনজীবী বলে পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তাকে প্রশ্ন করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কোন স্টেটে তিনি আইনজীবী হিসেবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় বার পরীক্ষায় পাস করেছেন? জবাবে জাকারিয়া বলেন, 'আমি যখন চীনে গিয়েছিলাম।' তবে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব স্টেটে তিনি বসবাস করেছেন, সেগুলোর কোনোটিতেই আইনজীবী হিসেবে তার নিবন্ধন থাকার তথ্য পাওয়া যায়নি।

হোয়াইট হাউসের যোগাযোগবিষয়ক পরিচালক স্টিভেন চেউং জাকারিয়ার পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমেরিকার জনগণকে তথ্য জানাতে সাহায্য করার জন্য কেটি অনন্য যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অত্যন্ত মেধাবী।' নিজের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে চলতি সপ্তাহে এক বিবৃতিতে জাকারিয়া বলেন, 'আমি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনসংক্রান্ত আইন নিয়ে কাজ করেছি। এ জন্য প্রয়োজনীয় সব যোগ্যতার সনদও আমার রয়েছে।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) "ক্যাম্পেইন ফর অ্যাকাউন্টেবিলিটি' নামের একটি নজরদারি সংস্থা ক্যালিফোর্নিয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনে অভিযোগ জমা দিয়েছে। সংস্থাটি জাকারিয়ার বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, জাকারিয়া বারবার জনসমক্ষে নিজেকে আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং লাইসেন্স ছাড়াই আইন পেশায় কাজ করার যোগ্য বলে দাবি করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে এ ধরনের কাজ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪২ বছর বয়সী জাকারিয়া ২০১১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার পেপারডাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক হন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে আইন বিষয়ে ডিগ্রি থাকলেই আইনজীবী হিসেবে কাজ করার অনুমতি পাওয়া যায় না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেটের বার পরীক্ষায় পাস করে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে হয়। বুধবার (১৪ অক্টোবর) নিউইয়র্ক টাইমসকে জাকারিয়া জানান, সংবাদমাধ্যমে প্রথমবার নিয়মিত উপস্থিত হতে শুরু করার সময় নিজের পরিচয় কীভাবে দেবেন, তা জানতে তিনি পেপারডাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

জাকারিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট তাকে নিজেকে 'লইয়ার' বলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তবে 'অ্যাটর্নি' বলতে নিষেধ করেছিলেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইন বিষয়ে স্নাতক হওয়ার পর জাকারিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার বার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তবে তিনি পাস করতে পারেননি। ক্যালিফোর্নিয়ার বার পরীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের কঠিন পরীক্ষাগুলোর একটি হিসেবে পরিচিত।

বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জানেন এমন এক ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছেন, বিয়ের পরিকল্পনা এবং হবু স্বামীর সঙ্গে চীনে যাওয়ার প্রস্তুতির সময়ের কাছাকাছি তিনি ওই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। পরে স্বামীর চাকরির কারণে জাকারিয়া চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে চলে যান। তার স্বামী যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। জাকারিয়া জানিয়েছেন, চীনে তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনসংক্রান্ত আইন নিয়ে কাজ করেছেন। তার পেশাগত যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি বেইজিংয়ের ঝং লুন আইন প্রতিষ্ঠানে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। চীনে কেবল দেশটির নাগরিকেরাই আইনজীবী হিসেবে কাজ করার লাইসেন্স পেতে পারেন।

নিউ ইয়র্ক সিটির ‘স্যাঙ্কচুয়ারি’ আইন বাতিলের জন্য ট্রাম্পের করা মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ফেডারেল বিচারক

৭০ পৃষ্ঠার পর

ডিপোর্টেশন বা নির্বাসন কার্যক্রমে নিয়োজিত করা যায় এবং আমাদের সম্পদ ওঈউ-এর নিষ্ঠুর এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হয়। আজ তারা পরাজিত হয়েছে।”

যুক্তরাষ্ট্রের একজন ডিস্ট্রিক্ট জাজ (যাঁরা ফেডারেল বিচারক হিসেবেও পরিচিত) র‍্যামন রেইয়েস তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন যে, ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগে স্টেট বা সিটিগুলিকে সহায়তা করতে হবে-এমন কোনো ফেডারেল আইন নেই। তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সেই যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে নিউইয়র্ক সিটির ‘স্যাঙ্কচুয়ারি’ আইনগুলো ফেডারেল সরকারের অভিবাসন আইন প্রয়োগের সক্ষমতাকে ‘ব্যাহত’ করে। বিচারক একে ‘দশম সংশোধনীর (ঞবহঃয অসবহফসবহঃ) পরিধি এড়িয়ে যাওয়ার একটি গোপন কৌশল’ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে অভিহিত করেছেন।

তাছাড়া, রায়ে বিচারক রেইয়েস আরো লিখেছেন যে নিউইয়র্ক সিটির সরকারি কর্মীদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের কোনো আইনি ভিত্তি নেই।

মামদানি বলেন, “আমাদের স্থানীয় আইনগুলো নিউইয়র্ক সিটিকে আরও নিরাপদ করে তুলেছে। এগুলো আমাদের সম্পদকে আমাদের কমিউনিটির সুরক্ষা ও সেবায় নিয়োজিত করার সুযোগ দেয়। এর ফলে নিউইয়র্কের প্রতিটি বাসিন্দা কোনো ভয় ছাড়াই তাদের নগর সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে পারেন-তাদের মনে এই আশঙ্কা থাকে না যে, সাহায্য চাইলে তারা নির্বাসনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবেন।”

২০১৪ সালে মেয়র ডি ব্লাসিওর আমলে শহরের এই ‘স্যাঙ্কচুয়ারি’ (অভয়াশ্রম সংক্রান্ত) আইনগুলো পাস হয়। এই আইনগুলো ফেডারেল অভিবাসন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোর (আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ) মধ্যকার যোগাযোগ ও সহযোগিতাকে সীমিত করে দেয়। নিউ ইয়র্ক সিটির

ব্রুকলিন ফেডারেল আদালতে দায়ের করা মামলায় ফোর্ট ওয়াশিংটন পার্কে কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার পেট্রোলের দায়িত্বপালনরত নন এমন একজন কর্মকর্তাকে গুলি করার ঘটনা এবং অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত দুজন অভিবাসীকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দাবি করা হয়েছে যে, নিউ ইয়র্ক সিটি “দীর্ঘদিন ধরেই এই দেশের অভিবাসন আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে।”

এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল নিউইয়র্ক সিটি, সাবেক মেয়র অ্যাডামস, সাবেক কাউন্সিল স্পিকার অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস, এনওয়াইপিডি (ঘণচউ) এবং ডিপার্টমেন্ট অফ কারেকশন-এর বিরুদ্ধে। মামলায় দাবি করা হয়েছে যে, নিউইয়র্কের ‘স্যাঙ্কচুয়ারি’ (অভিবাসী সুরক্ষা বিষয়ক) নীতিগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি হয়। এছাড়া, সংবিধানের ‘সুপ্রিমেসি ক্লজ’ (সর্বোচ্চ আইন সংক্রান্ত ধারা) অনুযায়ী, ফেডারেল আইন নিউইয়র্ক সিটির যেকোনো আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে।

মামলাটি দায়ের করার পর, ‘নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন’-এর প্রেসিডেন্ট মুরাদ আওয়াদদেহ ট্রাম্প প্রশাসনের এই প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন।

আওয়াদদেহ বলেন, “দুর্ভাগ্যবশত, ডোনাল্ড ট্রাম্প মনে করেন যে কেবল তিনিই আমাদের দেশের স্থানীয় আইনগুলো নির্ধারণ করতে পারেন-যা সংবিধানের দশম সংশোধনীর পরিপন্থী। এই মামলাটি অত্যন্ত ভিত্তিহীন; এটি নিউইয়র্কের নিজস্ব শাসনক্ষমতার ওপর একটি সরাসরি আক্রমণ। আমাদের সম্প্রদায়ের কল্যাণে স্থানীয় আইন প্রণয়নের যে সাংবিধানিক অধিকার নিউইয়র্কের রয়েছে, ট্রাম্পের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। মেয়র অ্যাডামসের উচিত ফেডারেল সরকারের এই অন্যায্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সকল নিউইয়র্কবাসীর কল্যাণ নিশ্চিত করা।”

বিচারক রেইয়েস যখন মামলাটি খারিজ করলেন, তার ঠিক এক সপ্তাহ আগেই ব্রঙ্কসে আইসিই (ওঈউ) এজেন্টদের গুলিতে অস্কার বেলগাল নামে এক নথিপত্রহীন অভিবাসী আহত হন। এই ঘটনা ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষুব্ধ নাগরিকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

বিশ্বে প্রত্যেক মানুষ বছরে গড়ে ১৩২ কেজি খাবার নষ্ট করে; সবচেয়ে বেশি খাবার নষ্ট করে মালদ্বীপ

৭০ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ ক্ষুধার মুখে পড়েছে। এই হার ২০২৪ সালের ৮.১ শতাংশ ও ২০২২ সালের সর্বোচ্চ ৮.৬ শতাংশের তুলনায় কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ২০১৯ সালের তুলনায় বর্তমানে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ১০ লাখ বেশি।

ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কোথায় সবচেয়ে বেশি?

বিশ্বের অন্য যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় আফ্রিকায় ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

২০২৫ সালে আফ্রিকার প্রায় ৩০ কোটি ৯০ লাখ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগেছে। এ সংখ্যা মহাদেশটির মোট জনসংখ্যার প্রতি পাঁচজনে একজন এবং সারা বিশ্বের মোট ক্ষুধার্ত মানুষের প্রায় অর্ধেক।

আর এশিয়ায় ২৯ কোটি ২০ লাখ মানুষ (মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশ) এবং লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৩ কোটি ২০ লাখ মানুষ (৪ দশমিক ৮ শতাংশ) অপুষ্টির শিকার ছিল।

২০২৬ সালের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকেও দেশভিত্তিক চিত্রে একই ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে। অপুষ্টি, বয়সের তুলনায় শিশুদের উচ্চতা না বাড়া (স্টান্টিং), উচ্চতার তুলনায় ওজন কমে যাওয়া (ওয়াস্টিং) ও শিশুমৃত্যুর হার-এই চারটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ১০০ স্কোরের মধ্যে দেশগুলোকে মূল্যায়ন করা হয়। কোনো দেশের স্কোর ৩৫ বা তার বেশি হলে সেখানকার পরিস্থিতিকে ‘উদ্বেগজনক’ বলে ধরা হয়।

৮ দেশে ক্ষুধার মাত্রাকে উদ্বেগজনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে সাতটিই আফ্রিকায়। তালিকার ১২২টি দেশের মধ্যে সোমালিয়ার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এর পরের অবস্থানগুলোতে রয়েছে যথাক্রমে ডিআর কঙ্গো, চাদ ও মাদাগাস্কার।

সুদান, দক্ষিণ সুদান, বুরুন্ডি ও ইয়েমেনের পরিস্থিতিকেও উদ্বেগজনক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে সংঘাত ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সূচকে এসব দেশের সুনির্দিষ্ট স্কোর নির্ধারণ করা যায়নি।

অন্যদিকে, বিশ্বে উৎপাদিত খাবারের একটি বড় অংশ কখনোই মানুষের পাত পর্যন্ত পৌঁছায় না।

প্রতি বছর কী পরিমাণ খাবার নষ্ট হয়?

মাঠ থেকে খাবার টেবিলে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই খাবারের ক্ষতি ও অপচয় ঘটে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্যমতে, বিশ্বজুড়ে উৎপাদিত খাবারের প্রায় ১৩ শতাংশই ফসল কাটার পর এবং দোকানে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যায়। মূলত গুদামজাত করা, পরিবহন কিংবা প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় এসব খাবার নষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে ফলমূল ও শাকসবজির ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি।

এফএওর তথ্যমতে, দোকানে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হওয়া এ খাবারের বার্ষিক বাজারমূল্য ৪০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) তথ্যানুসারে, পরবর্তীতে দোকানপাট, রেস্তোরাঁ ও বাসাবাড়িতে ভোক্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবারের প্রায় এক-পঞ্চমাংশই ফেলে দেওয়া হয়। ২০২২ সালে এ অপচয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০৫ কোটি টন। সহজভাবে বললে, এই খাবার বহন করতে ২০ টন ধারণক্ষমতার ৫ কোটি ২৫ লাখ ট্রাকের প্রয়োজন হবে।

খাবার অপচয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাসাবাড়ি। মোট অপচয়ের ৬০ শতাংশই হয় বাসাবাড়িতে। এর পরের অবস্থানে থাকা রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য খাদ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ২৮ শতাংশ এবং দোকানপাটে ১২ শতাংশ খাবার নষ্ট হয়।

সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় করে কোন দেশ?

বিশ্বে গড়ে প্রত্যেক মানুষ বছরে প্রায় ১৩২ কেজি খাবার নষ্ট করে, যা মোটামুটি দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওজনের সমান। এর মধ্যে ৭৯ কেজি খাবারই বাসাবাড়িতে ফেলে দেওয়া হয়।

তবে দেশভেদে এই অপচয়ের পরিমাণে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। ইউএনইপি বলছে, উষ্ণ আবহাওয়ার দেশগুলোর বাসাবাড়িতে খাবার নষ্ট হওয়ার প্রবণতা বেশি। ধারণা করা হয়, এসব দেশে তাজা কৃষিপণ্যের ব্যবহার বেশি এবং রেফ্রিজারেটর বা হিমায়ন সুবিধা কম থাকায় এমনটা ঘটে।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় হয় মালদ্বীপে। দেশটিতে মাথাপিছু বার্ষিক খাবার অপচয়ের পরিমাণ প্রায় ২৬০ কেজি, যা বৈশ্বিক গড়ের প্রায় দ্বিগুণ। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে সিরিয়া, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, সিশেলস, মেক্সিকো ও তিউনিসিয়া। এসব দেশের প্রতিটিতে বছরে মাথাপিছু ২১০ কেজির বেশি খাবার নষ্ট হয়।

অন্যদিকে সবচেয়ে কম খাবার অপচয় হওয়া দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্পেন। দেশটিতে মাথাপিছু খাবার অপচয়ের পরিমাণ বছরে প্রায় ৩৯ কেজি বা তারও কম।

খাবার অপচয়ের আর্থিক ও পরিবেশগত মূল্য কতটা?

জাতিসংঘের তথ্যানুসারে, খাবার নষ্ট ও অপচয়ের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতি বছর ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়।

খাবার ফেলে দেওয়ার অর্থ হলো-সেটি উৎপাদনে ব্যয় হওয়া অর্থ, জমি ও শক্তিরও অপচয় করা।

বিশ্বের প্রায় ১৪০ কোটি হেক্টর (৩৫০ কোটি একর) জমি-অর্থাৎ মোট কৃষিজমির ২৮ শতাংশ-এমন খাবার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ পর্যন্ত কেউ খায় না। জমির এই আয়তন পুরো কানাডার চেয়েও বড়।

এছাড়া বিশ্বে নির্গত মোট গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রায় ৮-১০ শতাংশই আসে নষ্ট ও অপচয় হওয়া খাবার থেকে। এর মধ্যে ভাগাড়ে পচতে থাকা খাবার থেকে নির্গত মিথেন গ্যাসও অন্তর্ভুক্ত।

মিশিগানের হামট্র্যামকের প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান মেয়র হওয়ার পথে মুহিত মাহমুদ

৭০ পৃষ্ঠার পর

প্রার্থী এখন এগিয়ে ১২ ভোটে। তবে মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের আগে তাঁকে পেরোতে হবে আরও একটি আইনি বাধা।

শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর ডেট্রয়েটে ওয়েন কাউন্টি বোর্ড অব ক্যানভাসার্সের তত্ত্বাবধানে আগে গণনা না হওয়া বিতর্কিত ৩৭টি ব্যালট গণনা করা হয়। এর মধ্যে মেয়র প্রার্থী মুহিত মাহমুদ পান ২৯ ভোট এবং বর্তমান মেয়র আদম আলহারবি পান ছয় ভোট। নতুন হিসাবে মাহমুদের মোট ভোট দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮৯। আলহারবির ভোট ২ হাজার ৭৭। তবে এই ফল এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যয়ন করা হয়নি।

মাহমুদের হামট্র্যামকে বসবাস এবং মেয়র পদে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা নিয়ে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ওয়েন কাউন্টির আইনজীবী রেবেকা কামারগো জানিয়েছেন, ওই মামলার শুনানির আগে মাহমুদকে বিজয়ী হিসেবে প্রত্যয়ন করতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে ২২ অক্টোবর। ফলে ভোটে এগিয়ে গেলেও ১৭ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মাহমুদের মেয়র হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি।

শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব নিতে পারলে হামট্র্যামকের ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান মেয়র হবেন মুহিত মাহমুদ। ডেট্রয়েটের গণমাধ্যম ডব্লিউডিইটি নির্বাচনের আগেই তাঁর প্রার্থিতার এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেছিল। সিলেটের গোলাপগঞ্জের সন্তান মাহমুদের রাজনৈতিক পথচলায় তাই নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে দীর্ঘদিন বাদ পড়ে থাকা ভোটগুলো।

ঘটনার শুরু ২০২৫ সালের ৪ নভেম্বরের নির্বাচনকে ঘিরে। মিশিগান আপিল আদালতের রায়ে উঠে এসেছে, ভোটের রাতে প্রকাশিত অনানুষ্ঠানিক হিসাবে আলহারবি পেয়েছিলেন ২ হাজার ৯ ভোট এবং মাহমুদ ১ হাজার ৯৯৮ ভোট। পরদিন নগর ক্লার্ক দেখতে পান, গণনার জন্য পাঠানো ব্যালটের খামের সংখ্যা ও গণনা করা ভোটের সংখ্যায় ৩৭টির ব্যবধান রয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ৩৭টি খাম খোলা হলেও ভেতরের ব্যালট বের করে গণনা করা হয়নি। সেগুলো গণনা হয়ে যাওয়া ব্যালটের খামগুলোর সঙ্গে মিশে ছিল।

পরে ব্যালটগুলো নিরাপদ পাত্রে রেখে সিলগালা করে কাউন্টি বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু এর আগে নগর ক্লার্কের কার্যালয়ে অনুমোদিত নির্বাচনী কর্মীদের বাইরেও কয়েকজন প্রবেশ করেছিলেন বলে জানা যায়। এতে ব্যালটগুলোর হেফাজত ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেগুলো গণনা করার বিষয়ে বোর্ডে মতৈক্য না হওয়ায় প্রত্যয়িত ফলাফলে ওই ভোট অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

নির্বাচনের প্রাথমিক প্রত্যয়িত ফলে আলহারবি এগিয়ে ছিলেন ছয় ভোটে। পরে পুনর্গণনায় তাঁর ভোট বেড়ে হয় ২ হাজার ৭১, মাহমুদের ভোট থাকে ২ হাজার ৬০। ব্যবধান দাঁড়ায় ১১ ভোটে। আলহারবি জানুয়ারিতে মেয়রের দায়িত্ব নিলেও বাদ পড়া ৩৭টি ব্যালট গণনার জন্য মাহমুদের আইনি লড়াই চলতে থাকে।

নিম্ন আদালতে প্রতিকার না পেয়ে মাহমুদ আপিল করেন। ২০২৬ সালের ২৭ মার্চ মিশিগান আপিল আদালত নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত উল্টে দেয় এবং আইন অনুযায়ী ব্যালটগুলো যাচাই ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের রায়ে বলা হয়, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিয়ম পালনের ব্যর্থতার কারণে যোগ্য ভোটারের ভোট গণনার বাইরে রাখা যায় না, যদি অন্য কোনো আইনি কারণে সেটি অযোগ্য না হয়। আগস্টে মিশিগান সুপ্রিম কোর্ট আপিল শুনতে অস্বীকৃতি জানালে ওই সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। এরপর নিম্ন আদালতের প্রক্রিয়া পেরিয়ে শুক্রবার ভোটগুলো গণনা করা হয়।

নতুন হিসাব ঘোষণার পর গণনাস্থলে মাহমুদের সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। মাহমুদ বোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর লড়াইয়ের বিষয় শুধু জয় নয়, গণতন্ত্র ও ভোটারের অধিকার। শহরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে আলহারবিকেও একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

অন্যদিকে আলহারবি পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ব্যালটগুলোর নিরাপত্তা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি তুলে ফল চ্যালেঞ্জ করার কথা বলেছেন তিনি। তাঁর আইনজীবী নাবিহ এইচ. আয়াদও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তবে তাঁদের তোলা কারচুপির অভিযোগকে প্রমাণিত ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এসব অভিযোগের পাশাপাশি মাহমুদের বসবাসসংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তিও বাকি রয়েছে।

আলহারবির দাবি, মাহমুদ প্রকৃতপক্ষে হামট্র্যামকের বাসিন্দা নন, থাকেন ট্রয় শহরে। মাহমুদ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ডব্লিউডিইটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ২০২১ সালে কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সময় থেকে হামট্র্যামকে বসবাস করছেন। ট্রয়ে তাঁর আরেকটি বাড়ি রয়েছে, যেখানে পরিবারের সদস্যরা থাকেন।

মাহমুদের জনসম্পৃক্ততার ইতিহাস অবশ্য এই নির্বাচনকে ছাড়িয়ে বিস্তৃত। তিনি আতিথেয়তা খাতের কর্মীদের সংগঠন ইউনাইট হিয়ার লোকাল ২৪-এ নেতৃত্ব দিয়েছেন। মিশিগান বাংলাদেশি-আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ককাসের সভাপতি এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির স্থানীয় সাংগঠনিক দায়িত্বও পালন করেছেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে সহায়তামূলক কাজ করা গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ড ইউএসএর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। ২০২২ সালে কাউন্সিল সদস্য আদম আলবারমাকি পদত্যাগ করলে শূন্য পদে মাহমুদ নিযুক্ত হন।

প্রায় এক বছর আগে ১১ ভোটে পিছিয়ে থাকা মুহিত মাহমুদ এখন ১২ ভোটে এগিয়ে। ভোটের অঙ্ক তাঁর পক্ষে ঘুরেছে। এখন অপেক্ষা আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত এবং আনুষ্ঠানিক প্রত্যয়নের। সেই পথ পেরোতে পারলেই হামট্র্যামকের মেয়রের আসনে প্রথমবারের মতো বসবেন একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান। নজরুল মিন্টো টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

ইসরায়েল বন্ডে নিউ ইয়র্ক স্টেট পেনশন তহবিল বিনিয়োগ অব্যাহত

৭০ পৃষ্ঠার পর

থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহারের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখেও, স্টেট কম্পট্রোলার টম ডি'নাপোলি ইসরায়েলি বন্ডে পেনশন তহবিল বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছেন।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের ৩০৯.৭ বিলিয়ন ডলারের বিশাল পেনশন তহবিল পোর্টফোলিওতে ইসরায়েলি সরকারি বন্ড ধরে রাখার পক্ষে।

ডি'নাপোলির এই অবস্থান এমন সময়ে এল, যখন তার ঠিক এক সপ্তাহ আগেই নিউ ইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার মার্ক লেভিন তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জানিয়েছেন যে, তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির পেনশন তহবিল থেকে ইসরায়েলি বন্ডে আর নতুন করে বিনিয়োগ করবেন না।

নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলারদের ওপর তাদের নিজ নিজ প্রশাসনের পেনশন বিনিয়োগ পরিচালনার দায়িত্ব থাকে।



ফুলকপি খাওয়ার ১০ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : শীতের সবজি ফুলকপির দাপট এখন বাজারে। উপকারী এই সবজি দিয়ে রান্না করে ফেলা যায় মজার সব পদ। ফুলকপিতে আছে প্রচুর খাদ্য আঁশ। থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, নায়াসিন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাসেরও ভালো উৎস এই সবজি। ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। জেনে নিন নিয়মিত ফুলকপি খাওয়ার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ফুলকপির অনেক পুষ্টি উপাদান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এগুলো ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। বিশেষ করে ফুলকপিতে আয়োডিন-৩-কারবিনল নামক যৌগ থাকে। গবেষণা বলছে, ক্যানসারের কোষের বৃদ্ধি ও টিউমার গঠনে বাধা দেয় উপাদানটি। ফুলকপিতে গ্লুকোসিনোলেটস নামে পদার্থের একটি গ্রুপ রয়েছে। এটি হজম করার সাথে সাথে পদার্থগুলো ভেঙে যায় যা ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। এরা কোষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

২. ফুলকপির বি, সি ও কে ভিটামিন আমাদের সর্দি, হাঁচিকাশি, জ্বর জ্বর ভাব, নাক দিয়ে পানি পড়া সমস্যা দূর করে।

৩. কালে দাঁত লালচে হয়ে যাওয়া, দাঁতের মাড়ি দুর্বল হওয়া থেকে বাঁচায় ফুলকপি। এ ছাড়া ফুলকপিতে রয়েছে দাঁত ও মাড়ির উপকারী ক্যালসিয়াম ও ফ্লোরাইড।

৪. ফুলকপি চোখের জন্য খুবই উপকারী। এতে থাকা সালফোরাফেন চোখের রেটিনা ও অন্যান্য কোষ সতেজ রাখে। চোখে ছানি পড়া, অন্ধত্বসহ চোখের রোগ থেকে দূরে থাকতে পারবেন নিয়মিত ফুলকপি খেলে।

প্রতি ৮টি ক্যানসারের ১টির জন্য দায়ী সংক্রমণ, যার অধিকাংশই প্রতিরোধযোগ্য

বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ নতুন ক্যানসার আক্রান্তের পেছনে ভূমিকা রাখছে এমন সব সংক্রমণ, যা হয় চিকিৎসাযোগ্য অথবা প্রতিরোধযোগ্য। এর অর্থ হলো, একটু সচেতন হলেই এই ক্যানসারগুলো পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব ছিল।

যুক্তরাজ্যের চিকিৎসা সাময়িকী 'দ্য ল্যানসেট অনকোলজি'তে প্রকাশিত নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী প্রতি ৮টি ক্যানসারের ঘটনার মধ্যে একটির পেছনে কোনো না কোনো সংক্রমণের ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে অনেক সংক্রমণই টিকা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা তুলনামূলক সহজ চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার-এর এপিডেমিওলজিস্ট এবং এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ লেখক গ্যারি ক্লিফোর্ড বলেন, 'ক্যানসার হওয়ার অনেক আগেই আমরা এটি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারি।' তিনি আরও বলেন, 'এই প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিগুলো মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কেবল প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সঠিক প্রচারপ্রচারণা। কারণ বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ সত্যিই কাজ করে এবং এটি মূলত একটি সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়।'

গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৩ লাখ নতুন ক্যানসার আক্রান্তের পেছনে প্রধান কারণ ছিল নানা ধরনের সংক্রমণ, যা ওই বছরের মোট ক্যানসার শনাক্তের প্রায় ১২ শতাংশের সমান। এর মধ্যে প্রধান দুটি সংক্রমণ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। যার একটি হলো হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি বা সংক্ষেপে 'এইচ পাইলোরি', যা মূলত

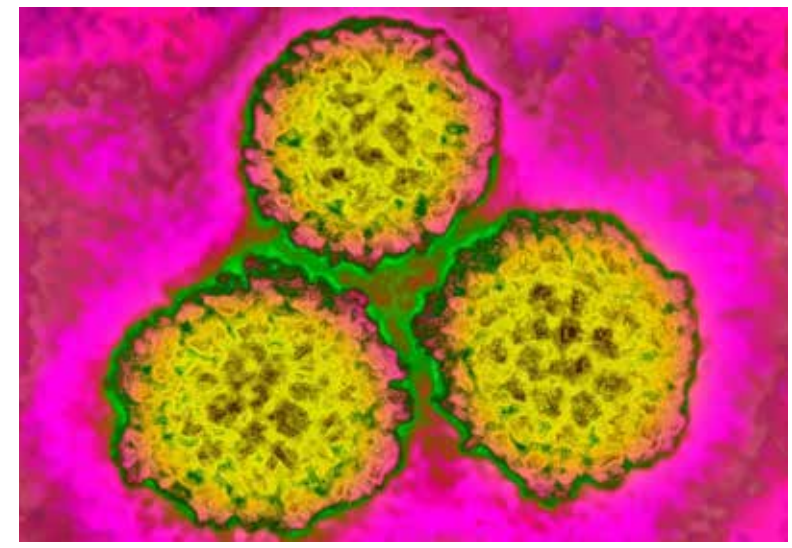

পাকস্থলীর ক্যানসারের জন্য দায়ী এবং অন্যটি হলো হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি), যা প্রধানত জরায়ুমুখের ক্যানসারের অন্যতম কারণ। গবেষকদের ধারণা, কেবল এই দুটি সংক্রমণই ২০২৪ সালে ১৫ লাখের বেশি ক্যানসারের কারণ ছিল। এ ছাড়াও অন্যান্য সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে-

ঙ হেপাটাইটিস বি বা এইচবিভি প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ক্যানসারের জন্য দায়ী, যার অধিকাংশই ছিল লিভার ক্যানসার।

ঙ অ্যাপস্টাইন-বার ভাইরাস বা ইবিভি প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার ক্যানসারের সঙ্গে এর সংযোগ পাওয়া গেছে; এর মধ্যে নাসোফ্যারিংস (নাক ও গলার সংযোগস্থল) থেকে শুরু হওয়া মাথা ও ঘাড়ের ক্যানসারই প্রধান। ঙ হেপাটাইটিস সি বা এইচসিভি প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার ক্যানসারের সঙ্গে জড়িত, যার অধিকাংশই ছিল লিভার ক্যানসারের ঘটনা।

'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার' এর এপিডেমিওলজিস্ট এবং এই গবেষণার অন্যতম লেখক হ্যারিয়েট রামগে মনে করেন, লিভার ও পাকস্থলীর ক্যানসারের মতো সংক্রমণজনিত কিছু ক্যানসারের চিকিৎসার ফলাফল সাধারণত ভালো হয় না। এর মানে হলো, এসব ক্যানসারে মৃত্যুর হারের একটি বড় অংশও সংক্রমণের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। আবার জরায়ুমুখের ক্যানসার এবং কাপোসি সারকোলার মতো রোগগুলোর ক্ষেত্রে ক্যানসার সৃষ্টির জন্য সংক্রমণ অপরিহার্য।

রামগে আরও বলেন, 'তবে ক্যানসারের জন্য দায়ী শীর্ষ পাঁচটি প্রধান সংক্রমণের মধ্যে চারটির জন্যই অত্যন্ত কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রয়েছে।'



শীতে কাঁচা মরিচ খেলে যেসব উপকার পাবেন

পরিচয় ডেস্ক : কাঁচা মরিচের নাম শুনলেই মাথায় আসে ঝালের কথা। আমাদের অনেকের প্রতিদিনের খাবারের রুটিনে থাকে কাঁচা মরিচ। আমাদের নিত্যদিনের প্রায় প্রতিটি খাবারে ব্যবহার করা হয় কাঁচা মরিচ। কাঁচা মরিচ শুধু যে খাবার ঝাল করতে তা নয়, এই মরিচে রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ।

কাঁচা মরিচে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, কে, বি৬, থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, নায়াসিন এবং ফলেট। এছাড়াও রয়েছে সোডিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনিজ উপাদান। কাঁচা মরিচে প্রচুর ডায়াটারি ফাইবার, পানি, অল্প পরিমাণে কার্বহাইড্রেট ও প্রোটিনও রয়েছে। কাঁচা মরিচে ভিটামিন সি থাকার কারণে শীতে এটি খেলে সর্দিকাশিতে আরাম পাওয়া যায়। যাদের নাক বন্ধ হয়ে যায়, এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাদের জন্য কাঁচা মরিচ খাওয়া উপকারী। কেননা কাঁচা মরিচ নাক বন্ধ দূর করে।

কাঁচা মরিচে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ। এই ভিটামিন রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

কাঁচা মরিচ মানসিক অবসাদ দূর করতেও ভূমিকা রাখে। কেননা এটি এন্ডোরফিন ও সেরোটনিন নিঃসরণে করে, যা মানসিক অবসাদ দূর করে মনকে উৎফুল্ল রাখে।

কাঁচা মরিচে থাকে ক্যাপাসিয়াসিন নামক উপাদান, যা তাপ উৎপাদন করে। ক্যাপাসিয়াসিন দেহের বিপাক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, স্বাদ নিয়ন্ত্রণ করে। আর এভাবে ওজন কমাতেও ভূমিকা রাখে কাঁচা মরিচ। আবার ক্যাপাসিয়াসিন নামক উপাদান শরীরের ব্যথা দূর করতেও ভূমিকা রাখে।

কাঁচা মরিচে আছে ভিটামিন কে, যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। আর রক্ত স্বাভাবিকভাবে চলাচল করলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা অনেকাংশেই কমে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতেও ভূমিকা রাখে কাঁচা মরিচ।



ডায়াবেটিস? নিয়ন্ত্রণে রাখতে যা খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপন করার অর্থ হলো আপনি কী খাচ্ছেন সেদিকে বাড়তি মনোযোগ দেওয়া। শুধু চিনি এড়িয়ে চলাই যথেষ্ট নয়, বরং এমন খাবার খাওয়া প্রয়োজন যা আপনার শরীরকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে একটি পুষ্টি উপাদান যা বেশিরভাগ সময় আড়ালে থেকে যায়।

তা হলো ক্রোমিয়াম। এটি একটি স্বল্পমাত্রার খনিজ যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আশ্চর্যজনকভাবে বড় ভূমিকা পালন করে।

যদিও আমাদের খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়, তবে ক্রোমিয়াম ইনসুলিনকে তার কাজ আরও কার্যকরভাবে করতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এর অর্থ হলো গ্লুকোজের আরও ভালো নিয়ন্ত্রণ, রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া কমানো এবং সারাদিন ধরে স্থিতিশীল শক্তি বজায় রাখা। সরাসরি সাপ্লিমেন্টের দিকে না ঝুঁকে, ক্রোমিয়াম পাওয়ার সেরা উপায় হলো দৈনন্দিন খাবার।

ক্রোমিয়াম সমৃদ্ধ দৈনন্দিন খাবার

ক্রোমিয়াম পাওয়ার জন্য আপনার কোনো বিশেষ সুপারফুডের প্রয়োজন নেই। এটি ইতিমধ্যেই এমন অনেক খাবারে উপস্থিত থাকে যা আপনি নিয়মিত খান। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

ব্রোকলি

ব্রোকলিকে সুপারফুড বলা হয়, এবং তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। এটি ক্রোমিয়ামের অন্যতম সেরা প্রাকৃতিক উৎস। দুপুরের বা রাতের খাবারে এক পরিবেশন সেদ্ধ ব্রোকলি যোগ করলে তা কেবল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে না, বরং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন এবং ফাইবারও সরবরাহ করে।

শস্যদানা

ওটস, ব্রাউন রাইস এবং বার্লির মতো শস্যদানা ফাইবারের স্বাস্থ্যকর উৎস। তবে এগুলোতে ক্রোমিয়ামও রয়েছে যা ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। সাদা ভাত বা পরিশোধিত রুটির পরিবর্তে হোল গ্রেইন বা পূর্ণ শস্যদানা খাওয়া একটি সহজ পদক্ষেপ।

হোল গ্রেইনে ক্রোমিয়াম এবং ফাইবার উভয়ই থাকে, যা রক্তে শর্করার নিঃসরণকে ধীর করে এবং আপনার শক্তিকে স্থিতিশীল রাখে।

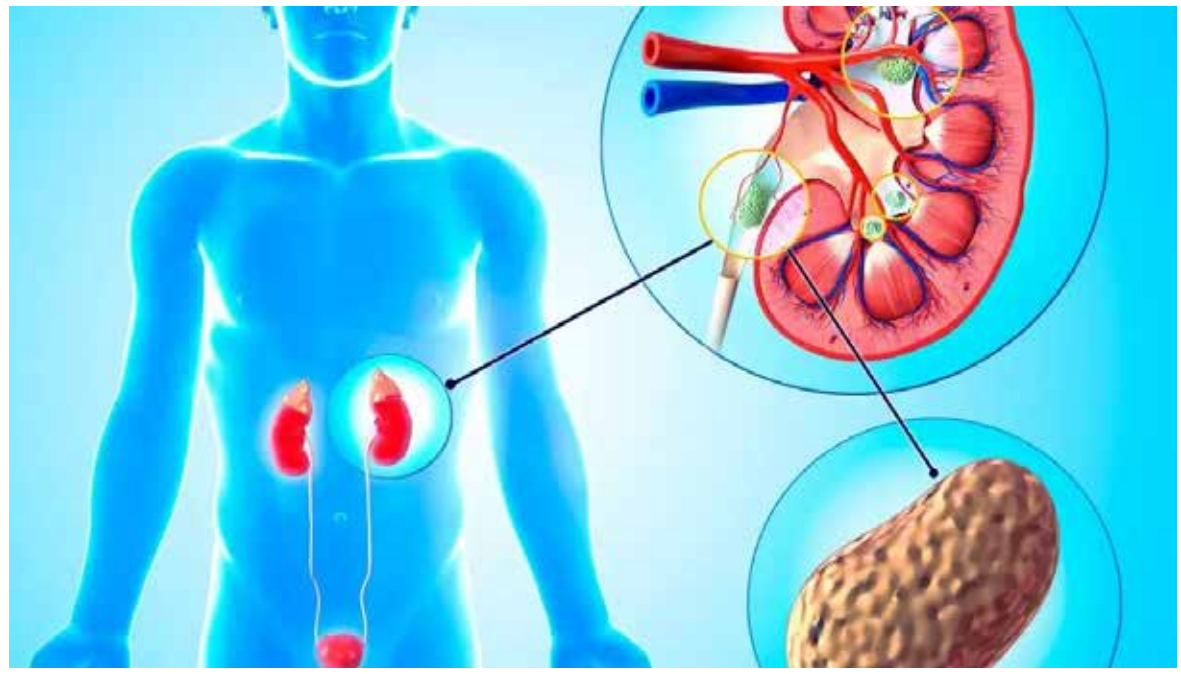

কিডনি সুস্থ রাখার সহজ উপায়: কী খাবেন, কী এড়িয়ে চলবেন?

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের শরীরে জমে থাকা বর্জ্য পদার্থ ছেঁকে বের করা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং পানি ও খনিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে কিডনি বা বৃক্কের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ দৈনন্দিন খাবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই কিডনির স্বাস্থ্যের বিষয়টি খেয়াল রাখি না। অনিয়মিত বা অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস কিডনির ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে। তাই কিডনি ভালো রাখতে খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি।

কিডনি সুরক্ষায় যেসব খাবার খাবেন

বেরি জাতীয় ফল : ব্লুবেরির মতো বেরি জাতীয় ফল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যা শরীরের কোষগুলোকে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি এতে সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকায় এটি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখা নিরাপদ।

ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ মাছ : স্যামন বা এ জাতীয় তৈলাক্ত মাছের ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড প্রদাহ কমায় এবং হৃদযন্ত্র ভালো রাখে। তবে কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে মাছের পরিমাণ ও ধরন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করা উচিত।

বিজ্ঞাপন

লাল ক্যাপসিকাম : লাল ক্যাপসিকামে প্রচুর ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবার থাকে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো- এতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস অনেকটাই কম থাকে।

অলিভ অয়েল : স্যাচুরেটেড ফ্যাটের স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে অলিভ অয়েল। এতে থাকা উপকারী ফ্যাট হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে সাহায্য করে, যা পরোক্ষভাবে কিডনির কার্যকারিতাও বজায় রাখে।

যেসব খাবার কমানো বা এড়িয়ে চলা উচিত

বিজ্ঞাপন

অতিরিক্ত লবণ ও প্রক্রিয়াজাত খাবার : নোনতা স্ন্যাকস, চিপস, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, ক্যানড বা প্রসেসড ফুডে প্রচুর সোডিয়াম থাকে। এটি উচ্চ রক্তচাপ তৈরি করে এবং শরীরে পানি জমতে সাহায্য করে।

অতিরিক্ত লাল মাংস ও প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট : অতিরিক্ত প্রোটিন কিডনির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া প্রোটিন পাউডার বা সাপ্লিমেন্ট খাওয়া এবং অতিরিক্ত লাল মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

মিষ্টি পানীয় ও সোডা : কোকা-কোলা বা মিষ্টি পানীয় রক্তে শর্করা এবং ওজন বাড়িয়ে দেয়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ কিডনি বিকল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

অতিরিক্ত মদ্যপান : মদপান শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি করে এবং রক্তচাপ বাড়িয়ে কিডনির ক্ষতি করে।

শুধু খাবার নয়, কিডনি ভালো রাখতে নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং রক্তে শর্করা ও রক্তচাপ নিয়মিত মাপা প্রয়োজন। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় কিডনি রোগের বড় কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

সবার শরীরের চাহিদা এক নয়।

ফ্যাটি লিভার মানেই ক্যানসার নয়, সচেতনতায় এড়ানো সম্ভব ঝুঁকি

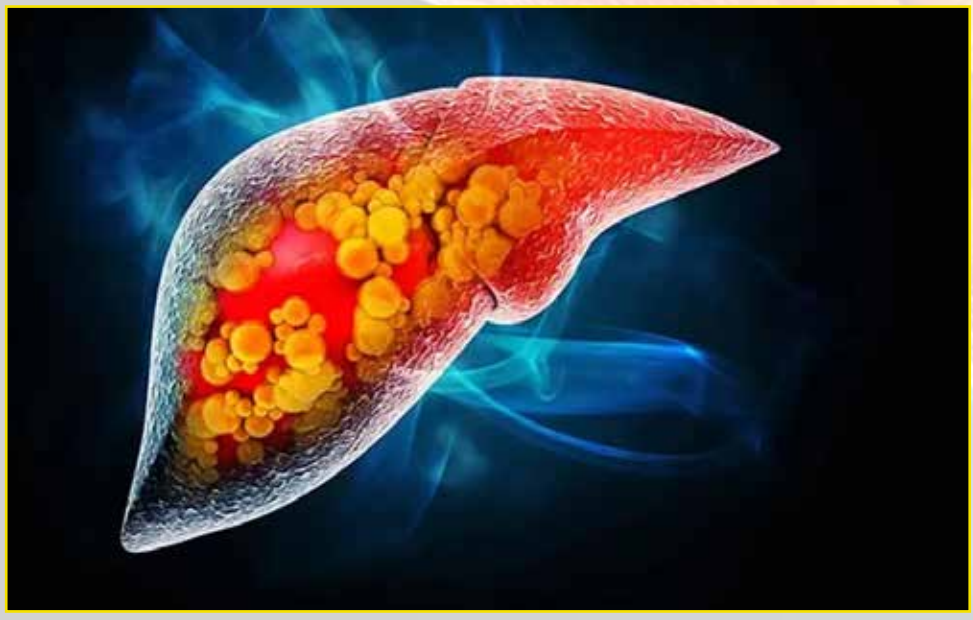

পরিচয় ডেস্ক: ফ্যাটি লিভার মানেই লিভারের ক্যানসার নয়। তবে লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমার রোগ দীর্ঘদিন অবহেলা করলে কিছু ক্ষেত্রে তা গুরুতর আকার নিতে পারে। প্রথম দিকে এই রোগের তেমন কোনো লক্ষণ না থাকায় অনেকেই বুঝতে পারেন না যে, শরীরের ভেতরে ধীরে ধীরে ক্ষতি হচ্ছে। তাই ফ্যাটি লিভার ধরা পড়লে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তবে একই সঙ্গে ক্যানসার নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই।

কখন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে?

ফ্যাটি লিভার থাকলেই যে লিভার ক্যানসার হবে, এমন নয়। কিন্তু মূল বিষয় হলো, লিভারে প্রদাহ বা ক্ষত তৈরি হচ্ছে কি না এবং সময়ের সঙ্গে রোগটি কতটা বাড়ছে, সে দিকে নজর দিতে হবে। নয়তো ধীরে ধীরে ফ্যাটি লিভার থেকে লিভারে গুরুতর রোগ তৈরি হয়ে যেতে পারে। তার মানে ফ্যাটি লিভারের অসুখকে গুরুত্ব না দিলে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। তাই এ বিষয়ে কোনো ভুল করা চলবে না।

মূলত লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমলে ফ্যাটি লিভার হয়। অনেকের ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়েই থেকে যায় এবং তেমন ক্ষতি করে না। কিন্তু কারও কারও শরীরে জমে থাকা চর্বি লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে; এই অবস্থাকে বলা হয় 'স্টিয়াটোহেপাটাইটিস'। তবে অনেক ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভার কোনো উপসর্গ নিয়ে আসে না, যার ফলে রোগ শনাক্ত হতে বেশ দেরি হয়ে যায়। তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ, মাঝেমধ্যেই স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে লিভারের অবস্থা জেনে নেওয়া ভালো। দীর্ঘদিন প্রদাহ থেকে গেলে লিভারের কোষ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেখানে ফাইব্রোসিস তৈরি হতে পারে। ক্ষত আরও বাড়লে সিরোসিসের মতো গুরুতর অবস্থা দেখা দিতে পারে। সিরোসিস হলে লিভার ক্যানসারের ঝুঁকিও বহুগুণ বেড়ে যায়; আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশের ক্ষেত্রে রোগটি আরও মারাত্মক রূপ নেয়। তাই সঠিক সময়ে ওজন নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে লিভারে ফ্যাট জমা প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরি।

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1702
Saturday, October 17, 2026

নিউ ইয়র্ক সিটির ‘স্যাঙ্কচুয়ারি’ আইন বাতিলের জন্য ট্রাম্পের করা মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ফেডারেল বিচারক



পরিচয় ডেস্ক: ব্রুকলিনের একজন ফেডারেল বিচারক বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) ট্রাম্প প্রশাসনের দায়ের করা একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছেন। এই মামলার উদ্দেশ্য ছিল নিউইয়র্ক সিটিতে নথিপত্রহীন অভিবাসীদের সুরক্ষায় বিদ্যমান ‘স্যাঙ্কচুয়ারি’ (অভিবাসী সুরক্ষা) নীতিগুলো বাতিল করা।

গত ২০২৫ সালের জুলাই মাসে দায়ের করা এই মামলায় একটি ‘স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা’ চাওয়া হয়েছিল, যাতে স্থানীয় আইনগুলো বাতিল করা যায়-যে আইনগুলোর কারণে অভিবাসন আইন প্রয়োগের কাজে সিটির সম্পদ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এছাড়া, এই আইনগুলোর ফলে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ কারেকশন (কারা বিভাগ) এবং এনওয়াইপিডি (নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ)-এর মতো নগর সংস্থাগুলো ফেডারেল ‘ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট’ (ICE) বা অন্যান্য ফেডারেল সংস্থার দেওয়া ‘সিভিল ইমিগ্রেশন ডিটেইনার’ (অভিবাসন সংক্রান্ত আটকাদেশ) কার্যকর করতে বাধ্য নয়।

এক বিবৃতিতে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র মামদানি বলেন, “এটি নিউইয়র্কবাসীর জন্য একটি বিজয় এবং ICE-এর নির্বাসন এজেন্ডার প্রতি একটি কঠোর জবাব। ফেডারেল সরকার আদালতে এসেছিল নিউইয়র্ক সিটিকে বাধ্য করতে, যাতে তাদের সরকারি কর্মচারীদের *বাকি অংশ ৬৭ পৃষ্ঠায়*



মিশিগানের হামট্র্যামকের প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান মেয়র হওয়ার পথে মুহিত মাহমুদ

নজরুল মিন্টো: মাত্র ১১ ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়রের দায়িত্বও নিয়েছেন। তবু হাল ছাড়েননি। ভোটের হিসাব থেকে বাদ পড়া ৩৭টি ব্যালট গণনার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রায় এক বছর পর সেই ভোট গণনা হতেই পাল্টে গেল হিসাব। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হামট্র্যামক শহরের মেয়র নির্বাচনে বাংলাদেশি-আমেরিকান এই *বাকি অংশ ৬৭ পৃষ্ঠায়*

কোন কারণ ছাড়াই আমেরিকার নাগরিকদের গ্রেফতার করা হলে ৫ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদানে কংগ্রেস বিল উত্থাপন



পরিচয় ডেস্ক: কোন কারণ ছাড়াই আমেরিকার নাগরিকদের গ্রেফতার করা হলে ৫ লক্ষ ড লার ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কংগ্রেস বিল উত্থাপন করা হয়েছে।

উত্থাপিত নতুন বিল অনুযায়ী, ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই (ICE)-এর হাতে অন্যায়ভাবে আটক হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা ৫ লাখ ডলার পর্যন্ত পেতে পারেন।

এই আইনটি যুক্তরাষ্ট্রের এমন নাগরিকদের জন্য অধিকার রক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট আইনী পথ তৈরি করবে যখন অভিবাসন কর্মকর্তা-অথবা অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী অন্য কোনো আইন প্রয়োগকারী-আদালতের ওয়ারেন্ট বা কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া তাদের আটক করেছেন।

নিউ মেক্সিকোর ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি তেরেসা লেগার ফার্নান্দেজ বৃহস্পতিবার ‘জাস্টিস ফর সিটিজেনস রংফুলি ডিটেইনড বাই আইসিই অ্যাক্ট’ (ICE-এর দ্বারা অন্যায়ভাবে আটক নাগরিকদের জন্য ন্যায়বিচার আইন) উত্থাপন করেছেন।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত নিউ জার্সির ডেমোক্র্যাট বনি ওয়াটসন *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*



৩৪ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বাংলাদেশি

এনামুল হক এনাম গ্রেফতার ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের বাফেলো সিটিতে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইস কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ, সংস্কৃতি-প্রমোটার এনামুল হক এনাম হক (৬২), যিনি ৩৪ বছরেরও *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*



বিশ্বে প্রত্যেক মানুষ বছরে গড়ে ১৩২ কেজি খাবার নষ্ট করে; সবচেয়ে বেশি খাবার নষ্ট করে মালদ্বীপ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে পরিবেশন করা প্রতি পাঁচ প্লেট খাবারের মধ্যে প্রায় এক প্লেটই শেষপর্যন্ত ডাস্টবিনে গিয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে বছরে এই নষ্ট হওয়া খাবারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ কোটি টনেরও বেশি। আর জাতিসংঘের তথ্যমতে, ২০২৫ সালে বিশ্বের প্রায় ৬৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ-অর্থাৎ প্রতি ১৩ জনে একজন-অভুক্ত ছিল।

ক্ষুধার হার কমছে, তবে ধীরগতিতে টানা তৃতীয় বছরের মতো বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কমেছে। তবে এ হার এখনো কোভিড-১৯ মহামারির আগের সময়ের চেয়ে বেশি রয়ে গেছে।

জাতিসংঘের বার্ষিক স্টেট অভ ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে বিশ্বের প্রায় ৬৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ বা মোট জনসংখ্যার ৭.৮ *বাকি অংশ ৬৭ পৃষ্ঠায়*

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নারী কর্মীদের বিদায়ের চেনা পথ

স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে পদত্যাগ; গুরুতর অনিয়মের অভিযোগের পরও পদে বহাল পুরুষেরা



পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নারীবাদী নন তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার করেন। তবে বছরের পর বছর ধরে তার নীতি ও ব্যক্তিগত আচরণের সমালোচনা এড়াতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রায়শই নারীদের নিয়োগ ও *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েল বন্ডে নিউ ইয়র্ক স্টেট পেনশন তহবিল বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্টেট কম্পট্রোলার টম ডিনাপোলি



পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার টম ডিনাপোলি ইসরায়েল বন্ডে নিউ ইয়র্ক স্টেট পেনশন তহবিল বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফিলিস্তিন-পন্থী কর্মীদের-যাদের মধ্যে মেয়র জোহরান মামদানিও রয়েছেন, তাদের তরফ *বাকি অংশ ৬৭ পৃষ্ঠায়*





